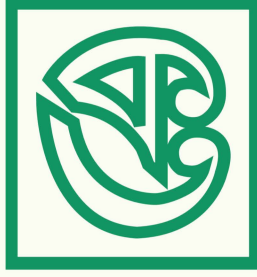


বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী



ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী

ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির

পরিবেশনায় :
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী

প্রথম প্রকাশক :

ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত বাবু সাতকড়িপতি বড়ুয়া, বি.এসসি, বি.ই.
পশ্চিম বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশকাল :

২৫২১ বুদ্ধাব্দ, জুন, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশক ও সম্পাদক :

ভদন্ত লোকাবংশ ভিক্ষু
অংকুরীঘোনা মহাশ্রাশান ভাবনা কেন্দ্র
গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় প্রকাশকাল :

পরমপূজ্য বিদর্শনাচার্য শান্তরক্ষিত মহাস্থবির'র
১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত।
২৫৫৫ বুদ্ধাব্দ, ১৫ মার্চ ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থ সংশোধনে :

ভদন্ত আলোকাবংশ ভিক্ষু, (মহাশ্রাশান ভাবনা কেন্দ্র, অংকুরীঘোনা)
শ্রী রণজিৎ কুমার বড়ুয়া (সোনাইছড়ি, রাঙ্গুণীয়া)

সহযোগিতায় :

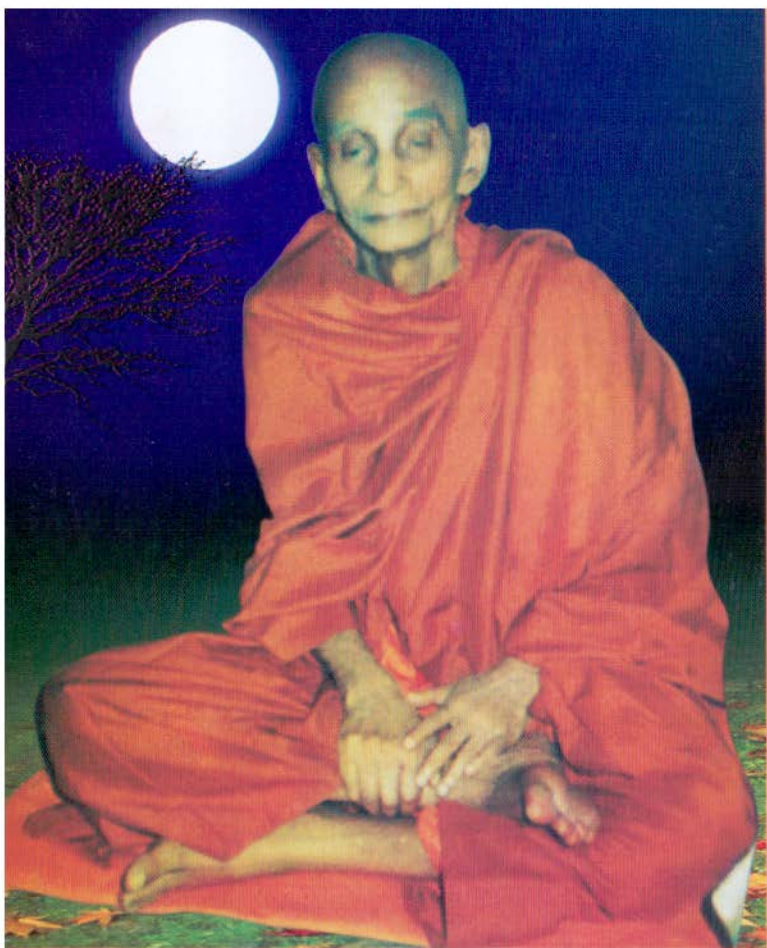
ভদন্ত তিলোকাবংশ খের
ভদন্ত সত্যপাল খের
ভদন্ত বিপুলবংশ খের

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ :

টিসু বড়ুয়া শাওন

মুদ্রণ :

রেণু এ্যাড এণ্ড প্রিন্টিং
সান্তার ম্যানসন, চেরাগী পাহাড়
চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৬০৯০২



ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির

আবির্ভাব : ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ

তিরোধান : ১৫ মার্চ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুবাদকের জীবনালেখ্য

ভারত-বাংলা উপমহাদেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের নবজাগরণের যুগ সন্ধিক্ষণে যে সকল সর্বত্যাগী পুণ্যাত্মাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের প্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা এবং অনন্য প্রতিভায় সাহিত্য কর্মসৃষ্টির মাধ্যমে সর্বজন স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে **ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির** অন্যতম। তাঁর মত বহু ভাষাবিদ বিরল প্রতিভামণ্ডিত সাহিত্য স্রষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, প্রখ্যাত অনুবাদক এবং শীলগুণ বিমণ্ডিত সাংঘিক মনীষা সুদুর্লভ বললেও যেন অতুক্তি হবে না। সুদীর্ঘ তিরানব্বই বছর ধরে অর্থাৎ মহাপ্রয়াণের কিয়ৎকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানগভীর ও প্রতিভাদীপ্ত লেখনী এক অভিনব এবং সৃজনশীল। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রে অনুবাদ এবং পালি-বাংলা ও ইংরেজী এই ত্রি-ভাষায় অভিধান রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

আবির্ভাব

স্মরণাতীতকাল থেকে চট্টল ভূমি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র রূপে প্রতিভাত হয়। অধুনা, সোনার বাংলার চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সমতলভূমি পরিবেষ্টিত নদী বিধৌত জনবহুল বৌদ্ধ অধ্যুষিত একটি গ্রাম বিনাজুরী। বিনাজুরী গ্রামখানি পূর্ব বিনাজুরী, মধ্যম বিনাজুরী এবং পশ্চিম বিনাজুরী এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পশ্চিম বিনাজুরীর মধ্যবিন্দু এক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও সাধক পরিবারে আজ থেকে শত বছর পূর্বে ১৯০৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের জন্ম হয়। তখন কেউ কল্পনাও করেননি যে, উত্তরকালে ঐ সন্তানই বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের গৌরবরত্ন, আধ্যাত্মিক জগতের উন্নত মার্গে বিচরণশীল, সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক নন্দিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব হবেন। তাঁর গৃহী নাম ছিল 'সরোজ'। সরোজ যেমন সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়, তিনিও যে সরোবরের নামধারণ করেছিলেন 'সরোজ'। তাঁর পিতা কালীদাস বড়ুয়া অত্র অঞ্চলের সাধক প্রবর, পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত ছিলেন। মাতৃদেবী অনু কুমারী ছিলেন অতিশয় পুণ্যশীলা, সতী সাধ্বী, অতিথি বৎসলা ও ধর্মপরায়ণা বিদূষী মহিলা। এরূপ মাতা-পিতার ঘরেই তো জন্ম হয় পুণ্য পুরুষদের। সরোজ ছিলেন পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে- তার পিতা প্রথম যে সংসার রচনা করেছিলেন সেই সংসারে এক পুত্র ও তিন কন্যা, যথাক্রমে রমনী মোহন বড়ুয়া (এস, ডি, ও) প্রথম কন্যা পোমরা শশীরঞ্জন তালুকদারের সহধর্মিণী, দ্বিতীয় বাগোয়ানের মহেন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী সুভাষিনী এবং তৃতীয় রাউজানের ডাঃ বঙ্কিম চন্দ্র বড়ুয়ার সহধর্মিণী। পণ্ডিত কালিদাসের প্রথম স্ত্রী হঠাৎ দেহত্যাগ করলে দ্বিতীয় সহধর্মিণীরূপে বৈয়াখালীর অনুকুমারীর পাণি গ্রহণ করেন। পুণ্যবতী এই মহীয়সী রমনীর গর্ভেই সরোজের জন্ম হয়। সরোজের পূর্ব পুরুষ চৌধুরী বংশ নামে পরিচিত ছিল। ১৮৬৪ সালে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সংস্কারক এবং সমগ্র চট্টলভূমিতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের অন্যতম হোতা সংঘরাজ সারমেধ মহাশ্ববির তাঁর উপাধায়ত্বে সর্বপ্রথম থেরবাদী বিনয় বিধানমতে পাহাড়তলী মহামুনি মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বপার্শ্বে হাঞ্জার ঘোনার এক পার্বত্য ছড়ায় (উদক উৎক্ষেপন সীমায়) সাতজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ রাউলী পুরোহিতদেরকে পুনর্বার উপসম্পদা প্রদান করে এক নব ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরাই হলেন সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের থেরবাদী বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাংঘিক মনীষী ছিলেন হরি মহাশ্ববির। তিনি সমগ্র রাউজান অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের অগ্রদূত সদ্ধর্ম চেতনা, আদর্শ চরিত্রের জন্য তিনি তৎকালীন সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি অত্র মন্দিরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃ স্মরণীয় হয়েছেন। ১৮৮০ সালে ধ্যান যোগী ধর্মকথিক মহাশ্ববির শ্মশান বিহার প্রতিষ্ঠা করে পরম পুরুষ হরি মহাশ্ববির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের বুদ্ধমূর্তি সমেত অন্যান্য আসবাবপত্র নবনির্মিত বিহারে দান করেছিলেন। বর্তমানে ঐ বিহার ভিটা তাঁর পূর্ব ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিক্ষা জীবন

পারিবারিক ঐতিহ্যই সরোজের শৈশবের ভিত্তি সুদৃঢ় করে দিয়েছিল। বাল্যকাল থেকে সরোজের নম্র ও ভদ্র স্বভাব এবং লেখাপড়ায় প্রবল অনুরাগ ও ধর্মীয় চেতনা দেখে পিতা-মাতা তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষায় হাতেখড়ি হয় স্বীয় গ্রামে স্থানীয় বিহারের অধ্যক্ষ ধর্মকথিক মহাশ্ববিরের ছত্রছায়ায় সে সময়েই তাঁর ধর্মীয় ক্ষায় বীজ বপিত হয়েছিল। পুত্রের শিক্ষানুরাগ লক্ষ্য করে পিতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মকথিক মহাশ্ববির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোনাইরমুখ প্রাথমিক এম,ই স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন নোয়াপাড়ার সিদ্ধুরাজ বড়ুয়া, স্বগ্রামের উমেশ চন্দ্র বড়ুয়া ও

রজনীকান্ত বড়ুয়া। ‘সরোজ’ বাল্যকাল থেকে পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। শিক্ষকেরা তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে বিস্মিত হলেন। প্রতি বছর তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষক মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শুধু তা নয়, তাঁদের অত্যন্ত স্নেহধন্য হয়ে উঠেন। খেলাধুলাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। ফুটবল খেলা তাঁর অতি প্রিয় খেলা। তাই তাঁকে সর্বস্তরের মানুষ অত্যধিক স্নেহ দৃষ্টিতে দেখতেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে- ‘সরোজ’ যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, বর্তমান বাঙ্গালী বৌদ্ধ জাতির গৌরবরত্ন, ১৯৯২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে বিভূষিত পণ্ডিত ধর্মাদার মহাশয়বির শ্রামণ অবস্থায় অত্র স্কুলের তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সরোজ রীতিমত মন্দিরে গিয়ে শ্রামণ ধর্মাদারের কাছে অংক অনুশীলন করতেন। তাঁরা দু’জনেই প্রতিটি ক্লাসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অত্র স্কুলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। শিক্ষক মহোদয়গণও তাঁদের দু’জনকে নিয়ে গর্বানুভব করতেন। তাঁদের দু’জনের মধ্যেও একটা গভীর মৈত্রী বন্ধন গড়ে উঠেছিল। উত্তরকালে উভয়ই বাঙ্গালী বৌদ্ধ জাতির গৌরব হয়ে উঠেছিলেন।

অতঃপর বালক সরোজ উচ্চ শিক্ষার্থী হয়ে হাটহাজারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি কিছুদিন তাঁর আত্মীয় জোবরা নিবাসী শিক্ষাবিদ ভূষণ মোহন বড়ুয়ার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যান। পরবর্তীকালে যাতায়াতের অসুবিধাবশতঃ হোস্টেলে অবস্থান করতঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণী ও ৭ম শ্রেণী পাঠ অতি কষ্টের মধ্যে শেষ করেন। সেখান থেকে তিনি রাউজান আর, এ, সি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আদিত্যচরণ রায়, অবিনাশ চক্রবর্তী (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) এবং লাঠিছড়ীর অনঙ্গ মোহন বড়ুয়া (পালি শিক্ষক) প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষকদের স্নেহ সান্নিধ্যে সরোজের জ্ঞানস্পৃহা অনেকটা বেড়ে যায়। তিনি হিঙ্গলা নিবাসী নিশিচরণ চৌধুরীর (মাতঙ্গর) বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতেন। ১৯২৬ সালে তিনি অত্র স্কুলের কৃতি ছাত্ররূপে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি যে সময়ে এই মহান সুযোগ লাভ করেছিলেন তখন বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে গুটি কয়েকজন এই শ্রেণীর গৌরব অর্জন করেছিলেন মাত্র।

কর্মজীবন

১৯২৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ করে তিনি পারী জমালেন বৌদ্ধ প্রধান দেশ বার্মাতে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমণী মোহন বড়ুয়ার (এস, ডি, ও) কাছে অবস্থান করেন। স্বভাবতঃ বৌদ্ধ প্রধান প্রতিকল্প দেশের বৌদ্ধদের

ধর্মীয় ভাবধারাই ছিল আদর্শ স্থানীয় এবং কল্যাণমুখী। সেখানকার ধর্মীয় পরিবেশ তাঁর আকর্ষণ আরো গভীরতর হয়ে উঠে। চাকুরী জীবনে প্রবেশ করলেও তিনি অবসর সময়ে মন্দিরে গিয়ে পণ্ডিত ভিক্ষুদের ধর্মালোচনা শ্রবণ, শাস্ত্রপাঠ এবং দান দেওয়া তাঁর দৈনিক কর্মে পরিণত হয়। সকাল-দুপুর হাজার হাজার ভিক্ষু-শ্রামণের সারিবদ্ধভাবে পিণ্ডাচরণ দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। আর সেই থেকেই তাঁর বৈরাগ্য জীবনের বীজ যেন বপিত হয়েছিল। বার্মাদেশে দুই বছর চাকুরী জীবন অতিবাহিত করে পূর্ণবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শিক্ষকতা জীবন

১৯২৮ সালে স্বগ্রামের সোনার মুখ এম, ই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হন। বাল্যকাল থেকেও তিনি শিক্ষকতা জীবনকে আদর্শ জীবন বলে মনে করতেন। শিক্ষাদানের কার্যে নিযুক্ত হয়ে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ক্রমাগত কয়েক বছর নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি আদর্শ শিক্ষকের সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য জীবনের ডাক যাঁর অন্তরে বাসা বেঁধেছে তাঁকে কি আর সংসারের মায়াব বন্ধনে বেশী দিন আবদ্ধ করে রাখা যায়? একদিন সকলের অজান্তে রাউজান ভগ্নীপতির গৃহে গিয়ে উঠেন। ভগ্নীপতি সরোজকে হঠাৎ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি সরোজের হাবভাব দেখে মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, হয়তঃ তিনি অন্য জীবন যাপন করতে চান। তখন তিনি স্বগ্রামের পণ্ডিত নিশি মহাস্থবিরের (ধর্মতিলক মহাস্থবির) সঙ্গে পরামর্শ করলেন সরোজকে নিয়ে কি করা যায়? মহাস্থবির মহোদয় পরের দিন কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা সুধন বড়ুয়ার পুত্র শান্তশীল বড়ুয়ার (যিনি অত্র অঞ্চলের প্রথম বি, এ) বাড়ীতে সংঘদান অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির কয়েক বছর সিংহল থেকে ধর্ম-বিনয় ও ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সংঘরাজ মহানন্দ বিহার প্রাক্তণে পালি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর বাল্য জীবনের একান্ত বন্ধু সরোজের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লাইনে একটি চিঠি লিখে দিলেন। চিঠির সারমর্ম এই- “সংসারে যদি অতই সুখ থাকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কেন ভিক্ষু হয়েছিলেন? তুমিও ভিক্ষু হয়ে গেলে ভাল হয়। তোমার যদি ভিক্ষু হওয়ার একান্ত বাসনা থাকে, তাহলে কাল বিলম্ব না করে আমার কাছে চলে এস। আমি তোমার সব রকমের ব্যবস্থাই করবো” আর এই মহান আশ্বাসের বাণী লাভ করে সরোজ যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা

১৯৩৫ সালের শুভ বৈশাখ মাস সরোজের জীবনের স্মরণীয় মাস। সেই পবিত্র মাসে আধুনিক শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত সরোজ তাঁর ভগ্নীপতি ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, ব্রহ্মচর্য জীবন লাভের জন্য ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন মুক্তির অন্বেষণে। যথাসময়ে পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে দীর্ঘকাল পরে তাঁর বাল্যবন্ধু পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে মহামুনি মেলায় সুপ্রাচীন পুণ্যতীর্থ মহামুনি মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীমৎ প্রজ্ঞারত্ন মহাস্থবির ও পণ্ডিত উঃ নন্দ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সরোজকে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষা দিলেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর প্রিয় শিষ্যের নাম রাখলেন- শ্রামণ শান্তরক্ষিত।

গুরুদেবের স্নেহ সান্নিধ্যে অবস্থান করে প্রব্রজিত জীবনের রীতিনীতি এবং ধর্ম বিনয়ে গৌরববোধ, সদ্ধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে সাংঘিক সমাজে শান্তরক্ষিতকে উপসম্পদা প্রদানের জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্রামণ তা অবগত হয়ে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন। প্রব্রজিত জীবনের সপ্তাহকাল পরে একই মাসে ধর্মপ্রাণ কালীচরণ মুৎসুদীর বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত শাক্যমুনি বিহার প্রাঙ্গণে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সাংঘিক সমাজের অবিসংবাদিত, সংঘনেতা, মহামনীষী, আচারিয়া পূর্ণাচার মহাস্থবির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ভিক্ষু সীমায় (বদ্ধসীমায়) শুভ উপসম্পদা স্থান নির্ধারিত হয়। ঐতিহাসিক মহামুনি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী শাক্যমুনি বিহারের 'বদ্ধসীমায়' ভাবগম্ভীর পরিবেশে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে শ্রামণ শান্তরক্ষিতের উপসম্পদা কার্য সুসম্পন্ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সংঘরাজ মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ উঃ নন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ প্রজ্ঞারত্ন মহাস্থবির প্রমুখ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী বহু ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৩১ (একত্রিশ) বৎসর। এতে তাঁর জীবনে আর এক নুতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

শাস্ত্র অধ্যয়ন

'ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ'- এই অমোঘ শাস্ত্রতবাণী তাঁর জীবনে সত্য প্রতিভাত। ১৯৩৩ সালে গুরুদেব পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহামুনি পালি কলেজে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু ভিক্ষু শ্রামণ গুরুদেবের ছত্রছায়ায় ত্রিপিটক শাস্ত্র শিক্ষা শুরু করলেন। নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু শান্তরক্ষিতও তাঁদের সতীর্থরূপে শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। গভীর নিষ্ঠা ও

অধ্যবসায়ের গুণে গুরুদেবের অধীত বিদ্যায় পারঙ্গমতা দেখে গুরুদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরুদেবও তাঁর প্রিয়শিষ্যের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল লক্ষ্য করে শাস্ত্র শিক্ষার পাশাপাশি খৃষ্টান মিশনারীদের সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা HAPPY FANEE এর গ্রাহক করে ইংরেজী ভাষাচর্চার সুবন্দোবস্ত করে দেন। তখন থেকেই তিনি পালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তীর্থ দর্শন

১৯৪৭ সালে তিনি পবিত্র ভারতভূমির পুণ্যতীর্থ সমূহ দর্শনে বহির্গত হলেন। ভগবান বুদ্ধের ঘটনাবহুল স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এতে তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও বৌদ্ধধর্ম দর্শন এবং বিশেষতঃ জীবন সত্যের প্রতি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ হয়। ইতিপূর্বে বার্মাদেশের ঐতিহাসিক প্রাচীন তীর্থস্থানসমূহও তাঁর দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। সেই বছরই তিনি তীর্থদর্শন ও প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি দর্শন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

সিংহল যাত্রা

১৯৪৮ সাল তাঁর জীবনের আর একটা উল্লেখযোগ্য বছর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আরো গভীর জ্ঞান লাভের কৃতজ্ঞকল্প নিয়ে তিনি বৌদ্ধ প্রধান সিংহল দেশে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত পরিবেনের (পানাদূরে ওয়ালেপালে পানসালাতে) অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ অতুলসেন মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে গিয়ে অবস্থান করেন। বাঙ্গালী উদীয়মান তরুণ ভিক্ষু শান্তরক্ষিতের অমায়িক ব্যবহার, ধর্ম-বিনয় ও ত্রিপিটক শাস্ত্রে জ্ঞানাহরণের গভীর আগ্রহ দেখে তাঁরই সাহচর্যে স্থান দিয়ে শাস্ত্র শিক্ষার সুযোগ করে দেন। সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- ‘পালি থেকে পালি শিক্ষা করা’ - এতে ভাষা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। আচার্যদেবের নির্দেশনায় ত্রিপিটক শাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব এবং বিনয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ে অধ্যয়ন করে তিনি বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেখানে তিনি এক বছরের মত অধ্যয়ন কর্মে ব্যাপ্ত থেকেও সময় সুযোগে তথাকার প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য মণ্ডিত স্থানসমূহ দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সিংহলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি গুরুদেবের অনুমতিক্রমে আবার ফিরে আসেন ভারতবর্ষে। তখন তিনি আগরতলা বেণুবন বিহারে গিয়ে উঠেন। এই বিহারের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন নানুপুর গ্রামের কৃতী পুরুষ শ্রীমৎ আর্যমিত্র মহাস্থবির।

বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে (৬ষ্ঠ সঙ্ঘায়ণে) যোগদান

১৯৫৬ সাল বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী বর্ষরূপে স্বীকৃত। মহামানব গৌতম বুদ্ধের ২৫০০ তম জন্ম-জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। ধর্মপ্রাণ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহামান্য উঃ নুর পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধভাষিত সূত্র-বিনয়-অভিধর্মপিটকসমূহ একত্রিত করে ত্রিপিটকের খুঁটিনাটি আলোচনার মাধ্যমে বুদ্ধবাণীর বিশোধক, পুস্তকাকারে প্রণয়ন ইত্যাদি বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেরবাদী পণ্ডিত ভিক্ষুদের মধ্যে আড়াই হাজার ভিক্ষুসংঘ নির্বাচন করে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। তা সমগ্র বৌদ্ধ ইতিহাসে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত হয়। ভগবান বুদ্ধের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ থেকে সরকারী প্রতিনিধিরূপে আগত বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবির ও তাঁর প্রিয়শিষ্য শান্তরক্ষিত মহাস্থবির ছিলেন অন্যতম। তাঁদের সঙ্গে প্রতিনিধিরূপে যাঁরা গিয়েছিলেন- শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের, ডক্টর অরবিন্দু বড়ুয়া (বেঙ্গল বুডিজম এসোসিয়াশনের সম্পাদক) ও শ্রী শিব প্রসাদ বড়ুয়া। তখন ১৯৫৪ সালে ১৪ই মে। ১৯৫৪ সালের বুদ্ধ পূর্ণিমা দিবসে রেঙ্গুণের সন্নিকটে শ্রীমঙ্গল পাষণ গুহায় মনোরম পরিবেশে মহাসঙ্গীতির কার্য শুরু হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মদেশের প্রখ্যাত ত্রিপিটক শাস্ত্রজ্ঞ অগ্নমহাপণ্ডিত ভদন্ত রেবত মহাস্থবির। উল্লেখ্য যে, বহির্বিশ্ব থেকে আগত ভিক্ষুসংঘদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটক শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা গবেষণা করবেন, তাঁদের জন্য ব্রহ্ম সরকার কর্তৃক বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। মহাস্থবির শান্তরক্ষিত উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে ১৯৫৭-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ত্রিপিটকের গভীরতত্ত্ব অভিধর্ম পিটকের পট্ঠান শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। তখন তাঁদের শিক্ষাগুরু ছিলেন পট্ঠান সেয়াড উঃ নারদ মহাস্থবির। তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে কয়েক বছরের মধ্যে অভিধর্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন মহাস্থবির শান্তরক্ষিত। তাঁর সতীর্থ গুরু ভাই পণ্ডিত শান্তপদ মহাস্থবির ও পণ্ডিত সুগতবংশ মহাস্থবিরও একই সঙ্গে পট্ঠান ও অভিধর্ম শিক্ষা করেন। মহাস্থবির শান্তরক্ষিত তখন বর্মী ভাষা চর্চা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্মী ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বর্মী ভাষাতেও অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রহ্মদেশের ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাই তিনি বর্মী ভাষাভাষী সকলের কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

ধ্যানচর্চা

আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার প্রতি গভীর অনুরাগ বাল্যকাল থেকে তাঁর কোমল অন্তরে রেখাপাত করে আসছে। ভিক্ষুত্ব বরণ করার পর তিনি আমরণ ধ্যানানুশীলনকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে ব্রহ্মদেশে অনুষ্ঠিত সঙ্গায়নের কার্য শেষ করে তথাকার প্রসিদ্ধ ‘কামায়ুট বিদর্শনারামে’ বিদর্শন ভাবনায় রত হন। তখন তাঁর ধ্যান গুরু ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদর্শনাচার্য উঃ মেধাবী সেয়াড, তাঁরই নির্দেশনায় ক্রমাগত একবছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যানানুশীলন করে ধ্যান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি ধ্যান-সাধনাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রধান অবলম্বনরূপে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি স্বগ্রামের রত্নাকুর বিহার প্রাঙ্গনে পর্যন্ত বিদর্শনারাম প্রতিষ্ঠা করে মুমুক্ষ অসংখ্য সাধক-সাধিকাদের মধ্যে বিদর্শন ভাবনা প্রশিক্ষণ দিয়ে এক অমর কীর্তি রেখে গিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধক শ্রেষ্ঠ বনভান্তে (সাধনানন্দ মহাস্থবির) ধ্যানার্থীদের বলেছিলেন- “তোমরা কেন আমার কাছে আসছ? তোমাদের বাড়ীর পাশে শান্তরক্ষিত মহাস্থবির আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে ধ্যান শিক্ষা করো। তাতে ভাল হবে।” তাঁর এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে- তিনি কত বড় ধ্যান গুরু ছিলেন কারণ ধ্যান থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান হয় না।

ত্রিপিটক প্রচার বোর্ডে যোগদান

১৯৫৩ সাল বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সামগ্রিক ইতিহাসে বিশিষ্ট বৎসর। আর্থশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদীর মানব পুত্র ধর্মপ্রাণ ডাঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও তাঁর সহধর্মিনীর সহযোগিতায় রেঙ্গুন মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস’। এই প্রেসের দু’টি বিভাগ ছিল- ১) ধর্ম বিভাগ অর্থাৎ মূল ত্রিপিটকের যাবতীয় গ্রন্থাবলী বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। ২) কর্ম বিভাগ অর্থাৎ আয়ের জন্য ইংরেজী, বর্মী বাংলায় মুদ্রণকার্যের ব্যবস্থা বিভাগ, কর্ম বিভাগের লভ্যাংশ বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষা ও বঙ্গানুবাদে ত্রিপিটক মুদ্রণ কার্যে ব্যয়িত করা। প্রেস মালিক ডাঃ বড়ুয়ার সহধর্মিনী প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ বার্মা সরকারের পরিচালিত বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীতে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। ১৯৫৪ সালে ভিক্ষু শান্তরক্ষিত সঙ্গায়ন উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে গেলে ডাঃ বড়ুয়া তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও কর্ম প্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রকাশনী কাজে সহায়তা করার জন্য সাদর আহ্বান জানালেন। তিনিও ডাঃ বড়ুয়ার আদর্শকে

তুলে ধরার মানসে সঙ্গায়ন কার্য শেষ করে প্রকাশনীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ত্রিপিটক প্রকাশনীর কাজে হাত দিয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরই সার্বিক তত্ত্বাবধানে যে সকল লেখকের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে-সেগুলির মধ্যে রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের 'দীর্ঘ নিকায়, ১ম খণ্ড (বঙ্গানুবাদ- ১৯৬২), পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবিরের 'মধ্যম নিকায় ২য় খণ্ড, (বঙ্গানুবাদ-১৯৫৬) তাঁর (ভিক্ষু শান্তরক্ষিত) নিজস্ব লেখা 'ত্রিপিটক লেখার ফল' ধর্মচক্র প্রবর্তন কীর্তন', 'বৌদ্ধ বন্দনা নীতি', 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এসব কাজে তাঁর শ্রম, মেধা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা ছিল অতুলনীয়।

সাহিত্য সাধনা

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী শান্তরক্ষিত সত্যিকারের একজন জ্ঞানপিপাসু নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট অনুবাদকরূপে প্রখ্যাত ছিলেন। বাংলা, ইংরেজী, পালি, বর্মী, হিন্দী ও সিংহলী ভাষায় তাঁর অবাধ দখল ছিল। ব্রহ্মদেশে, সিংহল ও ভারতের প্রাজ্ঞ শাস্ত্রবিদ এবং মহামনীষীদের সাহচর্যে দীর্ঘকাল জ্ঞান সাধনায় রত থাকাকালীন সময়ে সাহিত্য সাধনার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মেছিল। বিশেষ করে ত্রিপিটক শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ না থাকাতে বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা খুবই কম। তাঁদের সেই অভাব পূরণের মানসে এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির জন্য তিনি আমরণ ত্রিপিটক শাস্ত্রের দর্শন গ্রন্থের অনুবাদ করে তাঁর মননশীল গবেষণার পরিচয় দেন। তিনি মূলানুবাদে খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনা ও জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভা দিয়ে যে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থরাজি সমাজকে উপহার দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করছি-

১. প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষা ১ম খণ্ড, ২. বৌদ্ধ শিশুদের ধর্ম শিক্ষা (বন্দনা ও প্রশ্নোত্তর সম্বলিত), ৩. বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী, ৪. ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র কীর্তনে, ৫. বৌদ্ধ সাধনানীতি (শমথ ও বিদর্শন ভাবনা নীতি), ৬. বৌদ্ধ বন্দনা নীতি, ৭. পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড), ৮. বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম (বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম নীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার বিষয়) ৯. সানুবাদ থেরী অপদান (পালিসহ বাংলা অনুবাদে অরন্তী ভিক্ষুণীগণের জীবন কাহিনী) ১০. মুক্তির সন্ধানে বৌদ্ধ সাধী (বহু বিষয় সম্বন্ধিত বৌদ্ধদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদেয় গ্রন্থ) ১১. মুক্তির সন্ধানে বৌদ্ধ সাধী-দ্বিতীয় ভাগ (বৌদ্ধদের নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ধ্যান সম্বন্ধীয় আলোচ্য সূত্রের

অর্থসহ কতিপয় সূত্র), ১২. পালি বাংলা ও ইংরেজী অভিধান (শ্রীলংকার বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত পালি ইংরেজী অভিধান অনুকরণে পালি বাংলা ও ইংরেজীতে লিখিত ছোট অভিধান), ১৩. সানুবাদ ইতিবৃত্তক (পালিসহ বাংলা অনুবাদ সূত্র পিটকের অন্তর্গত বুদ্ধের উপাদেয় ধর্ম উপদেশ), ১৪. ভিক্ষু কর্তব্য (ভিক্ষুগণের অবশ্য পালনীয় বিষয়বস্তুসমূহ), ১৫. শ্রামণের কর্তব্য (শ্রামণগণের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ), ১৬. প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষা-দ্বিতীয়ভাগ (৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এবং পালি মধ্য ও উপাধি শ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী পালি, বাংলা ও ইংরেজীতে), ১৭. পালি জাতক- (৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর এবং পালি আদ্য ও মধ্য শ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী শব্দার্থ ও বাংলা অনুবাদসহ) ১৮. মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, (৭ম, ৮ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী-বন্দনা ও প্রশ্নোত্তর সম্বলিত), ১৯. সানুবাদ ধর্ম সঙ্গনী (পালিসহ বাংলা অনুবাদে অভিধর্ম পিটকের একটি খণ্ড গ্রন্থ) ২০. নেতিপ্লকরণ, ২১. নেতি অথকথা, ২২. জাতক অর্থকথা (১ম ও ২য় খণ্ড), ২৩. অভিধর্মপিটকে চতস্স ধম্মস্স অথকথা, ২৪. অভিধম্মাবতার, ২৫. অভিধম্মাথ সংগ্গহ, অভিধম্মাথ সংগ্গহ টীকা (অভিধম্মাথ বিভাবিনী টীকা), ২৬. অভিধম্মাথ সংগ্রহের চিত্র ও চৈতসিক খণ্ড (রোমান অক্ষরে পালি এবং ইংরেজী অনুবাদে) ২৭. মহাসতিপট্টান সূত্র (সংক্ষিপ্ত) পট্টান, ২৮. কাচায়ন পালি ব্যাকরণ, ২৯. কম্বাচা, ৩০. সূত্তসংগ্গহো।

উক্ত এই গ্রন্থ তালিকা শুধুমাত্র তুলে দেওয়া হলো মহামনীষীর জ্ঞানচর্চার গভীরতা ও ব্যাপকতার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৬৩ সালের ৩০শে এপ্রিল ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্রের বিপর্যয়ে অন্যান্য বিদেশীদের মত তিনিও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ‘জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরিয়সী’ দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে জন্মভূমিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান গরিমা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা দেখে দেশবাসী সকলেই মুগ্ধ হলেন। তিনি জন্মভূমির শাসান বিহারে কিছুদিন অবস্থান করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৭ সালে তাঁর জন্ম জয়ন্তী মহাসমারোহে রত্নাকুর বিহারে সুসম্পন্ন হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমং শীলালঙ্কার মহাস্থবির এবং মহাসংঘনায়ক শ্রীমং বিত্তকানন্দ মহাস্থবির প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন।

তিরোধান

‘জীবনের ফুল বড় হয়ে ফুটে মরণের উদ্যানে’- কবির এই মহান বাণীর অবিকল শাস্ত্রতঃ প্রতিফলন আমরা ভিক্ষু শান্তরক্ষিতের জীবনে সততই দেখতে পাই। স্বভাবতঃ একটা জীবন ধাপে ধাপে যখন আপন সুবাসে সুবাসিত হয়ে উঠে তখন সেই সুবাসিতাবলীর কতটুকু স্বীকৃতি আমরা প্রদান করতে পারি? আর যখন পৃথিবীর বক্ষ থেকে চির বিদায় নিয়ে একেবারে সবই চলে যান তখনই তাঁর সমাদর করতে সক্ষম হই। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারও তেমন কোন সমাদর তাঁর দেশে হয়নি। তাই আক্ষেপ করে বলা হয় যে- বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃতি জাতি। আত্মত্যাগী আবাল্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষু শান্তরক্ষিতকেও আমরা সেভাবে বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিলাম সেটা কম আক্ষেপের কথা নয়। কিন্তু তিনি তাঁর আপন কর্ম প্রতিভা এবং বিদ্যাবত্তার দ্বারা যা করে গেছেন তাতে তিনি দেদীপ্যমান হয়ে আছেন। জ্ঞানতাপস ভিক্ষু শান্তরক্ষিত কয়েক বছর যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার কবলে পতিত হলেও বিশিষ্ট শৈল্য চিকিৎসক ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়ার সুচিকিৎসার কথা স্মরণযোগ্য। তিনি পুণ্য পুরুষের একান্ত সেবক এবং শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। শত চেষ্টা করেও বয়স ও ব্যাধির কবল থেকে তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভবপর হয়নি। ১৯৯৭ সালের ১৫ই মার্চ, মধ্য দুপুরে আপন পিতৃগৃহে ৯৩ বছর বয়সে অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করেন। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজী শুক্রবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা সহকারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উৎসব হাজার হাজার ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশে সাড়ম্বরে সম্পন্ন করা হয়।

বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে এই আদর্শ পুণ্য পুরুষের জীবনাদর্শ, কর্ম সাধনা, জ্ঞান সাধনা এবং আধ্যাত্মিকতা আগামী প্রজন্মের কাছে অতুচ্ছল আলোকবর্তিকা হয়ে চিরকাল অম্লান থাকুক। তাঁর অমর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

‘নিবানং পরমং সুখং’

তারিখ :

৩০/০১/২০১২ইং

২৫৫৫ বুদ্ধাব্দ, ১৪১৮ বাংলা

প্রণতঃ

প্রকাশক।

প্রকাশকের কিছু কথা

জীবনের অতি ভোগ বিলাসীতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং কঠোর কৃচ্ছাসাধনকে পরিহার পূর্বক বুদ্ধাঙ্কুর যখন সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে নিজেকে ‘বুদ্ধ’ রূপে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন, তখনই তিনি সেই লব্ধ জ্ঞানকে নিজের মধ্যে পুঞ্জীভূত না রেখে সত্ত্বগুণের উপকারার্থে তাহা প্রকাশিত করার মনঃস্থ করে বুদ্ধগয়া থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমে সারনাথে উপনীত হন। তথায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভরপুর এমন মনোময় স্থানে উপবিষ্ট হয়ে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণকে সম্মুখে রেখে তাঁর স্ব-সাক্ষাতকৃত জ্ঞানের আলোকে ধর্মচক্র সূত্র প্রবর্তন করেন। যাহাতে বুদ্ধের তীক্ষ্ণ জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এতে সংক্ষিপ্ত উপদেশে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং তাহা হৃদয়ঙ্গমে কৌণ্ডিন্য ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করে লোকসত্তার সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার সাক্ষ্য রাখেন। সেই দেব মনুষ্য দুর্লভ ধর্মচক্র সূত্রের প্রথম আলোচনা ঠিক এই ভাবে – হে মে ভিক্ষুবে! অন্ত পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিতের দ্বারা দুইটি অন্ত বা পছা অনুশীলন করা উচিত নয়। এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। ‘বুদ্ধ’ ভিক্ষু বলতে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ তখন ওতো ভিক্ষু সৃষ্টি হয়নি, এটা বুদ্ধের প্রথম দেশনার প্রারম্ভিক মাত্র। যাহা প্রকাশ করেছিলেন পাঁচজন মুক্তিকামী ঋষির সম্মুখে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ‘বুদ্ধ’ ভিক্ষু বলতে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, যাহারা দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছুক হয়ে সংকল্পবদ্ধ হন এবং প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ঠিক তাদেরকে। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, দুঃখ মুক্তিকামী সত্ত্বগুণের দুইটি অন্ত পরিত্যাজ্য। যাহা ভোগ-বাসনা জনিত কামসুখ গ্রাম্যজনোচিত প্রাকৃতজনের আচরিত যাহা অনার্ষ অভ্যস্ত এবং দ্বিতীয় হচ্ছে – আত্মপীড়ন জনিত কঠোর দৈহিক কৃচ্ছসাধন ইহাও দুঃখ জনক অনার্ষ অভ্যস্ত তাহা অনর্থ সংযুক্ত বলে প্রকৃত সুখাবহ নহে। তাই লৌকিক ভোগ বা ত্যাগের মধ্যে ‘অতি’কে বাদ দিয়ে মধ্যম স্তর অবলম্বন করার জন্য ‘বুদ্ধ’ এই সূত্রে আর্থ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং চতুরার্য সত্য আলোচনায় আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যাহা ২৫৫৫ বছর পূর্বে দেশিত হলেও বর্তমানে বিদ্যমান। তাহা সত্ত্বেও সমাজে অবস্থানরত সত্ত্বগুণের অনুধাবনের বাহিরে যাহা নিজের এবং চতুর্পাশ্বে দৃষ্টি গোচরে প্রতীয়মান। এই মিথ্যাদৃষ্টিকে রুদ্ধাতার দ্বারা সম্যক

দৃষ্টিকে বিকশিত করে করণীয়-অকরণীয় কাজের প্রতি সত্য জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার লক্ষ্যে এই বইয়ের বহু প্রসার লক্ষণীয়। তৎছাড়াও এই বইতে এমন এক সত্য দেশিত হয়েছে যাহা জীবনে উপলব্ধিতে অনাস্রব হয়ে সর্বদুঃখ অন্তসাধনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করা যায়। যাহার প্রমান বহন করে পঞ্চবর্ণীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে। বুদ্ধের এমনতরো সারপূর্ণ দেশনা সর্বকালে সর্বত্র প্রচারের প্রয়োজন সর্বদা বিদ্যমান। কারণ এতে বিষয়বস্তু এমনভাবে আলোচনা হয়েছে যা বিস্তৃত বর্ণনা ও প্রশ্ন উত্তরে সাক্ষ্য দেয়। যাহা ভাবনাময় জ্ঞানে উপলব্ধিতে লোকস্তর পর্যায়ে নিজেকে স্থির করায়। যার বর্ণনা এরূপই— রূপ আত্মা নহে তাহা অনাত্মা। কারণ, এই ভৌতিক দেহ এরূপ হোক বা এরূপ না হোক— এরূপ ইচ্ছা করলেও অনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্রস্ত হয়ে বা বিপরীত ভাব ধারণ করে পরিচালিত হয় না। তাহা স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী বিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন উঠে যাহা এইরূপ পরিবর্তনীয় তাহা নিত্য নাকি অনিত্য। স্বাভাবিকভাবে উত্তর এসে যায় ‘অনিত্য’। এখন পুনঃ প্রশ্ন উঠে যাহা অনিত্য তাহা কি দুঃখময়, নাকি সুখময়। উত্তর এসে যায় যাহা অনিত্য তাহা দুঃখময়। অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনে বিরূপ ধারণ করে ইচ্ছার বিপরীত স্বভাবে— ইহা কি আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা-এরূপ দর্শন করা কি সংঘত হতে পারে? স্বাভাবিক উত্তর এসে যায় ‘না’। তদরূপভাবে বেদনা, সজ্জা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পঞ্চস্কন্ধকে নির্দেশ করে থাকে। যাহা ভাবনাময় জ্ঞানে উপলব্ধিতে উৎপন্ন চিন্তাপ্রবাহে অপ্রবৃত্তি জন্মায়ে নিজেকে ইহা হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তৎহেতু বিরাগ বা উদাসীনতাবশতঃ নিজেকে বিশেষভাবে মুক্ত রাখে। বিশেষভাবে মুক্ত হয়ে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুক্ত হয়েছে বলে জানে— ঈদৃশ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। তাই বুদ্ধের এরূপ সুনিপুন দেশনা অধিক প্রচার ও গবেষণার লক্ষ্যে পুনঃ প্রকাশের উৎসাহিত হলাম।

তাই অত্র গ্রন্থের অনুবাদক মহামান্য ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক বিদর্শনাচার্য প্রয়াত শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণীয় ও বরণীয় করার লক্ষ্যে আমার এই প্রকাশনা। অত্র প্রকাশনা করার পেছনে যাদের উৎসাহ পেয়েছি তাদের মধ্যে আর্যশ্রাবক বনভাস্ত্রের দেশনা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের সংকলক ধর্মপ্রাণ উপাসক প্রয়াত বাবু ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া’র সহধর্মিনী শ্রীমতি দিগ্ভী বড়ুয়া (বাঁশী) এবং পশ্চিম বিনাজুরীর বিশিষ্ট সমাজ সেবক বাবু সজল কান্তি বড়ুয়া ও তৎসহধর্মিনী শ্রীমতি রুমা বড়ুয়া আমি তাঁদের নিরোগ দীর্ঘ জীবন ও নির্বাণ শান্তি কামনা করছি। প্রুফ সংশোধনের মত কষ্টসাধ্য কাজটি করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন আমার বাল্যবন্ধু বিনয় পিটকের

সঙ্গায়ন প্রশ্নের অনুবাদক প্রিয়ভাজন আয়ুত্মান আলোকাবংশ ভিক্ষু এবং আমার কল্যাণকামী যিনি ইতিপূর্বে সারিপুত্র, বৌদ্ধ সাধনা নীতি (পুনঃ মুদ্রণ), চতুরার্য্য সত্যের ব্যবহারিক বিদর্শন সহ বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা করে শাসন দরদীর পরিচয় দিয়েছেন ধর্মপ্রাণ উপাসক শ্রী রণজিৎ কুমার বড়ুয়া (সোনাইছড়ি, রাঙ্গুণীয়া)। আমি তাদের সুখ শান্তি এবং নিরোগ দীর্ঘ জীবন এবং নির্বাণ শান্তি কামনা করছি।

পরিশেষে রেণু এ্যাড এণ্ড প্রিন্টিং এর সত্বাধিকারী শ্রদ্ধাবান উপাসক স্বপন কুমার বড়ুয়া মহোদয় উনার অমায়িক ব্যবহার আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং শ্রদ্ধাবান উপাসক কম্পিউটার অপারেটর টিসু বড়ুয়া (শাওন) সহ সকল কর্মকর্তাদের প্রতি মৈত্রীচিন্তে পুণ্যরাশি প্রদান করছি। তাদের প্রত্যেকের উন্নতি ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। সকলের দুঃখ মুক্তি কামনা করছি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

জগতে বুদ্ধ শাসন শ্রীবৃদ্ধি হোক।

ইতি

লোকাবংশ ভিক্ষু

৩০ জানুয়ারি ২০১২ইং

১৪১৮ বাংলা, ২৫৫৫ বুদ্ধাব্দ।

অংকুরীঘোনা মহাশাস্ত্রাশান ভাবনা কেন্দ্র

গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

অবতরণিকা

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম অত্যন্ত ভাবগম্ভীর এবং নীতি সুন্দর ধর্ম। এই নীতি সুন্দর ধর্মই মধ্যম পথ। ইহা সর্বক্লেশ বিমুক্ত জীবমুক্তির উপায়। সেই জন্য ভগবান বুদ্ধ দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন— “এস, এই ধর্ম আচরণ করে দেখ, আচরণে অভ্যস্ত হলে এই ধর্ম দুঃখক্লিষ্ট জনকে দুঃখ হতে মুক্ত করে চিরশান্তির স্তরে উন্নয়ন করে।” তিনি আরও বলেছেন— “যেখানে চারি প্রকার আর্য়সত্য রয়েছে উহা আমারই ধর্ম।” প্রকৃতপক্ষে চারি আর্য়সত্য ছাড়া ধর্ম নাই। জগতে আরও অনেক ধর্ম প্রবর্তক আছেন কিন্তু ভগবান বুদ্ধের ন্যায় কেহই জগজ্জনকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে চিরমুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন নাই। নিজ মুক্তির উপায় নিজ স্বাধীন সত্ত্বার উপরই নির্ভর করে অপরের উপর নহে। পরনির্ভরশীল জন দুঃখী স্বাধীন নহে, স্বাধীন হতেও পারে না। মুক্তি অর্থে আত্ম স্বাধীনতায় সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তিতে নিবৃত্তিসুখ নির্বাণ।

১৯৫৬ ইংরেজীতে আমার ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে আমার পরমারাধ্য গুরুদেবও তথায় ছিলেন। ১৯৫৩ ইংরেজীতে ভারতের লক্ষ্মী মহানগরীতে বোধিসত্ত্ব বিহারে যখন অবস্থান করতেছিলাম সে সময় তথাকার দায়কদের অনুরোধে আমি পঠিগানের সুরে কীর্তনাকারে “ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র কীর্তনে” নাম দিয়ে একখানা ক্ষুদ্রাকার পুস্তকের খসড়া রচনা করি। উহা ১৯৫৪ ইংরেজীতে ব্রহ্মদেশে গমনের পর তথায়ই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। তখন মনের মধ্যে সংকল্প হয় “ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র এবং অনাত্ম লক্ষণ সূত্র” এই সূত্র দুইটির মূলসহ বাংলায় অনুবাদ করি। অতএব যখন ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র বাংলায় অনুবাদ করবার উদ্যোগ করছি গুরুদেব বললেন— “ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের আদিতে বোধিরাজকুমার সূত্রের সহিত সম্বন্ধ রেখে লিখলে সূত্রের আদি বিষয়টি বেশ সুস্পষ্ট হয়।” কাজেই তদনুরূপ “ক) বোধিরাজ কুমারের সহিত আলাপ” বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে মূলের সঙ্গে সংযোগ করে এই পুস্তকটির একটি খসড়া তৈরি করি। কিন্তু তখন অন্যান্য অনুবাদের ও মুদ্রণের কাজের চাপে অনাত্মলক্ষণ সূত্রটি শুধু বাংলায় অক্ষর পরিবর্তন করে লিখে অনুবাদ না করেই থুইয়ে রেখেছিলাম। দেশে ফিরে এসে এবার এই পুস্তকের পুরোপুরি কাজ করবার প্রয়াস পাই।

ভগবান তথাগত বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট তাঁহার অধিগত ও আবিষ্কৃত যে নতুন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন উহা প্রকৃতই নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ গমনের পথ প্রদর্শন স্বরূপ চারি আর্ঘসত্যের বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা বা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র। দ্বিতীয়বারে তিনি তাঁহাদের মধ্যে যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন উহা আমার আমিভূত্বের অহংকার ধ্বংসকারী অস্থির জড়-চেতনের ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা বা অনাত্মলক্ষণ সূত্র।

এই বর্ণনা দুইটির ব্যাখ্যায় মূল মর্মবোধ জ্ঞানীহৃদয়কে মথিত করে, তাপিত করে, প্রদলিত করে তথা বিগলিত করে। বুদ্ধের এই দুইটি উপদেশ প্রদানের মধ্যেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর সকলে একসঙ্গেই অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই পুস্তকটি সেই দুইটি উপদেশের ব্যাখ্যা সম্বলিত বলে ইহার নাম রাখা হল “বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী।” তবে কার্যকারণ (Cause and effect) সম্বলিত এই দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যা বর্ণনায় কতদূর হৃদয়গ্রাহী করতে পেরেছি বলতে পারি না। পাঠকবর্গ একটু মনোনিবেশ করে পাঠ করলে বুদ্ধের এই উপদেশ দুইটির মর্মার্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন ইহা নিঃসন্দেহ, ইহা মনে করে এই পুস্তকটি লেখার আত্মনিয়োগ করেছি।

আমার এই গ্রন্থমুদ্রণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক Mr. S.P. Barua B.Sc., B.E. (M) ও তদীয় সহধর্মিনী সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা শ্রীমতি ভক্তি রাণী বড়ুয়া ও তাঁহাদের বাসাস্থ সকলে আমি যতবার শহরে আসা-যাওয়া করেছি অতি আদরযত্নে ও শ্রদ্ধাসহকারে আমার আহা-আপ্যায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছেন আর ইহাতে সময় সময় অংশগ্রহণ করেছেন আমার আবাল্য তথা ছাত্র জীবনের বন্ধু এবং আমার ভিক্ষু জীবনের মহাউপকারী সহায়ক ও পরম হিতৈষীদায়ক সদ্ধর্মোৎসাহী শ্রদ্ধাবান ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুসংঘ সেবক উপাসক স্বর্গীয় Capt. S.B. Barua Ex. I.A.M.C. মহোদয়ের ধর্মপ্রাণ সহধর্মিনী শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা শ্রীমতি তটিনীবালা বড়ুয়া ও তাঁহার বাসাস্থ সকলে। তাঁহাদের এই সাহায্য আমার অন্তরে চির জাগ্রত থাকবে। আমি তাঁহারা উভয় পরিবারের সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত বাবু সাতকড়িপতি বড়ুয়া B.Sc., B.E. (M) এর সহধর্মিনী শ্রীমতি ভক্তিরাণী বড়ুয়া এই গ্রন্থে সংযোগকৃত “বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীদের পথ নির্দেশ” নামক চিত্রখানির ব্লক প্রস্তুত করবার জন্য ২৭৬ টাকা দিয়েছেন। এই পবিত্র পুণ্যগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার ঈদৃশ সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমি তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী সহ তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের ইহ-পারত্রিক সুখময় ও সমৃদ্ধিময় মঙ্গল কামনা করিতেছি।

এই পুস্তক মুদ্রণে যাঁহারা আর্থিক সাহায্য করে পুণ্যাংশ গ্রহণ করলেন— শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু (গহিরা, উত্তর পাড়া) ৫/-, শ্রীযুত বাবু মন্টু বড়ুয়া (শহর) ১০/-, শ্রীমতি ডলি দাস গুপ্তা (শহর) ৫/-, শ্রীমতি গীতা রাণী বড়ুয়া (আবদুল্লাপুর) ১০/-, শ্রীমতি কুন্দপ্রভা বড়ুয়া ২০/-, শ্রীমতি বিশাখা বড়ুয়া ৫০/-, শ্রীমতি সুকৃতা বাল্য বড়ুয়া ১০/-, বাদলের মা (শহর) ১/-, জনৈকা উপাসিকা মারফত অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী (শহর) ১/-, উপাসিকা শ্রীমতি সুকেশী বড়ুয়া ১০/-, শ্রীযুত বাবু বিনয়ভূষণ বড়ুয়া (রাঙ্গুণীয়া পাট্যালিরকুল) ২০/-, শ্রীমতি হেমপ্রভা বড়ুয়া ১০/-, কুমারী মিনতি বড়ুয়া (আঁধারমানিক) ১০/-, বাদলের মার মেয়ে ১/-, শ্রীমতি দিল্লী বড়ুয়া (বাঁশী) (রাঙ্গুণীয়া সাতঘরিয়া পাড়া) ১০/-, শ্রীমতি শান্তিপ্রভা বড়ুয়া (অরুণ ডাক্তারের মা, আধারমানিক) ১০/-, শ্রীমতি কিরণ বাল্য চৌধুরাণী (মন্টুর মা পশ্চিম বিনাজুরী) ৫/-, শ্রীমতি অমিয় বাল্য বড়ুয়া ২/-, মণি সাধুমা (গহিরা উত্তর পাড়া) ২০/- ।

চট্টগ্রাম কাজিমালী হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নীলাম্বর বড়ুয়া কাব্যতীর্থ, সূত্র-বিনয় বিশাদ (গোল্ড মেডেলিস্ট) এম.এ মহোদয় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করে ইহার দ্বিতীয় প্রফখানি দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন । তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ।

সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণযন্ত্র দোষে গ্রন্থে ভুল পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, ইহা স্বাভাবিক । আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ ইহার ভুলত্রুটি গ্রহণ না করে বিষয়বস্তুর সারাংশ ও ভাবার্থ গ্রহণের প্রচেষ্টায় আনন্দ লাভ করবেন । এই গ্রন্থ পাঠে কাহারও কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ অধ্যাত্ম উপকার হলে আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করব ইহাই আকাঙ্ক্ষা রাখি এবং ইহাই এই গ্রন্থ লেখার প্রচেষ্টা । এই গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য শেষ হয় ১৯৭৭ ইংরেজীর জুন মাসে ।

নিকানং পরমং সুখং

গ্রন্থকার ।

পশ্চিম বিনাজুরী রত্নাকুর বিহার
(বিদর্শন সাধনা কুটির)

মধু পূর্ণিমা ২ আশ্বিন ১৩৮২ বঙ্গাব্দ
২৫১৯ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭৫ খ্রষ্টাব্দ ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	
ধর্মচক্র প্রবর্তন সম্বন্ধে বোধিরাজকুমারের সহিত আলাপ	১
ধর্মপ্রচারে নিরুৎসাহ	৬
ধর্মপ্রচারে সংকল্প	৭
প্রথম বাণী- ধর্মচক্র প্রবর্তন বা চারি আর্থসত্য বর্ণনা	১০
২। ভূমিকা	৪০
দ্বিতীয় বাণী- অনাত্ম সম্বলিত ত্রিলক্ষণ বর্ণনা	৪১
৩। পরিশিষ্ট	
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয়সম্মত উপোসথ গণনা নীতি	৫০

ভূমিকা

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্বাস

ধর্মচক্র প্রবর্তন সম্বন্ধে বোধিরাজ কুমারের সহিত আলাপ

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের পর অষ্টম সপ্তাহে তাঁহার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তাহা বর্ণনা করে বোধিরাজ কুমারকে বলেছিলেন— “রাজকুমার! তখন আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল— “আমার গভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, উত্তম, অতর্ক্যবচর (অতর্ক্যগম্য অর্থাৎ যাহাতে তর্ক করিবার নাই অথবা তর্ক করিয়া যাহার মীমাংসা নাই), নিপুণ (সূক্ষ্ম), পণ্ডিত বেদনীয় (পণ্ডিতের অনুভবনীয়) এই ধর্ম (চারি আর্য়সত্য যা ধ্রুব সত্যনীতি) অধিগত হয়েছে। এই জনসাধারণ আলয়ারাম (কামতৃষ্ণায় অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ— এই পঞ্চ কামগুণে রমিত), আলয়েরত (পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রহাশ্রিত পঞ্চ কামভোগে লিপ্ত), আলয়ে প্রমোদিত (গৃহবাসে সম্ভ্রষ্ট)। আলয়ারাম, আলয়েরত ও আলয়-প্রমোদিত জনসাধারণের পক্ষে এই তত্ত্ব অর্থাৎ এই কার্য-কারণভাব সমন্বিত প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে এই তত্ত্ব অর্থাৎ সর্বসংস্কার (সর্বপ্রকার উৎপত্তি) শমথ (চিন্তের স্থৈর্যতা), সর্ব উপাধি (উপাধি অর্থাৎ সুক্ষ্ম বা স্থূল সর্ব প্রকার শরীর ধারণ) বর্জিত তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করাও দুষ্কর। যদি আমি এই ধর্মসমন্বিত উপদেশ প্রদান করি এবং অপরে ইহা বুঝিতে না পারে আমার পক্ষে ক্লান্তি ও কষ্টের কারণ হইবে। রাজকুমার! তখন আমার এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য গাথাবলী প্রতিভাত হয়েছিল—

- ১। ‘বহুকষ্টে অধিগত এ ধর্ম আমার,
এখন প্রকাশে কারো নাহি উপকার।
- ২। রাগ-দ্বেষে অভিভূত ভ্রান্ত জনগণ,
বুঝিবেনা যথাযথ ধর্ম কদাচন।
- ৩। প্রবৃত্তিবিমুখী ধর্ম নিবৃত্তি-সোপান,
গভীর দুর্দর্শ অণু স্বচ্ছ সুমহান।
- ৪। তমোন্ধে আবরিত রাগাসক্ত জন,
প্রকৃত সদ্ধর্মরূপ দেখে না কখন।’

রাজকুমার! এই চিন্তার দরুণ অনুৎসুক্যের দিকে আমার চিন্তা নমিত হয়েছিল,

ধর্মদেশনার বা ধর্মপ্রচারের প্রতি নহে।

অনন্তর রাজকুমার! আমার মনোভাব অবগত হয়ে সোহম্পতি মহাব্রহ্মার এই চিন্তা হয়েছিল— “ওহে জগত নষ্ট হতে চললো! জগত যে বিনষ্ট হতে চললো! যেহেতু তথাগত অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধের চিন্তা ধর্মপ্রচারে প্রতি নমিত না হয়ে অনুৎসুক্যের দিকে নমিত হল।’

রাজকুমার! তখন বলবান পুরুষ যেমন (অনায়াসে) সঙ্কোচিত বাহুকে প্রসারিত করে প্রসারিত বাহুকে সঙ্কোচিত করে তেমনভাবেই সোহম্পতি মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তিনি একাংশে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়বস্ত্র) স্থাপন করে কমলাঞ্জলী প্রণত হয়ে আমাকে বলেছিলে— “প্রভু! ভগবান! ধর্ম উপদেশ করুন, সুগত! আপনি ধর্মপ্রচার করুন। স্বল্প রজঃজাতীয় সত্ত্বেরা আছে যাহারা ধর্মের অশ্রবণতা হেতু পরিহীন হবে। ধর্মের যথার্থ জ্ঞাতা অবশ্যই হবে।’

অতঃপর সোহম্পতি মহাব্রহ্মা স্তুতি করে বলেছিলেন—

- ১। ‘মগধ প্রদেশে পূর্বে যে ধর্ম স্থাপিত,
অশুদ্ধ তা সমলের কল্পনা প্রসূত।
খোল দার, দাও এবে অমৃত সন্ধান,
গুহ্য সত্ত্ব দৃষ্টধর্ম শোনুক মহান।
- ২। শৈলস্থিত কোন লোক পর্বতশিখরে,
নিম্নে যথা চারিদিকে দেখে জনতারে।
সেইরূপ হে সুমেধ! করি আরোহণ,
ধর্মময় প্রাসাদেতে সমন্তনয়ন!
বীতশোক! চেয়ে দেখ শোকাকুল জনে,
জন্ম-জরা প্রপীড়িতে প্রজ্ঞার নয়নে।
উঠ বীর! ঋণমুক্ত! বিজিত-সংগ্রাম।
সার্থবাহ! সর্বলোকে কর বিচরণ।
সদ্ধর্ম প্রচার কর করুণা-নিধান।
নিশ্চয় মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান।’

তখন আমি মহাব্রহ্মা সোহম্পতির আরাধনা বিদিত হয়ে জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ বুদ্ধ চক্ষু দ্বারা জীবজগত বিলোকন করি। বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ববিলোকন করে আমি স্বল্পরজঃ, মহারজঃ, তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, মৃদু-ইন্দ্রিয়, সু-আকারবান, সুবোধ এবং পরলোক ও দোষের প্রতি ভয়দর্শী হয়ে অবস্থানকারী কোন কোন সত্ত্বগণকে দেখতে পেলাম। যেমন উৎপল (নীলকমল), পদ্ম

(রক্তকমল) অথবা পুষ্পরীক (শ্বেতকমল) সমূহের মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে সংজাত, জলে সংবর্ধিত, জলগত ও জলাভ্যন্তরে পোষিত হয়, অপর কোন কোন উৎপল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন, জলে সংবর্ধিত ও জলসম হয়ে স্থিত থাকে। আবার কোন কোন উৎপল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে জাত, জলে সংবর্ধিত এবং জল হতে উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে জল দ্বারা উপলিষ্ট না হয়ে দাঁড়ায়ে থাকে তেমনভাবেই হে রাজকুমার! আমি বুদ্ধ চক্ষুতে বিশ্ববিলোকন করতে গিয়ে অল্পরজঃ, মহারজঃ, তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, মৃদু-ইন্দ্রিয়, সু-আকার বিশিষ্ট, সুবোধ আর পরলোক ও পাপের প্রতি ভয়দর্শী হয়ে অবস্থানকারী কোন কোন সত্ত্বগণকে দেখতে পেলাম।

অনন্তর রাজকুমার! আমি গাথাযোগে সোহম্পতি মহাব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছিলাম—

- ১। ‘উন্মুক্ত তাদের তরে অমৃতের পুরদ্বার,
শ্রোতা যারা প্রসারিয়া শ্রদ্ধা হোক আশুসার।
- ২। পণ্ড্রম ভাবি মনে আমি করিনি প্রচার,
উত্তম সুজ্ঞাত ধর্ম ব্রহ্মে! মানব মাঝার।’

রাজকুমার! অনন্তর সোহম্পতি মহাব্রহ্মা ‘ভগবান ধর্ম প্রচারার্থ অবসর করলেন’ জেনে আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে তথায় অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর আমার এই (ধর্মদেশনা বা ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত) চিন্তা উদয় হল— কাহাকে আমি প্রথমে ধর্মোপদেশ প্রদান করব? কে এই ধর্ম সত্ত্বর বুঝতে পারবে? তখন আমার স্মরণ হল— ‘আলাড় কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল (সমাপত্তি বিহীন) ধ্যান হেতু) অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। যদি আলাড় কালামকে প্রথমে ধর্মোপদেশ প্রদান করি তবে তিনি এই ধর্ম শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারবেন।’ তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে জানাল— “ভণ্ডে! সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড় কালাম দেহত্যাগ করেছেন।” আমার এই জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হল— “সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড়কালাম জলগত হয়েছেন।” তখন আমার চিন্তা হল, ‘মহাজ্ঞানিয় (মহা ক্ষতিগ্রস্ত) আলাড় কালাম, যদি তিনি এই ধর্মোপদেশ শোনতেন তবে শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারতেন।’

রাজকুমার! তখন পুনঃ আমার মনে প্রশ্ন জাগল, ‘কাহাকে আমি প্রথমে ধর্মোপদেশ প্রদান করব? কে এই ধর্ম সত্ত্বর জানতে পারবে?’ তখন আমার মনে হল— “এই রুদ্ধক রামপুত্র পণ্ডিত, চতুর, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল থেকে অল্পমলিন চিত্ত। যদি তাঁহাকে প্রথমে ধর্মোপদেশ প্রদান করি তবে তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারবেন।’ তখন সেই দেবতা পুনর্বার এসে বলেছিল— ‘ভণ্ডে!

অভিদোষে (গত রাত্রির অর্ধ সময়ে) রুদ্ধক রামপুত্র কালগত হয়েছেন।' আমারও জ্ঞানদর্শন উদয় হল- 'অভিদোষে রুদ্ধক রামপুত্র কালগত হয়েছেন।' পুনশ্চ আমার মনে হল- 'পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু (পাঁচজন ভিক্ষু একসঙ্গে ছিল বলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু বলা হয়) আমার বহু উপকারী। যাহারা দেহ-প্রাণ সমর্পণ করে আমি কঠোর সাধনা করবার সময় আমাকে সেবা করেছে। অতএব আমি সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকে প্রথমে ধর্মদেশনা করব।' তখন আমার চিন্তা হল- 'পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমি বিস্তৃত অমানুষিক দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখলাম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু বারানসীর সমীপে ঋষিপতন মৃগদায়ে (মৃগ উদ্যানে- Deer Park এ) অবস্থান করিতেছে।' অনন্তর রাজকুমার! উরুবেলায় (বোধিগয়ায়) যথাভিরুচি অবস্থান করে আমি বারানসী অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম।

রাজকুমার! উপক নামক জনৈক আজীবক (তির্থীয় বা জৈন সন্ন্যাসী) আমাকে পথে দেখতে পেল যে আমি দীর্ঘপথের যাত্রী হয়ে বোধিদ্রুম (বোধিগয়া) ও গয়ার (গয়া শহরের) মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হয়েছি। আমাকে দেখে উপক বলেছিল- 'বন্ধু! আপনার ইন্দ্রিয়-গ্রাম (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রসন্ন, দেহকান্তি (শরীর সৌন্দর্য) পরিস্কৃত ও পরিশোভিত হয়েছে। আপনি কাঁহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছেন? কেই বা আপনার শাস্তা (গুরু)? কাঁহার ধর্ম আপনার রুচিকর?

তদুত্তরে আমি উপক আজীবককে গাথাযোগে (শ্লোকে বা কবিতার ছন্দে) বলেছিলাম-

- ১। 'অভিভূত সর্বরিপু, পরিজ্ঞাত জ্ঞেয় সমুদয়,
নির্লিপ্ত লালসাপক্ষে, সর্বত্যাগী আমি মহাময়।
- ২। তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্ত এবে স্বীয় লোকোত্তর প্রতিভায়,
কাহাকে উদ্দেশি গুরু? শাস্তা কেবা আছে এ ধরায়?
- ৩। আচার্য নাহিক মম, সমকক্ষ নাহি বসুধায়,
সদেব-মানব মাঝে প্রতিপক্ষ না দেখি কোথায়।
- ৪। অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
একাই সমুদ্র আমি শীতিভূত প্রশান্ত অন্তর।
- ৫। অন্ধভূত বিশ্বমাঝে বাজাইয়া অমৃতের ভেরী,
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিলাম কাশীদের পুরী।'

তখন উপক বলেছিল- 'বন্ধু! আপনি যেভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন তাহাতে আপনি অনন্ত জিন হবার যোগ্য।'

তখন পুনর্বার আমি উত্তর দিয়ে বলেছিলাম—

‘মাদৃশ জনেরা হয় জিন যাঁরা প্রাপ্ত তৃষ্ণাক্ষয়,
জিন আমি হে উপক! রিপুজয়ী দিনু পরিচয়।’

এরূপ উক্ত হলে রাজকুমার! আজীবক উপক ‘হতে পারেও বন্ধু!’ বলে ক্ষিপ্ত সঙ্কলন পদে ভিন্ন পথে চলে গেল।

অতঃপর রাজকুমার! আমি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করতে করতে বারাণসী সমীপে ঋষিপতন মৃগদায়ে। [১। যেখানে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সম্যকসমুজ্জগৎ ধর্মচক্র প্রবর্তনার্থ পতন বা উপবেশন করেন সেই স্থানের নাম ঋষিপতন। ২। মহাঋদ্ধিবান মুনি ঋষিগণ বহু দূর-দূরান্ত হতে আকাশপথে এসে এখানে এই মৃগ-উদ্যানে নেমে বিশ্রাম এবং রাত্রিবাস করতেন। দূর হতে মানুষেরা দেখত মুনি ঋষিরা আকাশপথে উড়ে এসে এই মহাবনে পড়ত। এই জন্য তখনকার লোকেরা এই মহাবনকে বলত ঋষিপতন। ৩। মৃগ উদ্যানে অর্থাৎ যেই মহাবনে মৃগশিকারী হতে তখনকার দিনে মৃগগণকে রাজা কর্তৃক অভয় দেওয়া হত বলে বহুমৃগ এসে একসঙ্গে বাস করত সেই মহাবনে অথবা In a deer park] যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু ছিল তথায় উপনীত হই। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু দূর হতে আমাকে আসতে দেখে, দেখেই তাহারা পরস্পরের মধ্যে স্থির করেছিল (সঠপেসুং)— এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনাব্রষ্ট, বাহুল্যপ্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসতেছেন! তাঁহাকে অভিবাদন করা হবে না, সম্মান প্রদর্শনার্থ গাত্রোত্থান করা হবে না আর অগ্রসর হয়ে তাঁহার পাত্র-চীবরও গ্রহণ করা হবে না; কেবলমাত্র আসন সজ্জিত করে রাখা যাক, যদি তিনি ইচ্ছা করেন বিশ্রামের জন্য বসতে পারেন।’

রাজকুমার! ক্রমে আমি যতই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর সমীপবর্তী হচ্ছিলাম ততই তাহারা নিজেদের প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকতে অসমর্থ হয়ে বিচলিত হয়ে পড়ছিল। একজন আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমার পাত্র-চীবর গ্রহণ করল, কেহ বসবার আসন সজ্জিত করে দিচ্ছিল, কেহ পদধৌত করবার জন্য জল এনে উপস্থিত করল ইত্যাদি। এরূপে সেই পঞ্চজন ভিক্ষু তাড়াহুড়া করে আমাকে সাদর সম্ভাষণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আমি আসন গ্রহণ করলে তাহারা আমাকে বন্ধু বলে এবং স্বনামে (অর্থাৎ গৌতম বলে) সম্বোধন করতে লাগল। এইভাবে কথা বলতে দেখে আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকে বলেছিলাম— “ভিক্ষুগণ! তথাগতকে বন্ধু বলে এবং স্বনাম (অর্থাৎ গৌতম নাম) ধরে সম্ভাষণ করো না। ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সমুদ্র হয়েছেন। তোমরা শ্রোতাবধান কর, অমৃত অধিগত হয়েছে। আমি অনুশাসন করতেছি,

ধর্মোপদেশ দিচ্ছি। যেক্ষেপ উপদিষ্ট হবে তদনুরূপ আচরণ করলে তোমরা অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার (গৃহ) হতে অনাগারিকরূপে (গৃহত্যাগীভাবে) প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মচার্যবাসন (অর্হত্বফল) দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করে অধিগত হয়ে তাহাতে বিহার বা অবস্থান করতে পারবে।” [বোধিরাজ কুমার সূত্র দ্রষ্টব্য।]

ধর্মপ্রচারে নিরুৎসাহ

ভগবান গৌতমবুদ্ধ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উরুবেলার (বোধগয়ার) বোধিদ্রুমমূলে (বোধিবৃক্ষমূলে) বসে সম্যক সম্বোধি জ্ঞান লাভ করার পর বোধিদ্রুমের বজ্রাসন সপ্তদিবস এবং উহার পূর্বোত্তর কোণের দিকে অনিমেষ নামক স্থানে অবস্থান করে সপ্তাহকালব্যাপী অনিমেষ নয়নে বোধিস্কের (জ্ঞানবৃক্ষের) প্রতি করুণার্দ্ৰ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। এরূপে বোধিদ্রুমের চতুর্পার্শ্বস্থ সপ্তস্থানের প্রতিস্থানে এক সপ্তাহ করে সপ্তস্থানে সপ্ত সপ্তাহকাল অবস্থান করে ধ্যানজ প্রীতিসুখ অনুভব করতে থাকেন এবং অষ্টম সপ্তাহের প্রথম দিকে তিনি চিন্তা করলেন, যে ধর্ম তিনি স্বয়ং অধিগত করেছেন উহা অতি গম্ভীর ধর্ম, অতি দুর্বোধ্য, অতি দুর্জ্ঞেয়, অতি শাস্ত, অতি শ্রেষ্ঠ, অতি মধুর, অতি সূক্ষ্ম এবং তর্ক বহির্ভূত। উহা জ্ঞানীদের ধর্ম, তাঁহারা ই অতি সত্ত্বর বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবেন; উহা জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞানে বোধগম্যও নহে উপভোগ্যও নহে। উহার পরমার্থিক রহস্যসমূহ জটিলতায় পরিপূর্ণ এবং উহা মানবের সাধারণ স্বভাববিরুদ্ধ।

তিনি আরও চিন্তা করলেন যে যদি তিনি ধর্মপ্রচার করেন কেহ তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম বুঝতে পারবেন না, তাঁহার পণ্ডশ্রম হবে মাত্র। তখন তিনি কবিতার ছন্দে (গাথায়) দুঃখ প্রকাশ করে বলে উঠলেন—

- ১। ‘বহুকল্প বহু আয়াস
আমি করেছি প্রাণপন,
পাইনি সন্ধান নিবৃত্তি
নির্বাণ পরম রতন।
- ২। প্রাপ্ত এবে সম্বোধিজ্ঞান
পরিপূর্ণ সাধনা মম,
গম্ভীর নির্মল মধুর (তাহা)
সুন্দরশান্ত অনুপম।

৩। কিন্তু, প্রকৃতি পরিপত্নী
দুর্জ্যেয় অতি সূক্ষ্মতম,
তৃষ্ণা-জর্জরিত মানব
অবিদ্যা-অন্ধ অন্ধসম।

৪। ভোগ-বাসনা মত্ত হায়,
বুঝিবে না ধরম মম,
নাহি ঘোষিব ধর্ম মোর
লভিব না বিফল শ্রম।’

ধর্মপ্রচারে সংকল্প

ধর্মপ্রচারে তথাগতের ঈদৃশ বিতর্কবাণী ঘোষিত হলে স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুকম্বলাসন উত্তপ্ত হয়ে যায়। দেবরাজ ইন্দ্র দেবজ্ঞানে পাণ্ডুকম্বলাসন উত্তপ্ত হবার তত্ত্বানুসন্ধানে তথাগতের সংকল্পের বিষয় জ্ঞাত হলেন। তিনি ভাবলেন, ভগবান তথাগত যদি তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম প্রচার না করেন জগতের মহা অকল্যাণ হবে। তিনি স্থির করলেন সোহম্পতি মহাব্রহ্মাকে (অর্থাৎ যিনি সর্বময় সৃষ্টিকর্তা বলে সর্ববাদী সম্মত সেই ব্রহ্মাকে) বলে তাঁহার দ্বারা তথাগতকে অনুরোধ করা যেন তথাগত জগতকল্যাণে তাঁহার নবলব্ধ ধর্মপ্রচার করেন। তখনই তিনি দেবানুভাবে (দৈবশক্তি বলে) স্বয়ং সোহম্পতি মহাব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হয়ে তথাগতের সংকল্পের বিষয় নিবেদন করেন। সোহম্পতি (সো+অহং+পতি অর্থাৎ আমি স্বয়ংই জগতকর্তা বা জগতের সৃষ্টিকর্তা) মহাব্রহ্মা তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানে জানতে পারলেন যে সত্যই জগতের অকল্যাণ হবে যদি তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম জগতকল্যাণে প্রচার না করেন। সেই মুহূর্তে সোহম্পতি মহাব্রহ্মা ব্রহ্ম শক্তিতে তাঁহার ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্ধান হয়ে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ সকাশে প্রাদুর্ভূত বা উপনীত হলেন এবং তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে স্তুতিসহকারে নিবেদন করে বলেছিলেন, “প্রভু! স্বয়ং তথাগত অর্হৎ সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধ। আপনি যদি আপনার নবলব্ধ ধর্ম বিশ্বকল্যাণের জন্য প্রচারে বিরত থাকেন, জীবজগত পাপে পরিপূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। করুণার আধার তথাগত! দেব মনুষ্যের হিত সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য ও বিমুক্তির জন্য আপনার নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করুন।”

সোহম্পতি মহাব্রহ্মার বিনীত প্রার্থনায় ভগবান তথাগত বুদ্ধ জগদ্বাসী জনগণের শুভ দর্শন করে তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।

তিনি তপস্বী আলাড়-কালাম এবং রুদ্ধক রামপুত্রের দেহত্যাগ জ্ঞাত হয়ে পঞ্চবর্গীয় তপস্বীশিষ্যের (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর) নিকট ধর্মপ্রচার করার মানসে বারাণসী নগরের সমীপবর্তী ঋষিপতন মৃগদায়ের (মৃগউদ্যানের) পথ ধরে উরুবেলার (বোধগয়ার) বোধিদ্রুম স্থান হতে যাত্রা করেন।

কিয়দূর চলার পর পথে তিথীয় পরিব্রাজক (তিথীয় বা জৈন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী) উপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তথায় তাঁহারা উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ-আলাপ চলার পর তিনি পথ চলতে চলতে বারাণসীর নিকটবর্তী ঋষিপতন মৃগদায়ের সমীপবর্তী হলে পঞ্চবর্গীয় তপস্বী তাঁহাকে দূর হতে দেখতে পেলেন। প্রাচুর্যে নিবিষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট তপস্বী মনে করে তাঁহারা প্রথমতঃ তথাগত সম্যক সমুদ্বকে কোন আমলই দিলেন না। কিন্তু ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহাদের যতই নিকটবর্তী হতে লাগলেন ততই তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্প ত্যাগ করে ক্রমশঃ বিনীত হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অতি নিকটবর্তী হলে তাঁহার অলৌকিক বা নৈর্বাণিক বুদ্ধপ্রভায় তাঁহারা সকলে মুগ্ধ হয়ে তাঁহাকে যথাবিধি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীত্যালাপের মাধ্যমে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে গৌতম বলে আর কেহ কেহ বন্ধু বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন।

ভগবান তথাগত বুদ্ধ তখন আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধীর গম্ভীর মধুর স্বরে পঞ্চবর্গীয় তপস্বীকে বলতে আরম্ভ করলেন— “হে ভিক্ষুগণ! উরুবেলার বোধিদ্রুম মূলে আমি জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করে বুদ্ধ হয়েছি এবং পরম শান্তিময় নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি। ত্রিলোকে (মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মা—এই ত্রিলোকে) আমি অর্হত্ব লাভ করে স্বয়ম্ভ অর্হৎ সম্যক সমুদ্ব তথাগত সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী লোকবিদ বুদ্ধ হয়েছি। আমার এই অস্তিম জন্ম, দেহত্যাগের পর আমি পুনর্বীর একত্রিশ ভবের কোথাও জন্মগ্রহণ করব না বা উৎপন্ন হব না। আমার পুনর্জন্ম বা পুনরুৎপত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদিগকে সেই অমরত্বের সন্ধান দিতে উপস্থিত হয়েছি। তোমরা আমাকে ‘গৌতম’ অথবা ‘বন্ধু’ বলে সম্বোধন করো না। তথাগত বুদ্ধ আর সেই সম্বন্ধের সহিত জড়িত নহে, তাঁহাকে তাদৃশ সম্বোধন করা উচিতও নহে। হে ভিক্ষুগণ! কুলপুত্রগণ ঈদৃশ অমরত্ব প্রদানকারী নীতি গ্রহণ করে যদি গৃহী জীবন যাপন করে অথবা গৃহত্যাগে অভিনিমগ্ন করে প্রব্রজ্যাজীবন যাপন করে এবং নীতিসমূহ সংরক্ষণে যথার্থ (নিরলস) উৎসাহ গ্রহণ করে তাহারা ইহ-জীবনেও জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়, সাধনা পরিপূর্ণ করতে সমর্থ হয় আর ধর্মের উচ্চতর পর্যায়ে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করতেও সমর্থ হয়।”

ভগবান তথাগত বুদ্ধের এবম্বিধ শান্ত গম্ভীর জ্ঞানপূর্ণ মধুর আলাপে ও উপদেশে তপস্বীবৃন্দ পরিতুষ্ট হলেন, অত্যাশ্চর্য হলেন, অদ্ভুত মনে করলেন। তাঁহারা ভাবলেন— “যে গৌতম আত্মনিগ্রহ-সাধনা-প্রগতির কঠোরতায় প্রকৃত শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর জ্ঞান-পরিজ্ঞান লাভ করতে পারেননি, যে গৌতম তপস্চর্য্যার কঠোরতাকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে প্রাচুর্যের ও বাহুল্যতার মধ্যে অভিনিবিষ্ট করেছিলেন সেই প্রাচুর্য ও বাহুল্যালিস্কু গৌতম সেই কঠোর তপস্যাব্রত ভঙ্গকারী গৌতম কিরূপে আত্মদমন করে এতাদৃশ আত্মসংযমের উপায় অবলম্বন করতে পারলেন। কিরূপে সেই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর জ্ঞান-পরিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন?”

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর চিন্তাধারা জ্ঞাত হয়ে তথাগত বলেছিলেন— “হে ভিক্ষুগণ! তথাগত বুদ্ধ নিজেকে প্রাচুর্যের ও বাহুল্যের মধ্যে অভিনিবিষ্ট করেননি, সাধনায় কঠোরতাও ত্যাগ করেননি। তাহা তোমাদেরই বোঝার ভুল। তিনি ত্যাগ করেছিলেন কেবল দেহক্ষয়কারী আত্মনিগ্রহ তপস্যার নিষ্ফল কঠোরতাকেই, যেহেতু দেহ ও মনের সম্বন্ধ যেখানে অতি নিবিড়তম ঘনিষ্ট সেখানে দেহ নির্যাতনে মনও নিপীড়িত হয়ে থাকে। উহাতে সাধনা সফল বা পূর্ণ হতে পারে না।”

তথাগতের মিষ্ট আলাপ ও মধুর উপদেশ শ্রবণ করে তাঁহার প্রতি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তখন তাঁহারা তথাগত বুদ্ধকে পুনর্ব্বার গুরুরূপে বরণ করে তাঁহার নবলব্ধ নৈর্ব্বাণিক ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সেই নৈর্ব্বাণিক ধর্ম সম্বলিত যেই উপদেশ প্রদান করেছিলেন উহাই “ধর্মচক্র প্রবর্তন” নামে প্রসিদ্ধ। এই “ধর্মচক্র প্রবর্তন” তথাগত বুদ্ধের সর্বপ্রধান এবং প্রথম ধর্মপ্রচার বা ধর্মবাণী। তথাগত বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং দুই মাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি তাঁহার নবলব্ধ ধর্মের চক্র (ধর্মচক্র বা জ্ঞানচক্র) জনহিতে প্রবর্তন বা প্রচার করেন।

বুদ্ধের প্রথম বাণী

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র বা চারি আৰ্যসত্য বর্ণনা

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

নিদানং

- ১। ভিক্ষুণং পঞ্চবল্লীনং ইসিপতন নামকে,
মিগদায়ে ধম্মবরং যং তং নিব্বানপাপকং।
- ২। সহস্পতি নামকেন মহাব্রহ্মেণ যাচিতো,
চতুসচ্চং পকাসেত্তো লোকনাথো অদেসসি।
- ৩। নন্দিতং সস্সদেবেহি সস্সসম্পত্তি সাধকং,
সস্সলোক হিতথায় ধম্মচক্কং ভণাম হে।

অনুবাদ : [সূত্রপাঠের সময় ভিক্ষুগণ শ্রোতাগণকে লক্ষ্য করে বলছেন— ওহে শ্রোতাগণ!] সোহস্পতি নামক মহাব্রহ্মার আরাধনায় লোকনাথ বুদ্ধ বারাণসী নগরের সমীপবর্তী ঋষিপতন (সম্বুদ্ধগণের ধর্মচক্র প্রবর্তনে উপবেশন স্থান, [ভূমিকা ‘ক’ ও দ্রষ্টব্য।] মৃগদায় নামক স্থানে (মৃগ-উদ্যানে অর্থাৎ প্রাচীনকালে রাজাগণ কর্তৃক যেই বনে মৃগগণকে মৃগশিকারী হতে রক্ষার জন্য অভয় প্রদান করা হত তাদৃশ অভয় প্রদত্ত মৃগপূর্ণ বনে [ভূমিকা ‘ক’ ও দ্রষ্টব্য।] পঞ্চবল্লীয়া ভিক্ষুর নিকট চারি আৰ্যসত্য প্রকাশক যেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের উপদেশ প্রদান করেছিলেন উহা নির্বাণ দায়ক ধর্ম বা নীতি। সর্ব দেবতা দ্বারা উহা অভিনন্দিত হয়েছিল। ভবসমূহে জীবগণের হিতের নিমিত্ত আমরা ভিক্ষুগণ সেই সর্বপ্রকার সম্পত্তি প্রদানকারী ধর্মচক্র বা ধর্মের নীতি সমূহ ভাষণ করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

- ১। এবং মে সুতং- একং সময়ং ভগবা বারাণসিয়াং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে। তত্র খো ভগবা পঞ্চবল্লীয়ে ভিক্ষু আমন্তেসি।

অনুবাদ : [বুদ্ধের পরিনির্বাণের সপ্তাহকাল পরে রাজগৃহে বর্তমান রাজগীরের সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারদেশে প্রথম সঙ্গীতির (বৌদ্ধ সভার) অধিবেশন কালে আয়ুত্মান আনন্দ স্থবির মহাকশ্যপ প্রমুখ পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুর সম্মিলিত সঙ্ঘকে সম্বোধন করে বলেছিলেন— “ভন্তে! (প্রভুগণ!) আমি একরূপ শোনেছি— এক সময় ভগবান বারাণসীর [বরুণা ও অসি নামক নদী বিধৌত স্থান বলে বারাণসী নাম প্রসিদ্ধ।] অদূরে যেখানে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সম্যক সম্বুদ্ধগণ ধর্মচক্র প্রবর্তনার্থ পতন (উপবেশন) করেন সেই ঋষি পতনে মৃগগণের অভয়দান ভূমিতে বিহার (অবস্থান) করিতেছিলেন। তথায় ভগবান বুদ্ধ

লোকানুকম্পাবশতঃ (মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক- এই ত্রিলোকের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে) সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করবার মানসে পঞ্চবর্গীয়

[কোণ্ডঞো ভদ্রিয় বপ্পো মহানামো চ অস্‌সজ্জি,

এতে পঞ্চমহাধেরো পঞ্চগ্গাতি বুচ্চরেতি ॥

(প্রতিসম্মিদামার্গ অর্থকথা ।)

অর্থাৎ কোণান্য, ভদ্রিয়, বপ্প, মহানাম এবং অশ্বজিত- এই পাঁচজন মহাস্থবির ভিক্ষুকে বলা হয়েছে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু ॥ ভিক্ষুকে আহ্বান করে ঘোষণা করেছিলেন,

[সেই সময়টি ছিল উত্তরাবাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত আষাঢ় মাসের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি, পশ্চিম গগনে দিবাকর ক্রমে অস্তাচলে চলেছে আর পূর্ব গগনে সজে সজে ষোলকলায় পরিপূর্ণ পূর্ণশশধর উদয় হচ্ছে। অবীচিনরক হতে ভবাগ্রে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দিকচক্রবালের বায়ুমণ্ডলকে বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত করে ভগবান বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ॥

২। যে মে ভিক্ষবে অস্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা। কতমে দে? যো চাযং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনথসংহিতো। যো চাযং অস্তকিলমথানুযোগো দুক্কখো অনরিয়ো অনথসংহিতো। এতে তে খো ভিক্ষবে, উভো অস্তে অনুপগম্ম মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসমুদ্বা, চক্কখরণী, এগণকরণী, উপসমায, অভিঞঞায়, সমোধায়, নিক্কানায় সংবত্ততি।

অনুবাদ : ‘হে ভিক্ষুগণ! যাহারা সংসারধর্ম (গার্হস্থ্য অবস্থার ভোগ বাসনা) ত্যাগ করে প্রব্রজিত ভিক্ষু হয়েছে তাহাদের পক্ষে দুইটি অন্ত (প্রথম অন্ত এবং দ্বিতীয় অন্ত) বা পন্থা আচরণের জন্য অবলম্বন করা অনুচিত। সেই দুইটি অন্ত কি কি? প্রথম অন্ত হচ্ছে- ‘যাহা এই কাম্যতামূলক বা ভোগ বাসনাজনিত কামসুখ (অর্থাৎ ভোগবাসনার প্রতি এই যে সুখানুরাগ বা সুখজনিত আসক্তি) উহা হীন গ্রাম্যজনোচিত (সভ্যতারহিত) প্রাকৃতজনের আচরিত, অনার্য অভ্যস্ত এবং অনর্থ সংযুক্ত বলে প্রকৃত সুখাবহ কারণনিঃস্বত নহে।’ দ্বিতীয় অন্ত হচ্ছে- ‘যাহা এই আত্মপীড়নজনিত কঠোর দৈহিক কৃচ্ছসাধন উহা ও দুঃখজনক, অনার্য অভ্যস্ত এবং অনর্থ সংযুক্ত বলে প্রকৃত সুখাবহ কারণ নিঃস্বত নহে।’

হে ভিক্ষুগণ! এই উভয়বিধ অন্ত অনুসরণ না করে তথাগত সংক্লিষ্ট (মনের অপবিত্রতাজনক) সুখ-দুঃখরহিত মধ্যম প্রতিপদা (নিবৃত্তি নির্বাণে পৌঁছার

উপায়স্বরূপ মধ্যম পন্থা বা পথ) সাধনা প্রভাবে আবিষ্কার করেছেন অধিগত হয়েছেন যাহা প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মেষকারিনী, জ্ঞানপ্রদায়িনী এবং যাহা সর্বক্লেশ উপশমার্থ, আর্যসত্যে বা সর্ব ধর্মে অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত, সম্যকভাবে বা প্রত্যক্ষরূপে অর্হত্ব ফলজ্ঞানে সত্যাবোধার্থ এবং নির্বাণ সাক্ষাৎকারের বা ক্লেশ ও ক্লেশের নিবৃত্তির নিমিত্ত সংবর্তিত বা পরিচালিত করে।

৩। কতমা চ সা ভিক্ষুবে, মজ্জিমাপটিপদা তথাগতেন অভিসমুদ্বা - চক্খুকরণী, ঞ্জানকরণী, উপসমায়, অভিঞঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি? অয়মেব অরিয়ো অট্টঙ্গিকো মগ্গো। সেযাধীদং- সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কগ্গো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মত্তো, সম্মা আজ্জীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসত্তি, সম্মাসমাধি। অয়ং খো সা ভিক্ষুবে, মজ্জিমাপটিপদা তথাগতেন অভিসমুদ্বা-চক্খুকরণী, ঞ্জানকরণী, উপসমায়, অভিঞঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! যে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে তথাগত (সম্বোধিজ্ঞান লাভে) অভিসমুদ্ব হয়েছেন আর যাহা প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মেষকারিনী, জ্ঞানপ্রদায়িনী এবং যাহা সর্বক্লেশ উপশমার্থ, আর্যসত্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত, সম্বোধিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত এবং নির্বাণ সাক্ষাৎকারে দুঃখ নিবৃত্তির বা উপশমের নিমিত্ত সংবর্তিত করে সেই মধ্যম পথ কি প্রকার?

তাহা এই আর্যসেবিত (আর্যগণের অভ্যন্ত) অষ্ট অঙ্গযুক্ত মার্গ বা পন্থা, যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই সেই মধ্যম পথ বা পন্থা যদ্বারা তথাগত অভিসমুদ্ব হয়েছেন, যাহা জ্ঞানচক্ষু উন্মেষকারিনী, জ্ঞানপ্রদায়িনী এবং যাহা সর্বক্লেশ উপশমার্থ, আর্যসত্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত, সম্বোধিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ও নির্বাণ সাক্ষাৎকারে দুঃখ নিবৃত্তির বা উপশমের নিমিত্ত সংবর্তিত করে।

[আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পন্থা ‘শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ’ ভেদে ত্রিবিধ ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত এবং ‘আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্ত বা পর্যাবসান কল্যাণ’ ভেদে ত্রিবিধ কল্যাণে বিভক্ত।]

শীল শীলস্কন্ধ এবং আদিকল্যাণ। সম্যকবাক্য অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক নিষ্পাপ বাক্য ব্যয়। মিথ্যা, পিশুন বা পিউন্দারী অথবা বিচ্ছেদ বা ভেদবাক্য, পৌরষ বা কর্কশবাক্য ও সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা এই চারিপ্রকার বাচনিককর্ম রহিত অর্থপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ বাক্যই সম্যকবাক্য। সম্যককর্মান্ত অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক নিষ্পাপ কার্য সম্পাদন করা। প্রাণীহত্যা, চুরি ও

ব্যভিচার- এই তিন প্রকার কায়িককর্ম রহিত সর্বজীবে নিজ প্রাণ-সম মৈত্রীপোষণ ও জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করে কর্মসম্পাদনই সম্যক কর্মান্ত। সম্যক আজীব অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক নিষ্পাপ জীবিকা নির্বাহ করা। মৎস্য, মাংস, বিষ, অস্ত্র, সুরা- এই পঞ্চ বাণিজ্যলব্ধ অথবা নিষেধাত্মক বস্তুর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং অসদুপায়ে অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ ব্যতিরেকে সদ্বাণিজ্য ও সদুপায় দ্বারা উপার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করাই সম্যক আজীব। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত ও সম্যক আজীব- এই মার্গাঙ্গ তিনটি 'ভিত্তিস্বরূপ স্থিতি বিভাগীয়' শীলের অন্তর্গত এবং কায়িককর্ম ও বাচনিককর্ম শীলবিশুদ্ধির মধ্যে পরিগৃহীত। অতএব, আদিকল্যাণ শীল সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব সমন্বিত।

সমাধি সমাধিস্কন্ধ এবং মধ্যকল্যাণ। সম্যক ব্যায়াম (চেষ্টা) অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক পাপকে পাপ বলে জেনে উহাকে ত্যাগের চেষ্টা করা, পুণ্যকে পুণ্য বলে জেনে উহাকে গ্রহণের চেষ্টা করা, অলব্ধ পুণ্যের অর্জন এবং অর্জিত পুণ্যের সংরক্ষণও সংবৃদ্ধির চেষ্টা করা, উৎপন্ন পাপকে বর্জন এবং অনুৎপন্ন পাপের অননুষ্ঠানের চেষ্টা করা- এই চতুর্বিধ সম্যক প্রধানের নাম সম্যক ব্যায়াম। সম্যক স্মৃতি অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক ধৈর্যবস্তুকে সর্বদা স্মরণপথে স্থির রাখা কামরাগাদি ক্লিষ্ট প্রাণিগণের চিত্তবিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, কায়িক দুঃখ ও চৈতসিক দৌর্মণ্যভাব (মনের অশান্তিভাব বা চেতনায় নিরানন্দ অবস্থা) নিরোধের জন্য, আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভের জন্য এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য কায়-বেদনা বা অনুভূতি-চিন্ত বা মন-ধর্ম বা মনের স্বভাব বিষয়ে সর্বদা সতর্ক বা স্মৃতিমান থাকা সম্যক স্মৃতি। সম্যক সমাধি অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক ধৈর্যবস্তুতে মনসংযোগ করে উহাতে স্থিত থাকা ও একাগ্রতা রক্ষা করা। আরম্মণ (অবলম্বনের বিষয়বস্তু) গ্রহণে চিন্তের নিপুণতা এবং উহাতে একাগ্রভাব সম্যক সমাধি। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি- এই মার্গাঙ্গ তিনটি 'বিশেষ-বিভাগীয়' শীলের অন্তর্গত এবং মানসিক কর্ম ও চিত্ত বিশুদ্ধির মধ্যে পরিগৃহীত। অতএব মধ্য কল্যাণ সমাধি সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি সমন্বিত।

প্রজ্ঞা-প্রজ্ঞাস্কন্ধ এবং অন্ত বা পর্যাবসান কল্যাণ। সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ কায় কর্মে, মনোকর্মে ও বাক্যকর্মে যথাযথ বিচারপূর্বক জ্ঞানদৃষ্টি। নামরূপের (শরীর এবং মনের বা মন ও মনোচেতনার যথাযথ স্বভাব লক্ষণ দর্শন, দুঃখে দুঃখ জ্ঞান, দুঃখের কারণে দুঃখের কারণ জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে দুঃখের নিরোধ বা উপশম জ্ঞান এবং দুঃখ নিরোধের উপায়ে দুঃখ নিরোধ উপায় জ্ঞানের নাম সম্যক দৃষ্টি। সম্যক সংকল্প অর্থাৎ যথাযথ বিচারপূর্বক সুচিন্তিত নিষ্পাপ

সিদ্ধান্ত বা সংকল্প। কাম ইচ্ছা হতে 'অশুভ ভাবনা' দ্বারা বাহির হবার সংকল্প, ব্যাপাদবিতর্ক (শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হাঁ-না জনিত মনের দ্বিধাশ্রুত ভাব) হতে 'মৈত্রী ভাবনা' দ্বারা বাহির হবার সংকল্প এবং বিহিংসা বিতর্ক (নিষ্ঠুরতা, হত্যা, অনিষ্টকরণ, অহিতকরণ, মনের দ্বিধাভাব) হতে 'করুণা ভাবনা' দ্বারা বাহির হবার সংকল্প— এইগুলিকে বলা হয় সম্যক সংকল্প। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প এই মার্গাঙ্গ দুইটি 'নির্বোধ (উদাসীন বা বিরাগ) ভাগীয়' প্রজ্ঞা উৎপন্নকারী এবং সর্ববিশুদ্ধির মধ্যে পরিগৃহীত। অতএব অন্ত বা পর্যাবসান কল্যাণ সম্যকদৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প সমন্বিত।।

৪। ইদং খো পন ভিক্ষবে, দুক্খং অরিয়সচ্চং-জাতিপি দুক্খা, জরাপি দুক্খা, ব্যাধিপি দুক্খা, মরণস্পি দুক্খং, অপ্লিয়েহি সম্পযোগো দুক্খো, পিয়েহি বিপ্লযোগো দুক্খো, যস্মিচ্ছং ন লভতি তস্মি দুক্খং, সঙ্খিভেন পঙ্কুপাদানক্খঙ্কা দুক্খা।

অনুবাদ : [বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকাদি চারি লোকোত্তর মার্গফল প্রাপ্ত আৰ্যগণ নিষ্কলুস সত্যকে উপলব্ধি করেন— এই অর্থে ইহাকে আৰ্যসত্য বলা হয়। ভগবান তথাগত বুদ্ধ সর্বপ্রথম এই সত্যকে সম্যকরূপে (প্রত্যক্ষভাবে) উপলব্ধি করেন, দর্শন করেন, আবিষ্কার করেন বলে জগতে তিনি আৰ্যশ্রেষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহার এই আবিষ্কৃত সত্যকেই আৰ্যসত্য বলা হয়। এই আৰ্যসত্য কার্য-কারণ সম্বৃত (Created by cause and effect) এবং চতুর্বিধ আকারে ইহার পরিচিতি, যেমন— দুঃখ আৰ্যসত্য, দুঃখ সমুদয় (দুঃখ উৎপত্তির কারণ) আৰ্যসত্য, দুঃখ নিরোধ (দুঃখের উপশম বা শান্তি) আৰ্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখকে উপশম বা শান্তি করার উপায় বা পথ) আৰ্যসত্য। এইরূপে ভগবান স্বীয় প্রত্যক্ষকৃত সত্যোপলব্ধির ক্রম প্রদর্শনার্থ বলেছিলেন—]

হে ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ আৰ্যসত্য, যেমন প্রতীক্ষি বা জন্ম জনিত দুঃখ, জরাজনিত দুঃখ, ব্যাধিজনিত দুঃখ, মরণজনিত দুঃখ, অপ্রিয় সত্ত্বসংস্কারের (অর্থাৎ শত্রু মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি ভীষণাকার দৃশ্যের মূর্তি এবং সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীবনের ভয় উৎপাদনকারী জীবজন্তু যাহা দর্শন করলে মানুষ ভয় পায় আর যার কবলে পড়িলে মানুষ প্রাণ হারায় তাদৃশ ভয়াবহ দৃশ্যের) সহিত সংযোগজনিত দুঃখ, প্রিয় সত্ত্ব সংস্কার (অর্থাৎ আরাধ্য ও পূজনীয়বর্গ, প্রিয় দেহ-মন, প্রিয় স্ত্রী-পুত্র ধনসম্পত্তি ইত্যাদি) হতে বিচ্ছেদজনিত দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভজনিত (অর্থাৎ যাহা চায় তাহা পায় না বলে) দুঃখ; সংক্ষেপে বলতে গেলে ক্লেশ নিঃসৃত উপাদান গোচর (অর্থাৎ

আসক্তি যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারে উপলব্ধ আকর্ষণকারী বিষয়) পঞ্চস্কন্ধই দুঃখময় দুঃখ। ইহাই দুঃখ আৰ্যসত্য।

[নাম রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- নাম আর রূপের সম্মেলন হতে দুঃখসমূহ উৎপন্ন হয় বলে নাম রূপকে সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দুঃখ বা পঞ্চ উপাদানপুঞ্জ সমন্বিত দুঃখ বলা হয়। নাম-রূপ বা পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ বললে বুঝায় 'রূপ (ভৌতিক দেহ), বেদনা (অনুভূত অনুভূতি), সংজ্ঞা (অনুভূতি অনুভূত হয়েছে বলে জানন), সংস্কার (অনুভূত অনুভূতিকে জেনে উহাতে সিদ্ধান্তের জাগ্রত প্রেরণা), বিজ্ঞান (সেই সিদ্ধান্তের পূর্ণতা প্রাপ্তি অথবা মন বা চিত্ত উৎপত্তি)। এক কথায় ইহা চিত্ত ও চিত্তচেতনা।

এখানে রূপ বললে রূপস্কন্ধ। এই রূপস্কন্ধ জড়বস্তু। ইহা জড় জগতের জড়বস্তু। হাত, পা, দেহ, মাটি, জল, লৌহ, বৃক্ষ, ফল ইত্যাদি ভৌতিক উপাদানে গঠিত দৃশ্যমান জড়জগত বা জড়বস্তুকে রূপবস্তুর পুঞ্জ বা রূপস্কন্ধ বলা হয়। রূপ ব্যতীত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান- এই চারিটি অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় নামবস্তুর পুঞ্জ বা নামস্কন্ধ। ইহা অনুভূতি সঞ্জাত বিষয় ও মন। এই নামস্কন্ধ চিত্ত ও চিত্তচেতনা। ইহা মনো জগতের মনোবস্তু।

এখানে বেদনা বললে বেদনাস্কন্ধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের বস্তুর মিলনস্পর্শ মনোবোধেতনা (মনের চেতনাভাব) জাগ্রত হয়ে যে অনুভূতির উৎপত্তি হয় উহার নাম বেদনাপুঞ্জ বা বেদনাস্কন্ধ। বেদনা সাধারণতঃ তিন প্রকার, বিস্তারে পাঁচ প্রকার। তিন প্রকার বেদনা, যথা- সুখ বেদনা (সুখানুভূতি), দুঃখ বেদনা (দুঃখানুভূতি) এবং উপেক্ষা বেদনা (সুখ ও নহে দুঃখও নহে, এই দুই প্রকার অবস্থার মধ্যস্থ অবস্থার অনুভূতি)। পাঁচ প্রকার বেদনা, যথা- সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, সুমনস্য বেদনা (মানসিক সুখানুভূতি, মনের আনন্দবোধ বা শান্তিবোধ), দৌর্মনস্য বেদনা (মানসিক দুঃখানুভূতি, মনের নিরানন্দবোধ বা অশান্তিবোধ)।

সংজ্ঞা বললে সংজ্ঞাস্কন্ধ। বেদনাকে (অনুভূত অনুভূতিকে) জ্ঞাত হওয়ার নাম সংজ্ঞাপুঞ্জ বা সংজ্ঞাস্কন্ধ। যেমন নীলবর্ণকে নীলবর্ণ বলে জানা, বস্তুকে বস্তু বলে জানা, মানুষকে মানুষ বলে জানা, দুঃখকে দুঃখ বলে জানা, সুখকে সুখ বলে জানা, অশুভকে অশুভ বলে জানা, শুভকে শুভ বলে জানা, অনিত্যকে অনিত্য বলে জানা, অনাত্মাকে অনাত্মা বলে জানা ইত্যাদি জানাকে বলা হয় সংজ্ঞাপুঞ্জ বা সংজ্ঞাস্কন্ধ।

সংস্কার বললে সংস্কারস্কন্ধ। বেদনাজাত জ্ঞাত বিষয়ে রমিত হয়ে ইচ্ছাকৃত কর্ম বা চিত্তপ্রেরণা (চিত্ত চেতনা বা চিত্তের চেতনাপ্রবাহ) জাগ্রত করার নাম

সংস্কারপুঞ্জ বা সংস্কারস্কন্ধ। যেমন কায়সংস্কার (শরীর চালনা করবার ইচ্ছা), বাক্য সংস্কার (কথা বলবার ইচ্ছা) এবং চিন্তা সংস্কার (অনুভূত সংজ্ঞাজাত বিষয় ভাববার বা চিন্তা করবার ইচ্ছা) এরূপ সংস্কারকে বলা হয় সংস্কারপুঞ্জ বা সংস্কারস্কন্ধ। এই সংস্কার জীবের কর্মবীজ, ইহাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কারণ এবং জীবের ভালমন্দ ইচ্ছা ইহাতেই জাগ্রত বা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কর্মবীজ চিন্তা চেতনায় অবধারণের বা সিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক বিষয়। এখানে সংস্কার মুখ্য আর চিন্তা বা বিজ্ঞান গৌণ বিষয়।

বিজ্ঞান বললে বিজ্ঞানস্কন্ধ। বেদনাজাত জ্ঞাত বিষয়ে রমিত হয়ে ইচ্ছাকৃত কর্মপ্রেরণায় বা চিন্তা চেতনায় অবধারিত পূর্ণ সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানপুঞ্জ বা বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই বিজ্ঞান চিন্তা চেতনার পূর্ণতা। “বিজ্ঞানাতীতি বিৎঞাগং” অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা অর্থে বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। যেমন অকৃত্রিম স্বর্ণকে প্রকৃতরূপে অকৃত্রিম স্বর্ণ বলে জানা। এই বিজ্ঞানের অপর নাম চিন্তা বা মন। বিজ্ঞান বহির্মুখী বীজাঙ্কুর যাহাকে অপরাপর দর্শনে আত্মা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের প্রভাবে এই বিজ্ঞানই পুনর্জন্ম বা পুনোরুৎপত্তি গ্রহণ করে থাকে। অতএব এই বিজ্ঞানরূপ মনই মনোজ্ঞ বস্তু গ্রহণ করে থাকে আর অমনোজ্ঞ বস্তু উপেক্ষায় ত্যাগ করে থাকে।

বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার— নামস্কন্ধের এই তিনটি চিন্তের বা মনের চেতনাভাব বা চৈতসিক বস্তু। বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের মধ্যে বেদনাস্কন্ধ বেদনা চৈতসিক বা বেদনাজনিত চৈতসিক আর সংজ্ঞাস্কন্ধ সংজ্ঞা চৈতসিক বা সংজ্ঞাজনিত চৈতসিক— এই দুই প্রকার চৈতসিক ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিকই সংস্কারস্কন্ধ বা সংস্কারজনিত চৈতসিক। সুতরাং বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার— এই ত্রিচৈতসিকের সমন্বয়ে বিজ্ঞানের অথবা চিন্তের অথবা মনের উৎপত্তি যার উৎপত্তি ক্ষণকালের মধ্যেই বার বার ঘটে থাকে, এই ক্ষণকালের গতি আধুনিক সময় সেকেণ্ড অপেক্ষাও শতসহস্রগুণ দ্রুততর হয়ে থাকে। এখানে চৈতসিক অর্থ চিন্তের চেতনাভাব বা চিন্তাচেতনা।

ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়, যথা— চক্ষু ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র বা কর্ণ-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ বা নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয় এবং মন-ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বার হিসেবেও ছয় প্রকার এবং আয়তন বা স্থানভেদেও ছয় প্রকার। এই ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে ইন্দ্রিয় আয়তনে বা স্বাদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করে। এই ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলম্বনের বা অবলম্বনে বস্তু, যথা— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম (স্বভাব)। ইহাতে চক্ষু-ইন্দ্রিয় চক্ষু-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ রূপবস্তু (বস্তু আকার) দর্শন করে এবং

চক্ষুদ্বারা দ্বারা চক্ষু-আয়তনে গ্রহণ করে, শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ শব্দরূপ বা শব্দবস্তু শ্রবণ করে এবং শ্রোত্রদ্বারা দ্বারা শ্রোত্র-আয়তনে গ্রহণ করে, ঘ্রাণ বা নাসিকা-ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ ঘ্রাণরূপ বা গন্ধবস্তু আঘ্রাণ করে এবং ঘ্রাণদ্বারা দ্বারা ঘ্রাণ-আয়তনে গ্রহণ করে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় জিহ্বা-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ স্বাদরূপ বা আশ্বাদবস্তু স্বাদন করে এবং জিহ্বাদ্বারা দ্বারা জিহ্বা-আয়তনে গ্রহণ করে, কায়-ইন্দ্রিয় বা স্পর্শ-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ স্পর্শরূপ বা স্পর্শবস্তু স্পর্শন করে এবং কায়দ্বারা দ্বারা কায়-আয়তনে গ্রহণ করে। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন ইন্দ্রিয় ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের মনোজ্ঞ রূপ বা বস্তুর মিলনস্পর্শে বস্তুরূপ হতে মনোসংস্পর্শ বা (বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই) চৈতসিকদ্বয় জাগ্রত হয় আর উহাতে বিজ্ঞানের (চিন্তের বা মনের) উৎপত্তি হয়। যেহেতু দুইটি ইন্দ্রিয়ের কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। মন ইন্দ্রিয় কিন্তু স্বতন্ত্র। মন-ইন্দ্রিয়ের বাহির হতে কিছু গ্রহণ করবার নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা স্বাধীনতা নেই। চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়- এই পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারদ্বারা ইন্দ্রিয়-আয়তনে গৃহীত রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অবলম্বনের সহিত মন-ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় এবং মনোদ্বারা দ্বারা মনায়তনে গ্রহণ করতঃ মন উহার জল্পনা-কল্পনা করে। মন সাধারণতঃ ত্রিকালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) কল্পিত বিষয় নিয়ে জল্পনায় কল্পনায় ব্যস্ত থাকে। ইহাই মনের ধর্ম বা স্বভাব। বিজ্ঞানের (চিন্তা বা মনের) উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়— ইন্দ্রিয় এক বস্তু এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অন্য, এই দুই বস্তুর মিলনে বা সংস্পর্শে অথবা সংঘর্ষে (অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার দ্বারা) বিজ্ঞানের উৎপত্তি যেমন দেয়াসলাই ও কাঠি— এই দুই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংঘর্ষে অপর এক ভিন্ন বস্তু অগ্নির সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের উপাদান বা আসক্ত (অবলম্বন) বস্তুর অভাব হলে বিজ্ঞানের সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয় না।

অঙ্ক ও খঞ্জের উপমার ন্যায় নাম ও রূপের অভিন্ন সম্বন্ধ। নামকে জীবের প্রাণ বা প্রাণশক্তিও বলা হয়। নাম-রূপের সম্বন্ধ জড়-চেতন বা জড়ের সচেতন অবস্থা। নামের অভাবে রূপ অচল অচেতন জড় পদার্থ, আবার রূপের অভাবে নামও অবলম্বনহীন অচল। নাম নিরাকার, রূপ সাকার। নাম এবং রূপ এই উভয়ের মধ্যে একে অপরকে আশ্রয় করে বলে জীব বা সত্ত্বের সৃষ্টি বা সজীবতা। একের বিচ্ছেদে অপরটি নিক্রিয়। বর্তিকার তৈলাধারের ন্যায় রূপ বা রূপস্কন্ধ আর তৈল, সলিতা ও অগ্নির ন্যায় বেদন বা বেদনাস্কন্ধ-সংজ্ঞা বা সংজ্ঞাস্কন্ধ সংস্কার বা সংস্কারস্কন্ধ এবং তদালোকের ন্যায় বিজ্ঞান বা

বিজ্ঞানস্কন্ধ । তৈল-সলিতা-অগ্নির অভাবে যেমন তৈলধারে আলো থাকে না নির্বাপিত হয় তেমন নামের অভাবে রূপ মৃতবৎ বা মৃত্যুতে বিনষ্ট হয় । তদ্বৎ নাম ও রূপের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা বা বিচ্ছেদের নাম মৃত্যু ।]

৫। ইদং ধো পন ভিক্ষবে, দুঃখসমুদয়ং অরিষসচ্চং যাযং তণ্হা পোনোব্ভবিকা নন্দি-রাগ-সহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী । সেয্যথীদং-কামতণ্হা, ভবতণ্হা, বিভবতণ্হা ।

অনুবাদ : (১) অবিদ্যার বা অজ্ঞান অন্ধতার বশীভূত হলে ২) তৃষ্ণার উৎপত্তি হয় । সেই তৃষ্ণা হতে সৃষ্টি হয় ৩) লোভ ৪) ঘেষ আর ৫) মোহ । এই পঞ্চ ক্রেশের বশীভূত হলে চারি প্রকার বিপল্লাস বা ভ্রান্ত ধারণার অথবা ধাঁধার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ৬) অশুভকে শুভ মনে করা হয়, ৭) দুঃখকে সুখ মনে করা হয়, ৮) অনিত্যকে বা পরিবর্তনশীলতাকে নিত্য (স্থায়ী বা স্থিতিশীল) মনে করা হয় আর ৯) অনাত্মাকে আত্মা মনে করা হয় । এই নববিধ অকুশলই ক্রেশভূমি নামক দুঃখ সমুদয় বা দুঃখোৎপত্তির কারণ ।]

হে ভিক্ষুগণ! সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মপ্রদানকারিণী মনোজ্ঞ বস্তুকে অভিনন্দনাকারে আকাজ্জা সংযুক্তা আর যে যেখানে জন্ম নিতে ইচ্ছা করে অথবা যে যেখানে জন্ম নিয়েছে অথবা যে যেই অবলম্বনে রমিত হয় তদ্ তদ্ স্থানকে বা বস্তুকে অভিনন্দনকারিণী এই যে তৃষ্ণা যেমন কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা । ইহাই দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য ।

[কামতৃষ্ণা বললে বুঝায় কামভূমির ভোগবিলাসের জন্য রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ— এই পঞ্চ কামগুণে রমিত হয়ে মনুষ্য ও ছয় প্রকার দেবলোকসহ সপ্তবিধ কামভূমিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা । ভবতৃষ্ণা বললে বুঝায় শাস্ত্রতদৃষ্টির সপ্তবিংশতি ভব অর্থাৎ (এক প্রকার) মনুষ্যভূমি, (ছয় প্রকার) দেবভূমি এবং (বিশ প্রকার রূপ-অরূপ) ব্রহ্মভূমি— এই ভূমিসমূহ বা ভবত্রয় নিয়ত স্থির ধ্রুব অবিধ্বংসী, কেবল আমিই অস্থির অধ্রুব বিধ্বংসী মনে করে ভব হতে ভবান্তরে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের বা উৎপত্তির প্রবল ইচ্ছা । বিভব-তৃষ্ণা বললে বুঝায় উচ্ছেদ দৃষ্টি অর্থাৎ এই পৃথিবী নিত্য পরিবর্তনশীল ও অস্থির বলে বিধ্বংসী আর এই পৃথিবীর ন্যায় ভবসমূহও নিত্য পরিবর্তনশীল অস্থির বিধ্বংসী । তদ্রূপ আমিও পরিবর্তনশীল অস্থির ও বিধ্বংসী । অপরিবর্তনশীল স্থির ও অবিধ্বংস বলে কোথাও কিছু নেই । সুতরাং সুখ-দুঃখ বলতে যাহা কিছু আছে সব এখানেই, ইহার পর আর কিছুই নেই ।, সব শূন্যময় মনে করে কেবল লৌকীয় ভোগ বিলাসে সর্বপ্রকারে প্রমত্ত থাকবার প্রবল ইচ্ছা । এগুলি বিভবতৃষ্ণা ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রদানকারিনী কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা— এই তৃষ্ণাত্রয় নন্দীরাগ (উৎসাহপূর্ণ বা সহজে উত্তেজনাশীল আনন্দ) সংযুক্ত বলে স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ী যে যেই বস্তু বা ভূমিতে অভিরমিত হয় সে সেই বস্তু বা ভূমিকে আনন্দের সহিত অভিনন্দন করে বলে সে সেই বস্তু বা ভূমি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সে সেই বস্তুতে বা ভূমিতে উৎপন্ন হয় অথবা জন্মগ্রহণ করে। এই হেতু তৃষ্ণাত্রয় দুঃখের কারণ।

এখানে বিশেষ বর্ণনা স্বরূপ বলা যায়— মৃত্যুকালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজস্ব অভ্যাসগত যে তেজস্বী বা শক্তিশালী নিমিত্ত বা লক্ষণ রূপ (বিজ্ঞান বা মনশ্চক্রে দৃশ্যমান নিদর্শন বা ছায়ারূপ ছবি) সত্ত্বগণের সম্মুখে উপস্থিতিতে দৃশ্যমান হয়ে তাহাদিগকে মুগ্ধ করে থাকে প্রলুপ্ত করে থাকে উহার নাম কর্মনিমিত্ত। সেই কর্মনিমিত্তই তখন একমাত্র আকাজ্জ্বার বস্তু হয়ে থাকে আর উহাকে পাবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে থাকে উহার নাম তৃষ্ণা। তৃষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য চিন্তা ধাবিত হয়। যে তৃষিত বস্তুকে লক্ষ্য করে চিন্তা ধাবিত হয় সেই ধাবমান গতির লক্ষ্য বস্তুর নাম গতিনিমিত্ত আর চিন্তের সেই ধাবমান অবস্থার নাম চিন্তের বীথি (পথ) গ্রহণে চলন বা গমন। এখানে বীথি অর্থে গতীয়মান বা গমনের রাস্তা এবং চিন্তাবীথি অর্থে চিন্তের গমনপথ। বীথিচিন্তা (রাস্তায় আরুঢ় বা গমনকারী অথবা গতিশীল চিন্তা) চিন্তাবীথিতে (চিন্তের গমন রাস্তায়) আরোহণ করে বস্তু প্রাপ্তির বিষয় বার বার জল্পনা-কল্পনা করতে করতে চলতে থাকে, এক্রূপে পুনঃ পুনঃ দ্রুত জল্পনা-কল্পনায় জপন বা আরোচন স্বভাবের নাম চিন্তের জবন আর যে চিন্তা জবনস্বভাবে থাকে উহাকে বলা হয় জবনচিন্তা। সেই গতীয়মান জবনচিন্তের সেই জল্পিত-কল্পিত বস্তুকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার নাম জন্ম বা পুনর্জন্ম অথবা পুনোরুৎপত্তি।

সেই তৃষিত বস্তু বা ভূমি সুখময় হউক অথবা দুঃখময় হউক উহা তখন ভাববার অবকাশ বিমুগ্ধ চিন্তের থাকে না, বস্তুতঃ তৃষিত বিষয়-বস্তুতেই চিন্তা রমিত ও লীন হয়ে যায়। চিন্তের সেই রম্যবস্তুকে অবলম্বন করে চিন্তা জবনের সহিত বা জপ করতে করতে একান্তভাবে কেবল চিন্তাবীথিতে চলতে থাকে বস্তুভূমির দিকে। এই চিন্তাবীথির ভবাঙ্গচ্যুত হওয়ায় অর্থাৎ বস্তু প্রাপ্তিতে চিন্তের চলন্ত গতি রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চ্যুত হয় বা বিজ্ঞান চলে যায় অথবা চিন্তের চেতনা সহ চিন্তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। ইহারই নাম মৃত্যু। বানর যেমন লক্ষ্যবস্তুকে লক্ষ্য করা লাফ দেয়, লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বস্থান হতে চ্যুত হয়ে সেই লক্ষ্যবস্তুকে আশ্রয় করে বা আঁকড়িয়ে ধরে উহাতে উৎপন্ন হয় এবং পূর্বস্থানের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না চ্যুত বিজ্ঞান বা চিন্তের অবস্থা

এবং গতিও তদ্রূপ। সেই বিজ্ঞান বা চিন্তা চ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃষিত বস্তুভূমিতে বিজ্ঞানবস্তুকে (চিন্তের রমিত বা মুগ্ধ বস্তুকে) আশ্রয় করে বা আঁকড়িয়ে ধরে পুনঃ উৎপন্ন হয়ে থাকে বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে থাকে।

উক্ত প্রতীকগ্রহণকারী বা পুনর্জন্মগ্রহণকারী চিন্তা বা বিজ্ঞানকে অথবা চিন্তাপ্রবাহকে বলা হয় গন্ধর্ব বা গন্ধর্বসত্ত্ব। সেই প্রতীকগ্রহণকারী গন্ধর্বরূপ চিন্তাপ্রবাহ বা বিজ্ঞান, ঋতুমতী মাতা এবং পিতা— এই তিনজনের মিলন হলে মায়ের গর্ভ উৎপন্ন হয়ে থাকে অপিচ মাতা, পিতা এবং গন্ধর্ব— এই তিনজনের মিলন হলেও মা গর্ভবতী হন না যদি মাতা ঋতুমতী না হন। ঋতুমতী মাতা এবং পিতার মিলন হলেও মায়ের গর্ভসঞ্চারণ হয় না যদি গন্ধর্ব (অর্থাৎ উৎপন্ন হবার চেতনা-প্রবাহ বা জন্মগ্রহণকারী সেই বিজ্ঞানরূপী সত্ত্ব) উপস্থিত না থাকে। যখন ঋতুমতী মাতার সহিত পিতার মিলন হয় আর জন্মগ্রহণকারী চিন্তের চেতনাপ্রবাহ (গন্ধর্ব বা সত্ত্ব) উপস্থিত থাকে সে সময়ই মাতৃগর্ভের সঞ্চারণ হয় বা জননী গর্ভবতী হন। অতঃপর মাতা দশমাস দশ দিন অতিক্রমে গর্ভের গুরুভার বহন করে সন্তান প্রসব করে থাকেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর শিশুসন্তান ক্ষণকাল নীরব হয়ে থাকে। এই ক্ষণকাল হচ্ছে সন্তানের গোত্রভূচিন্তের গোত্রভূ অবস্থা (অর্থাৎ পুনর্জন্মের সংস্কার সমূহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ বা ধ্বংস করে নবজন্মের সংস্কার গ্রহণের অবস্থা)। গোত্রভূচিন্তা ভবান্নপাত বা চ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ পুনর্জন্মের সংস্কার সমূহ ত্যাগ বা ধ্বংস হওয়ার পর নবজন্মের সংস্কার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে) নবজাত শিশুসন্তান নবজন্মের সংস্কার গ্রহণ করায় হঠাৎ কান্না করে উঠে। অবশ্য ইহা মনুষ্য হতে নিম্নস্তরের কথা, দেব-ব্রহ্ম অন্য ধরণের উৎপত্তি।

সেই জন্মগ্রহণকারী গন্ধর্বরূপী বিজ্ঞান বা চিন্তাপ্রবাহ জননীর গর্ভে উৎপত্তির বা অনুসার হওয়ার ক্ষণ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে পুনঃ জীবনাবসানে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কবলিষ্কার আহার বা ভৌতিক আহার (অর্থাৎ অল্প পানীয় ইত্যাদি যাহা খেয়ে প্রাণ ধারণ করা হয় উহাই কবলিষ্কার আহার বা ভৌতিক আহার), স্পর্শ আহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে বিজ্ঞানের বা চিন্তের যে চেতনা লাভ করা হয় উহাকে বলা হয় স্পর্শ আহার), মনোসঞ্চেতনা আহার (অর্থাৎ বিজ্ঞান বা মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ মনোজ্ঞ বলে তৃপ্তি লাভ করাকে বলা হয় মনোসঞ্চেতনা আহার) এবং বিজ্ঞান আহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণতঃ চেতনা লাভ করাকে বলা হয় বিজ্ঞান আহার)— এই চতুর্বিধ আহার দ্বারা স্থিত থেকে বর্ণ-গন্ধ-রস ওজ দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। ইহাই সত্ত্বগণের পুনর্জন্ম রহস্য,

জন্মান্তর রহস্য তথা স্থিতি রহস্য। এখানে তৃষ্ণার হেতু লোভ-দ্বेष-মোহমূলক অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, লক্ষ্যবস্তুর অবলম্বন বেদনা-সংজ্ঞার সহিত সংস্কার আর উৎপন্ন বা পুনর্জন্মের চেতনাপ্রবাহ গন্ধর্বরূপী বিজ্ঞান। অতীতের (পূর্বজন্মের) অবিদ্যার সংস্কার হেতু এখানে বিজ্ঞানরূপী সত্ত্বের উৎপত্তি বা পুনর্জন্ম হল। সুতরাং সংস্কার পুনোরোৎপত্তির বা পুনর্জন্মের বীজ সদৃশ আর বিজ্ঞান আত্মা সদৃশ। এই অবিদ্যাপ্রসূত সংস্কার বিজ্ঞানের অনুগমনে প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি (কার্য-কারণ ক্রমিক ধারা) পরিচালনা করে থাকে। সেজন্য এই উৎপন্ন বিজ্ঞান বা সত্ত্ব হেতু সদ্ভূত।

পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম ভেদে নিমিত্ত বা লক্ষণও মরণাসন্ন সময়ে মানুষের ভিন্ন ভিন্নরূপে হয়ে থাকে। পুণ্যবানের পুণ্যকর্ম নিমিত্ত বা লক্ষণ সুখদায়ক সুখ আর পাপীদের পাপকর্ম নিমিত্ত বা লক্ষণ দুঃখদায়ক দুঃখ। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকেন যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মরণাসন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদে, কেহ কেহ ভয় পায়, কেহ কেহ ভয়বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে, কেহ কেহ অন্ধকার দেখে আর আঁধারে হাতড়িয়ে পথ খোঁজে, কেহ কেহ আগুন দেখে আর আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রনায় ছটপট করে, কেহ কেহ বিমর্ষতা প্রদর্শন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ দুঃখব্যঞ্জক ভাবের সহিত যাদের গমন হয় বা গতি হয় তাদের গমন বা গতি অশুভ। পক্ষান্তরে দেখা যায় কেহ কেহ হাসে, কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করে, কেহ কেহ মৃত আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করে, কেহ কেহ রথাদি সুসজ্জিত যানে আরোহণ করে চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ সুখব্যঞ্জক ভাবের সহিত যাদের গমন বা গতি হয় তাদের সেই গমন বা গতি শুভ। জ্ঞানীরা মরণাসন্ন ব্যক্তিদের ঈদৃশ শুভাশুভ গতি লক্ষ্য করে সহজে বুঝতে ও বলতে পারেন কে কোথায় উৎপন্ন হতেছে অথবা জনগ্রহণ করতেছে।

পুণ্যবানেরা মৃত্যুর আসন্নকালে পুণ্যকর্ম প্রসূত সুখনিমিত্ত বা সুখময় লক্ষণ দর্শন ও গ্রহণ করে রমিত হন আর সেই সুখনিমিত্ত অবলম্বন করে হাসতে হাসতে সুখের সহিত রমিত ভূমি দেব-মनुষ্যের কামসুগতি ভূমিতে অথবা ধ্যানী-ধ্যানচিন্তে নিবিষ্ট থেকে রূপারূপ উর্ধ্ব দেবভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু বীততৃষ্ণা অর্হতগণ দেহত্যাগে পরিনির্বাণের সময় একত্রিশ প্রকার ভবচক্রের কোন ভূমিতে বা অবস্থায় অভিরমিত হন না। তাঁহারা সুখ-দুঃখ অনুভূতির সহিত উপেক্ষাচিন্তে কেবল ধ্যানাঙ্গসমূহ প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যালোচনা করতঃ অন্তিম অব্যাকৃত (অপ্রয়োজনীয় বলে অপ্রকাশিত) দুঃখ সত্য ভবাঙ্গচিন্তের (চিন্তের অস্তিত্বভাব) নিরোধ দ্বারা পরিনির্বাণিত হয়ে থাকেন।

পাপীগণের কর্মনিমিত্ত কিন্তু অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তবুও সেই পাপকর্ম প্রসূত দুঃখ নিমিত্ত বা দুঃখজনক লক্ষণ গ্রহণ করে পাপকর্মের প্রাবল্যে মুগ্ধ হয়ে পাপীগণ উহাকে সুখদায়ক মনে করে প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষুরচক্র কাহিনীতে যেমন উল্লেখ আছে একজন পাপীর মস্তকে পাপের শাস্তিস্বরূপ ক্ষুরচক্রের ঘর্ষণে মস্তক হতে রুধিরধারা প্রবাহিত হতেছিল। তাহার পাপের শাস্তির ভোগকাল যখন শেষ হয়ে আসল তখন তাহার মস্তকের সেই রুধিরধারাকে তাহার সমান অন্য আর একজন পাপী সদ্য প্রস্ফুটিত মনোরম গোলাপফুল বলে মনে করল আর দুঃখের কান্নাকে সুখের হাসি বলে মনে করল এবং দুঃখের অশ্রুকে মনে করল সুখের যুজ্জাদারা। তখন সে সেই ক্ষুরচক্রটিকে স্বতক্ষুরত আনন্দে আপন মস্তকে স্থাপন করে প্রথম শাস্তিভোগকারী পাপীকে মুক্ত করে দিল এবং সেই দুঃখের যন্ত্রণা সে নিজে ভোগ করতে লাগল। ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে পাপী যেই শাস্তির উপযুক্ত সেই পাপী সেই শাস্তিভোগ স্থানে প্রলুব্ধ হয়ে চুম্বকের মত আকর্ষিত হয়ে থাকে। অতএব, পাপীগণ মরণাসন্নকালে উপস্থিত শক্তিশালী পাপকর্ম প্রসূত পাপকর্মের দুঃখনিমিত্ত বা দুঃখ অনুরূপ লক্ষণ গ্রহণ করে আর উহাতে রমিত ও প্রলোভিত হয়ে পাপের শাস্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত বা লক্ষণ দর্শন অনুযায়ী দুঃখের সহিত কাঁদতে কাঁদতে পাপের শাস্তিভোগের ভূমি চারি অপায়ের (অর্থাৎ- ১। অসুরভূমি, ২। শ্রেতভূমি, ৩। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির ভূমি এবং ৪। নরকাদি ভূমি- এই চারি অপায়ের) যে কোন দুঃখ ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৬। ইদং খো পন ভিক্ষুবে দুক্কখনিরোধং অরিয়সচ্চং-যো তস্সা য়েব তণ্হায় অসেস-বিরাগ-নিরোধ চাগো পটিনিস্সল্লো মুত্তি অনালযো।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! সেই (কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা) ত্রিবিধ তৃষ্ণায় নিরবশেষ বিরাগ (অর্থাৎ তৃষ্ণাতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তি ত্যাগ করণ), নিরোধ (অর্থাৎ তৃষ্ণা উৎপত্তিকে চিরতরে ধ্বংস করণ), সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাকে বিসর্জন বা বর্জন করণ, তৃষ্ণার সংস্পর্শে না থেকে সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণা হতে দূরে অবস্থান করলে তৃষ্ণার সহিত সংলগ্নতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে তৃষ্ণা হতে মুক্ত হতে পারা যায়- ইহাই দুঃখের নিরোধ বা উপশম (নির্বাণ) আর্যসত্য। (এখানে নির্বাণ, ত্যাগ, বিসর্জন বা বর্জন, মুক্তি ও অনালয়- এগুলি নির্বাণের ভিন্ন ভিন্ন নামবিশেষ। একমাত্র নিবৃত্তি নির্বাণই যাবতীয় সংস্কৃত বা কারণজগত বিষয়ের বা পদার্থের প্রতিপক্ষ বশতঃ অনেক নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।)

[দুঃখকে নিরোধ বা চিরতরে একেবারে নির্মূল বা ধ্বংস করতে হলে দুঃখ উৎপত্তির হেতু বা কারণকে সমূলে নিরোধ বা ধ্বংস করতে হয়। তথাগত

বুদ্ধগণ সিংহ স্বভাবের তথা সিংহ বিক্রমের মহাপুরুষ। তাঁহারা দুঃখকে নিরোধ করতে কিংবা দুঃখের নিরোধ প্রদর্শন করতে হেতুর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হন, হেতুফলের প্রতি নহে। কৃচ্ছ সাধকগণ হেতুফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিপরীত নীতি অবলম্বন করেন। প্রকৃতপক্ষে হেতু বা কারণ নিরোধে কার্য নিরোধের ন্যায় সমুদয় (অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মূলসহ) নিরোধেই দুঃখ নিরোধ বা দুঃখ ধ্বংস হয় অন্যথা নহে। সেজন্য ভগবান উপরোক্ত উক্তি করেছেন।]

৭। ইদং ষো পন ভিক্ষবে, দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং,- অযমেব অরিয়ো অট্টাঙ্গিকো যম্মো। সেয্যথীদং- সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কল্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মভো, সম্মাজ্জীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসত্তি, সম্মাসমাধি।

অনুবাদ : (১) শমথ ভাবনা দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা লাভ হয়, চিন্তের একাগ্রতা লাভ হলে ২) বিদর্শন ভাবনার পথ সুগম হয়। বিদর্শন ভাবনা দ্বারা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা- এই ত্রিলক্ষণ দর্শনে লাভ হয় ৩) অলোভ, ৪) অদ্বेष আর ৫) অমোহ। আবার এই অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ চারি প্রকার বিপল্লাস (উন্মার্গগমন বা ধাঁধা) বিদূরীত করে অর্থাৎ ৬) অন্তভকে অন্তভ বলে জানিয়ে দেয়, ৭) দুঃখকে প্রকৃত দুঃখ বলে জানিয়ে দেয়, ৮) অনিত্যকে প্রকৃত অনিত্য বলে জানিয়ে দেয় আর ৯) অনাত্মাকে প্রকৃত অনাত্মা বলে সাধককে জানিয়ে দেয়। এই নববিধ কুশলই ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানভূমি নামক দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (অর্থাৎ দুঃখকে নিরোধ বা উপশম করবার উপায় বা পথ)।]

হে ভিক্ষুগণ! এই আর্য অষ্টাঙ্গ সমন্বিত মার্গ (উপায় বা পথ), যথা- ১) সম্যক বা যথার্থ সত্যদর্শন লক্ষণ সম্যকদৃষ্টি, ২) সম্যক বা যথার্থ অভিনিরোপন (দৃঢ়তা গ্রহণ করণ) স্বভাব সম্যক সংকল্প, ৩) সম্যক বা যথার্থ পরিগ্রহ (কথাকথন বা বাক্য ব্যবহার করণ) স্বভাব সম্যক বাক্য, ৪) সম্যক বা যথার্থ সমুত্থাপন (উদ্যোগ বা কার্যারম্ভ করণ) স্বভাব সম্যক কর্মান্ত, ৫) সম্যক বা যথার্থ পরিশুদ্ধ (সচ্চরিত্র বা পবিত্র) স্বভাব সম্যক আজীব, ৬) সম্যক বা যথার্থ প্রগ্রহ (উৎসাহ করণ, উদ্যম করণ) স্বভাব সম্যক ব্যায়াম (প্রকৃত চেষ্টা করণ), ৭) সম্যক বা যথার্থ উপস্থান (জ্ঞান পরিচর্যা বা জ্ঞান অভ্যাস করণ) স্বভাব সম্যকস্মৃতি, ৮) সম্যক বা যথার্থ সমাধান (ধ্যান করণ বা চিন্তা একাগ্রকরণ) স্বভাব সম্যক সমাধি। (অঙ্গের সমাহার ব্যতীত অঙ্গীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত এই সম্যকদৃষ্টি ইত্যাদি আর্য অষ্টমার্গ বলা হয়েছে)- ইহাই দুঃখ নিরোধ করার প্রতিপদা (উপায়, মার্গ, পথ) আর্যসত্য, অন্য নহে।

[সম্যক দৃষ্টি নিজের প্রতিপক্ষ অন্য ক্রেশের সহিত মিথ্যাদৃষ্টিকে প্রহাণ বা পরিত্যাগ করে, নিরোধসত্যকে প্রত্যক্ষ করে বা অবলম্বন করে, সম্প্রযুক্ত ধর্ম

(সংযুক্ত স্বভাব নীতি) প্রতিচ্ছাদক বা আচ্ছাদনকারী মোহ দূরীভূত করে উহাদিগকে দর্শন করে। সম্যক সঙ্কল্পাদিও তদ্রূপ মিথ্যা সঙ্কল্পাদি ত্যাগ করে, নিবৃত্তি নির্বাণ অবলম্বন করে। বিশেষতঃ সম্যক সংকল্প সহজাত ধর্ম (এক সঙ্গে উৎপন্ন স্বভাব) অভিনিরোপন (দৃঢ় বা প্রতিষ্ঠিত) করে। অন্যান্য অঙ্গ সমূহও স্ব স্ব আয়ত্তকৃত্য সম্পাদন করে। অথচ সম্যক দৃষ্টি পূর্বভাগে নানাঙ্কণিক ও নানা আরম্ভণগ্রাহী (জ্ঞানের বা উপলব্ধির বিষয় গ্রহণকারী) হয়ে থাকে আর মার্গসময়ে একঙ্কণিক ও একাবলম্বনিক (একমাত্র অবলম্বন গ্রহণকারী বা আশ্রয় গ্রহণকারী) হয়ে থাকে, কৃত্যহিসেবে দুঃখে জ্ঞানাদি চতুর্বিধ আর সত্য হিসেবে চতুর্বিধ নাম লাভ করে থাকে। সম্যক সংকল্প পূর্বভাগে নানাঙ্কণিক ও নানা আলম্বনিক (আলম্বন গ্রহণকারী), মার্গসময়ে একঙ্কণিক ও একমাত্র আলম্বন গ্রহণকারী হয়ে থাকে, কৃত্যহিসেবে নিষ্কামসংকল্প (কামনারহিত বা নির্লোভ সংকল্প) অব্যাপাদ সংকল্প (অদেষ সংকল্প), অহিংসা সংকল্প (অনিধন বা অক্রোধ সংকল্প) লাভ করে থাকে। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত ও সম্যক আজীব— এই তিনটি অঙ্গ পূর্বভাগে কায়-বাক্য-আজীব বিরতি এবং তদ্ তদ্ চেতনাও হয়ে থাকে, মার্গক্ষেপে কেবল বিরতিই প্রকাশ করে। সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক স্মৃতি— এই দুইটি অঙ্গ চারি সম্যক প্রধান ও চারি সম্যক স্মৃতি হিসেবে চারি নামে অভিহিত হয়। সম্যক সমাধি পূর্বভাগে আর মার্গক্ষেপে সম্যক সমাধিই থাকে। এই অষ্ট অঙ্গের মধ্যে নির্বাণ অধিগম্যার্থ প্রতিপন্ন (গতিতে প্রবিষ্ট) যোগীর বহু উপকার হেতু ভগবান সর্ব প্রথম সম্যকদৃষ্টির উল্লেখ করেছেন। ইহাকে প্রজ্ঞার আলোক এবং প্রজ্ঞান্ত বলা হয়। তদ্ব্যতীত পূর্বভাগে বিদর্শন জ্ঞান সম্যকদৃষ্টি দ্বারা অবিদ্যাস্থলকার বিদূরীত ও ক্লেশকে আঘাত করে যোগাবচর (ধ্যান অভ্যাসকারী) নির্ভয়ে (অবিদ্যা) নিধনে অধিগত হন। সে কারণেও সম্যক দৃষ্টিকে প্রথমে বলা হয়েছে। সম্যক সংকল্প ইহার বহু উপকারী। সেজন্য সম্যক সংকল্পকে তদনন্তর বলা হয়েছে। জহুরী যেমন মুদ্রা হাতে লয়ে এপিট ওপিট পরিবর্তন করেই চক্ষু দ্বারা খাঁটি কি মেকী পরীক্ষা করে সেরূপ ধ্যান অভ্যাসকারী সাধক পূর্বভাগে বিতর্ক দ্বারা বিতর্ক করে বিদর্শনপ্রজ্ঞায় দেখবার সময় কামাবচর ও রূপাবচর (কামভূমির ও রূপব্রহ্ম ভূমির স্বভাব নীতি) তুলনা করে জানতে পারে। তজ্জন্য সম্যকদৃষ্টির অনন্তর (ঠিক পরে) সম্যক সংকল্প বলা হয়েছে। সম্যক বাক্যেরও সম্যক সংকল্প মহাউপকারী। সেজন্য বলা হয়েছে— ‘হে গৃহপতি! (গৃহস্থামী বা বাড়ীর কর্তা) পূর্বে বিতর্ক-বিচার অথবা সংকল্প-বিকল্প করেই পরে বাক্যোচ্চারণ করা হয়।’ সে কারণে সম্যক সংকল্পের পর সম্যক বাক্য দেশিত বা বলা হয়েছে। যেহেতু ইহা করব বলে

প্রথমতঃ বাক্যে ঘোষণা করে কর্মান্তে বা কার্যে আত্মনিয়োগ করা হয়। সে কারণে বাক্য কায়কর্মের উপকারী বলে তদন্তের সম্যক কর্মান্ত দেশিত হয়েছে। চতুর্বিধ বাক্যদুশ্চরিত ও ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিত পরিহার করে উভয়বিধ সুচরিত (অর্থাৎ চতুর্বিধ বাক্য সুচরিত ও ত্রিবিধ কায়সুচরিত) পূরণকারীরই আজীব্যমক (জীবিকার বা জীবিকা নির্বাহের অষ্টম) শীলপূর্ণ হয়, অপরের নহে (অর্থাৎ চতুর্বিধ বাক্য সুচরিত এবং ত্রিবিধ কায় সুচরিত শীল পালনকারীই জীবিকা নির্বাহের অষ্টম শীল পালন হয়ে থাকে অপরের হয় না। সেজন্য তৎপর সম্যক আজীব বলা হয়েছে।

আজীব পরিশুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তজ্জন্য সন্তুষ্টি উৎপাদন করে সুপ্ত কিংবা প্রমত্ত থাকা অনুচিত। সর্ব ইর্ষাপথে (অর্থাৎ দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে) বীর্য বা উৎসাহ আরম্ভ করা সমীচীন, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত সম্যক ব্যায়াম (যথার্থ প্রচেষ্টা) দেশিত হয়েছে। তৎপর আরব্ধবীর্য (ভাবনায় উৎসাহ আরম্ভকারী) সাধক কায়াদি (অর্থাৎ কায়-বেদনা বা অনুভূতি-চিন্তা-ধর্ম বা চিন্তের স্বভাব-এই) চারি বিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত রাখার প্রয়োজনে সম্যক স্মৃতি তদনন্তর বলা হয়েছে। এই প্রকারে সুন্দররূপে উপস্থাপিত (গৃহীত বা অভ্যাসকৃত) স্মৃতি দ্বারা সমাধির অনুকূল ও প্রতিকূল ধর্মের গতি অব্বেষণ করে এক আলম্বনে বা অবলম্বনে চিন্তা সমাহিত (স্থিরীকৃত বা কেন্দ্রীভূত) করতে সমর্থ হয়। সে কারণে সম্যক স্মৃতির পর সম্যক সমাধি বর্ণিত হয়েছে।]

৮। ইদং দুক্খং অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এণাণং উপপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খং অরিয়সচ্চং পরিঞ্ঞেয়্যন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এণাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খং অরিয়সচ্চং পরিঞ্ঞাতন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এণাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! ইহা দুঃখ আর্যসত্য বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই, এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে (দুঃখ আর্যসত্য সম্বন্ধে) আমার যথাভূত (যথাসত্য বা ঠিক ঠিক) জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা (বিভাজনীয় জ্ঞান বা তন্ন তন্ন করে জানবার জ্ঞান) উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা (অভ্যস্ত জ্ঞান) উৎপন্ন হয়েছে, আলোক উৎপন্ন হয়েছে

(অর্থাৎ সমূলে অবিদ্যার বা অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরীত হয়ে সর্বদৃষ্টির জ্ঞানালোক ভাস্বর হয়েছে)। [একমাত্র জ্ঞানদর্শনকৃত্য অনুসারে চক্ষু, জ্ঞাননকৃত্য অনুসারে জ্ঞান, নানা প্রকারে জ্ঞাননকৃত্য অনুসারে প্রজ্ঞা, নিরবশেষ প্রতিবেদনকৃত্য অনুসারে বিদ্যা এবং সর্বদা প্রভাসনকৃত্য অনুসারে আলোক - কৃত্যহেতু এই পঞ্চ নাম লাভ করে। (প্রতিসম্ভিদামার্গ অর্থকথা)]

হে ভিক্ষুগণ! সেই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞেয় (জানা উচিত) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্ম সম্বন্ধে আমার কর্তব্যজ্ঞানরূপ জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাত (জেনেছে বা জানতে পেরেছে) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

৯। ইদং দুক্খসমুদযং অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খসমুদযং অরিয়সচ্চং পহাতব্বন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খসমুদযং অরিয়সচ্চং পহীনন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! ইহা ত্রিবিধ তৃষ্ণারূপ দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে (দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য সম্বন্ধে) আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই ত্রিবিধ তৃষ্ণারূপ দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য প্রহাতব্য (বর্জন করা কর্তব্য) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই ত্রিবিধ তৃষ্ণারূপ দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য প্রহীন (পরিবর্জিত) হয়েছে বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

১০। ইদং দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চত্তি মে ভিক্ষবে, পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং সচ্ছি-কাতবত্তি মে ভিক্ষবে, পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং সচ্ছিকতত্তি মে ভিক্ষবে, পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! ইহা দুঃখের নিরোধ নির্বাণ (অর্থাৎ দুঃখের উপশম বা শান্তি নির্বাণ) আর্যসত্য বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে (দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণ আর্যসত্য সম্বন্ধে) আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য প্রত্যক্ষকরণীয় (স্বয়ং দর্শন করা উচিত) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য প্রত্যক্ষকৃত (সাক্ষাৎরূপে দর্শন করা হয়েছে) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্ম সম্বন্ধে আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

১১। ইদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চত্তি মে ভিক্ষবে, পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, এগাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং ভাবেতব্বন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞ্জাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি ।

তং খো পনিদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং ভাবিতব্বন্তি মে ভিক্ষবে, পুকে অননুসুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞ্জাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি ।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! এই আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সমন্বিত দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখকে উপশম করবার উপায় অথবা দুঃখ মুক্তির পথ) আৰ্য্যসত্য বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে (দুঃখকে উপশম করবার উপায় আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আৰ্য্যসত্য সম্বন্ধে) আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সমন্বিত দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা বা উপায় আৰ্য্যসত্য ভাবনার যোগ্য (ভাবনা করা কর্তব্য) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সমন্বিত দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা বা উপায় আৰ্য্যসত্য ভাবনাকৃত (ভাবনা করা হয়েছে) বলে পূর্বে কেহ কখনও শোনে নাই। এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব ধর্মসম্বন্ধে আমার যথাভূত জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে।

১২। যাবকীবঞ্চ মে ভিক্ষবে, ইমেসু চতুসু অরিয়সচ্ছেসু এবং তিপরিবট্টং দ্বাদসাকারং-যথাভূতং ঞ্জাণদস্সনং ণ সুবিসুদ্ধং অহোসি, নেব তাবাহং ভিক্ষবে, সদেবকে লোকে, সমারকে, সব্বন্ধকে সস্সমণ-ব্রাহ্মণিয়া পজ্জায সদেবমনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভি-সম্বুদ্ধোতি পচ্চঞ্ঞাসিংহ।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! যতদিন বা যতক্ষণ পর্যন্ত এই চতুর্বিধ আৰ্য্যসত্যের ত্রিগুণ দ্বাদশ (৩×১২=৩৬) পর্যায়ে অর্থাৎ

ত্রি-পরিবর্তন দ্বাদশ আকার (ত্রিগুণ দ্বাদশ পর্যায়)

চারি আৰ্যসত্য জ্ঞান (সত্য বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান)	কৃত্যজ্ঞান (সম্পাদন করার কর্তব্য জ্ঞান)	কৃতজ্ঞান (সম্পাদিত জ্ঞান)
১ক। দুঃখ আৰ্যসত্য	১খ। পরিজ্ঞেয় (জানা কর্তব্য)	১গ। পরিজ্ঞাত (জেনেছে বা জানা হয়েছে)
২ক। দুঃখ সমুদয় আৰ্যসত্য (দুঃখের কারণ আৰ্যসত্য)	২খ। প্রহীতব্য (ত্যাগ করা কর্তব্য)	২গ। প্রহীন বা পরিত্যক্ত (ত্যাগ করা হয়েছে)
৩ক। দুঃখ নিরোধ আৰ্যসত্য (দুঃখের নির্বাণ বা উপশম আৰ্যসত্য)	৩খ। প্রত্যক্ষিতব্য (স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা দর্শন করা কর্তব্য)	৩গ। প্রত্যক্ষকৃত (স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা দর্শন করা হয়েছে)
৪ক। দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আৰ্য সত্য (দুঃখকে উপশম করবার উপায় আৰ্যসত্য)	৪খ। ভাবিতব্য (ভাবনা করা কর্তব্য)	৪গ। ভাবিত (ভাবনা করা হয়েছে)

আমার যথাভূত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন সুবিশুদ্ধ হয় নাই, হে ভিক্ষুগণ! ততদিন বা ততক্ষণ অবধি আমি দেব, মার, ব্রহ্মলোক সহ এই সত্ত্বলোকে এমন কি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জনতার মধ্যে এবং দেবমানব সমাজে ঘোষণা করি নাই যে ‘আমি সম্যক সম্বোধি জ্ঞান পরিজ্ঞাত হয়েছি বা লাভ করেছি’।

১৩। যতো চ ধো মে ভিক্ষবে ইমেসু চত্বসু অরিয়সচ্ছেসু এবং তিপরিবট্টং দ্বাদসাংকারং যথাভূতং ঞ্জানদস্সনং সুবিসুদ্ধং অহোসি, অথাহং ভিক্ষবে সদেবকে লোকে, সমারকে, সত্ত্বাককে, সস্সমণ-ব্রাহ্মণিয়া পজ্জায সদেবমনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভি-সমুদ্বোতি পচ্চঞ্ঞাংসিং।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! যখন থেকে আমার এই চতুর্বিধ আৰ্যসত্যের ত্রিগুণ দ্বাদশ পর্যায়ে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শন সুবিশুদ্ধ হয়েছে, হে ভিক্ষুগণ! তখন থেকে আমি দেব, মার, ব্রহ্মলোক সহ এই সত্ত্বলোকে, এমন কি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জনতার মধ্যে এবং দেব মানব সমাজে ঘোষণা করেছি যে ‘আমি শ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি জ্ঞান পরিজ্ঞাত হয়েছি বা লাভ করেছি’।

১৪। ঞ্জানঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি। অকুপ্পা মে বিমুত্তি, অযমত্তিমা জ্জাতি নঞ্চিদানি পুনব্ভবোতি। ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনা পঞ্চবল্লিয়া ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুত্তি।

অনুবাদ : চতুর্বিধ আর্ষসত্য সম্বন্ধে আমার এবম্বিধ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়েছে, আমার চিন্তাবিমুক্তি (চিন্তের অবিদ্যা বা মনের অজ্ঞানতাহীনতায় আর আসক্তিহীনতায় মুক্তভাব বা স্বাধীনতা) অকুপা বা নিশ্চিত হয়েছে, ইহা আমার অন্তিম বা শেষ জন্ম, ইহার পর আর আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে না।”

ভগবান এরূপ বললে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু মনের আনন্দের সহিত বা সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করেন।

১৫। ইমস্মিঞ্চ পন বেয়্যাকরণস্মিং উৎপাদমানো আশম্মতো কোণ্ডঞ্জসু বিরজ্জং, বীতমলং ধম্মচক্কুং উদপাদি, ‘যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সস্বতং নিরোধধম্মন্তি’।

অনুবাদ : এরূপে ধর্মবিষয় বুঝিয়ে বলা শেষ হলে অর্থাৎ ধর্মচক্র প্রবর্তন বা প্রচার করা হলে [এখানে “বেয়্যাকরণ” অর্থে প্রতিসম্ভিদামার্গ অর্থ কথায় বলা হয়েছে “গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ”।] আয়ুস্মান কোণ্ডাণ্যের কামরাগাদি রজঃহীন বিমল ধর্মচক্ষু অর্থাৎ স্রোতাপত্তিমার্গজ্ঞান এবং পরমুহূর্তে স্রোতাপত্তিফল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। তদ্ব্যতীত “যে সব ধর্মের (স্বভাবের বা সংস্কারের) কারণজনিত উৎপত্তি রয়েছে সেই সব ধর্মের নিরোধ বা বিনাশ অবশ্যাস্তাবী অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি রয়েছে উহার বিনাশ নিশ্চিত” বলে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয় বা তিনি বুঝতে পারলেন।

১৬। পবত্তিতে চ পন ভগবতা ধম্মচক্কে ভূম্মা দেবা সদ্ধ-মনুস্সাবেসুং- ‘এতং ভগবতা বারাগসিযং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’।

অনুবাদ : ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র [ধর্মচক্র অর্থে প্রতিবেদজ্ঞান (অনুভূত বা উপলব্ধ জ্ঞান) এবং দেশনাজ্ঞান (ধর্মোপদেশ দান করার জ্ঞান)]। বোধিপালঙ্কে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানের উপলব্ধ চারি আর্ষসত্যে দ্বাদশ আকার বা পর্যায় জ্ঞানই প্রতিবেদজ্ঞান এবং ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবানের দ্বাদশ আকারে চারি আর্ষসত্য দেশনার (ধর্মোপদেশের) প্রবর্তক বা ঘোষকরূপে ধর্মদেশনা বা ধর্মপ্রচার করার জ্ঞানই দেশনাজ্ঞান— এই উভয়বিধ জ্ঞানের নাম ধর্মচক্র। (প্রতিসম্ভিদামার্গ অর্থকথা)। প্রবর্তন (প্রচার বা ঘোষণা) করলে তদস্থানীয় ভূমিতে সম্মিলিত ভূমিবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে (সাধু সাধু বলে আনন্দের সহিত) ঘোষণা করলেন— “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ (এখানে শ্রমণ অর্থে বুদ্ধপূর্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়) কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

১৭। ভূম্মানং দেবানং সদ্ধং সুত্থা চার্তুম্মহারাজিকা দেবা সদ্ধম্নুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : ভূমিস্থ সেই সম্মিলিত দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে চতুর্মহারাজিক দেবলোকবাসী দেবগণ [পূর্বদিকস্থ দেবরাজ্য শাসক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণদিকস্থ দেবরাজ্যশাসক মহারাজ বিরুঢ়ক, পশ্চিমদিকস্থ দেবরাজ্যশাসক মহারাজ বিরুপাক্ষ এবং উত্তরদিকস্থ দেবরাজ্যশাসক মহারাজ কুবের আর তাঁদের শাসিত দেবরাজ্যের দেবগণ। (অর্থকথা টীকা)] উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

১৮। চাভুম্মহারাজিকানং দেবানং সদ্ধং সুত্থা তাবতিংসা দেবা সদ্ধম্নুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : চতুর্মহারাজিক দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণায় শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ ত্রয়োজ্জিংশ (দেবরাজ ইন্দ্র শাসিত দেবরাজ্যের) দেবলোকবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

১৯। তাবতিংসানং দেবানং সদ্ধং সুত্থা যামা দেবা সদ্ধম্নুস্সাবেসু, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : ত্রয়োজ্জিংশ দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ যাম দেবলোকবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২০। যামানং দেবানং সদ্ধং সুত্বা তুসিতা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবস্সিতং, অঙ্গতিবস্টিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : যাম দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ তুষিত দেবলোকবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২১। তুসিতানং দেবানং সদ্ধং সুত্বা নিম্মাণরতী দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবস্সিতং, অঙ্গতিবস্টিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : তুষিত দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ নির্মাণরতি দেবলোকবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২২। নিম্মাণরতীনং দেবানং সদ্ধং সুত্বা পরনিম্মিতবসবস্টিনো দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবস্সিতং, অঙ্গতিবস্টিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : নির্মাণরতি দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ পরনির্মিত বশবতী দেবলোকবাসী দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৩। পরনিম্মিতবসবস্টিনং দেবানং সদ্ধং সুত্বা ব্রহ্মপারিসজ্জা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং

ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্নতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’ ।

অনুবাদ : পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকবাসী দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ ব্রহ্মপারিসজ্জা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাকায়িক দেবগণ রূপারূপ ২০ প্রকার ব্রহ্মলোকের অধিবাসী সত্ত্ব বা ব্রহ্মাগণকে ব্রহ্মকায়িক দেবতা বলা হয়, সেজন্য এই ধর্মচক্রে ব্রহ্মাগণকেও দেবতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে অদৃশ্যমান ৪ প্রকার অরূপব্রহ্মলোক বাদ শুধু ১৬ প্রকার দৃশ্যমান রূপব্রহ্মলোকের কথাই বলা হয়েছে। উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৪। ব্রহ্মপারিসজ্জানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা ব্রহ্মপুরোহিতা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, ‘এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্নতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’ ।

অনুবাদ : ব্রহ্মপারিসজ্জা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমাপর্যায়স্থ ব্রহ্মপুরোহিতা হিতা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৫। ব্রহ্মপুরোহিতানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা মহাব্রহ্মা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, ‘এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্নতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’ ।

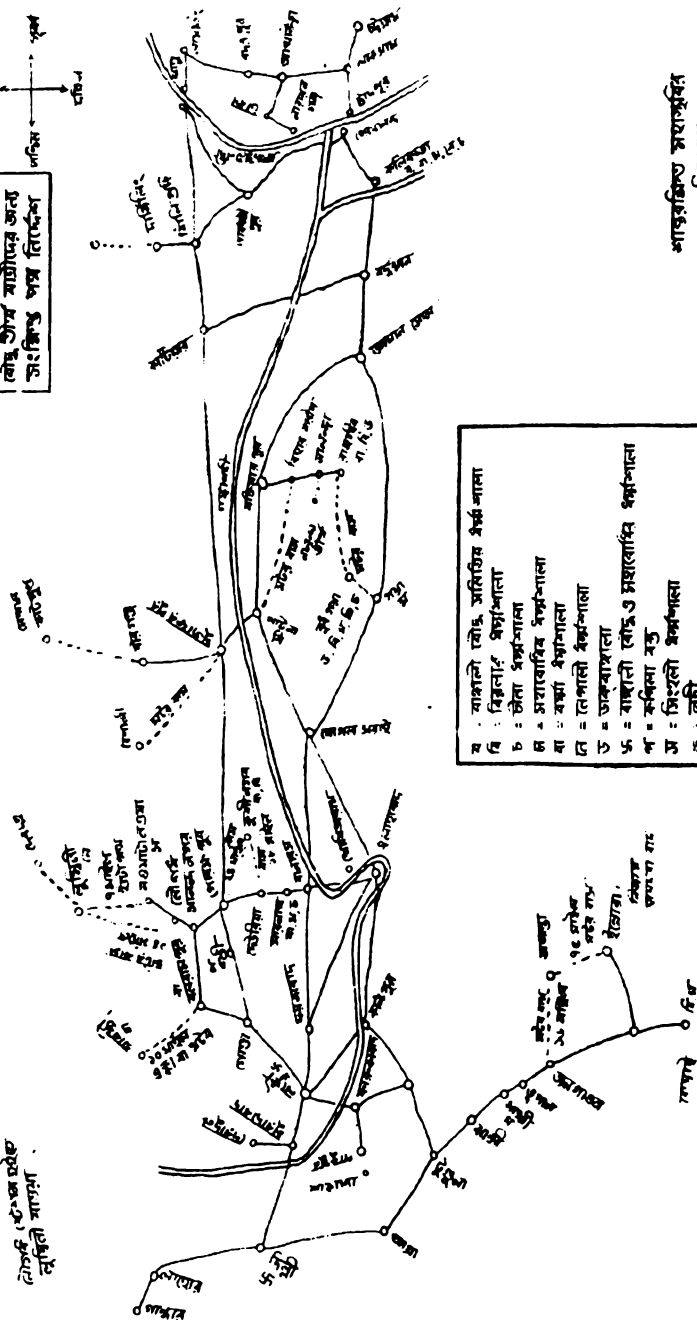
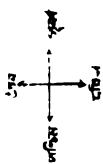
অনুবাদ : ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমাপর্যায়স্থ মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

भाष्यद्वयिण्यु मथालम्बिद

अलिकगण

2171258 52

लोभोऽपि याज्ञीपय उक्त
जः शिष्य भवति तदर्थम्



ચ . વાશ્વલો પોદ્, પ્રસિદ્ધિ શ્રદ્ધ ખાલા

वि : विमलानंदं वरप्रभाला

८ : जता प्रमत्तासा

८३ : अष्टावोदिव नभ्यज्जाला
८४ : यक्ष्मी विभ्याजाला

ଅ = ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଣା

ડ = ડાક્યાશાલા

५ = याशाली एव

न = कथिता यत्

प्र. २५५।

... 'प्राणिभ्यः आ शब्दे

1

২৬। মহাব্রহ্মানং দেবানং সদ্ধং সুত্বা পরিত্রাভা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ পরিত্রাভা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ একরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৭। পরিত্রাভানং দেবানং সদ্ধং সুত্বা অগ্গমাণাভা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : পরিত্রাভা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমপর্যায়স্থ অপ্রমাণাভা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ একরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৮। অগ্গমাণাভানং দেবানং সদ্ধং সুত্বা আভস্সরা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং, 'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : অপ্রমাণাভা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমপর্যায়স্থ আভাস্বরী ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ একরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

২৯। আভস্সরানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা পরিসুত্তা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসু,
'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : আভাস্বর্য ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ
শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ পরিত্রগুত্তা (এখানে পরিত্র অর্থে অল্প, সামান্য)
ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে
ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ
ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব
কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব
হয় নাই।”

৩০। পরিসুত্তানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা অল্পমাণসুত্তা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং,
'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : পরিত্রগুত্তা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ
শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমপর্যায়স্থ অপ্রমাণ গুত্ত (এখানে অপ্রমাণ
অর্থে অসীম) ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে
প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ
এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ
কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন
করা সম্ভব হয় নাই।”

৩১। অল্পমাণসুত্তানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা সুভকিণ্হকা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং,
'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : অপ্রমাণগুত্তা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ
শ্রবণ করে স্তর বা অবস্থাভেদে তৎসমপর্যায়স্থ সুভকিণ্হকা (গুত্তাকীর্ণকা)
ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে
ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ
ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা
মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩২। সুভকিণ্হকানং দেবানং সদ্ধং সুত্ভা বেহপ্ফলা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং-
'এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : সুভকিণ্হকা (ভুভাকীর্ণকা) ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের
সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ বেহপ্ফলা (বৃহৎফল) ব্রহ্মলোকবাসী
ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা
করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র
প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার
কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩৩। [স্তর বা অবস্থাভেদে সুভকিণ্হকা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের
সমপর্যায়ের অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সংজ্ঞারহিত বা
সংজ্ঞাহীন অবস্থা বিধায় তাঁহারা সেই ঘোষণা শ্রবণ করতে পারেন নাই, তদ্ব্যতীত
অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণা শ্রবণে প্রতিধ্বনিত
ঘোষণা করার কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু তদূর্ধ্বস্থ বেহপ্ফলা
(বৃহৎফল) ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ সেই ঘোষণার শব্দ শোনালেন।]

৩৪। বেহপ্ফলানং দেবানং সদ্ধং সুত্ভা অতপ্পা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং- 'এতং
ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : [৩২ নম্বরও দ্রষ্টব্য।] বেহপ্ফল (বৃহৎফল) ব্রহ্মলোকবাসী
ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ অবিহা
ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে
ঘোষণা করলেন- “বারাগসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ
ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব
কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব
হয় নাই।”

৩৫। অবিহানং দেবানং সদ্ধং সুত্ভা অতপ্পা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং- 'এতং
ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং,
অপ্লত্তিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি
বা লোকস্মিত্তি'।

অনুবাদ : অবিহা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ আতপ্পা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩৬। অতপ্পানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা সুদস্সা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং- ‘এতং ভগবতা বারানসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’।

অনুবাদ : আতপ্পা ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ সুদর্শী ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩৭। সুদস্সানং দেবানং সদ্ধং সুত্তা সুদস্সী দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং- ‘এতং ভগবতা বারানসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’।

অনুবাদ : সুদর্শী ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সেই ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদূর্ধ্বস্থ সুদর্শী ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চ শব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩৮। সুদস্সীনং দেবানং সদ্ধং সুত্তা অকনিট্ঠকা দেবা সদ্ধমনুস্সাবেসুং- ‘এতং ভগবতা বারানসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্গতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিত্তি’।

অনুবাদ : সুদর্শী ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সে ঘোষণার শব্দ শ্রবণ করে তদুর্ধ্বস্থ অকনিট্ঠকা (অকনিষ্ঠ) ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ উচ্চশব্দে সাধুবাদ সহকারে প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন— “বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন যাহা অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কিংবা দেব কিংবা মার কিংবা ব্রহ্মা কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা জগতে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।”

৩৯। ইতিহ তেন ঋণেন তেন লযেন তেন মুহুন্তেন যাব ব্রহ্মলোকা সন্দো অব্ভুগ্গাঙ্কি, অযঞ্চ দসসহস্সী লোকধাতু সঙ্কম্পি, সম্পকম্পি সম্পবেধি। অগ্নমাণো চ উলারো ওভাসো লোকে পাতুরহোসি অতিকম্ম দেবানং দেবানুভাবন্তি। অথ খো ভগবা ইমং উদানং উদানেসি, “অঞ্ঞাঙ্গি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞা, অঞ্ঞাঙ্গি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞা”তি।”- ইতিহিদং আয়স্মতো কোণ্ডঞ্ঞস্স অঞ্ঞা কোণ্ডঞ্ঞা-ত্বেব নামং অহোসী”তি।

অনুবাদ : এই প্রকারে ধর্মদেশনায় (ধর্মোপদেশ দানে) সাধুবাদ সহকারে ধর্মচক্র প্রবর্তন ঘোষণার সেই প্রতিধ্বনির উচ্চ শব্দ সেই ক্ষণে সেই মুহূর্তে উর্ধ্বগামী হয়ে ভবাগ্র অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। উহাতে এই দশ সহস্র চক্রবালবিশিষ্ট লোকধাতু কম্পিত হয়েছিল, সম্প্রকম্পিত বা মুহূর্মুহু কম্পিত হয়েছিল, আনন্দে আন্দোলিত হয়েছিল এবং সহস্র সহস্র চক্রবালের দেবগণের দেবপ্রভাব অতিক্রম করে (দেশনাজ্ঞান প্রভাব ও দেবগণের দেবপ্রভাব মিলে) বিপুল আলোকের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। অতঃপর ভগবান এই উদান বা আনন্দোচ্ছ্বাস বাণী ঘোষণা করেছিলেন—

“বিরজঃ বিমল চক্ষু লভি অভিনব—

বেশ বেশ কোণ্ড্য! উদিল জ্ঞান তব।

মেঘমুক্ত চন্দ্র যথা হয় উদ্ভাসিত—

আজি হতে ‘অন্য কোণ্ড্য’ হয়েছে খ্যাত।”

অর্থাৎ ওহে! কোণ্ড্য নিশ্চিত জেনেছে, কোণ্ড্য যথার্থ বুঝেছে। সেই হতে আয়ুস্মান কোণ্ড্যের নাম হয়েছিল ‘অন্য কোণ্ড্য’ অর্থাৎ অভিজ্ঞাত বা ধর্মজ্ঞাত কোণ্ড্য।

‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র বা চারি আর্যসত্য বর্ণনা’ সমাপ্ত।

এই পুণ্য আমার অনুশয় ইত্যাদি সহ তৃষ্ণাক্ষয়ে পর্যবসিত হউক।

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বারাণসীর অদূরবর্তী ঋষিপতন মৃগদায়ে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন অর্থাৎ চারি আর্যসত্য বিষয় সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। উহা তাঁহার প্রধান প্রথম বাণী বা ধর্ম প্রচার। এই ধর্মতত্ত্ব প্রচারে বা ভাষণে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের মধ্যে আয়ুত্মান কোণ্ড্য সর্বপ্রথম চারি আর্যসত্য ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন অর্থাৎ ধর্ম শ্রবণে উহা উপলব্ধি করে বুঝতে পেরে তাঁহার চারিত্রিক কায়িক বাচনিক ও মানসিক গতি পরিবর্তিত পরিশুদ্ধ হয়ে তিনি ধর্মের নীতিস্রোতে পতিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের সেই ভাষণে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের মধ্যে একমাত্র কোণ্ড্য ব্যতীত অপর চারিজন অর্থাৎ ভদ্রীয়, বশ্প, মহানাম ও অশ্বজিত ধর্মতত্ত্ব শ্রবণে উপলব্ধি করতে পারেন নি বুঝতে পারেন নি। অতঃপর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বা পঞ্চম দিবসে সেই ঋষিপতন মৃগদায়ে ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনর্বীর যেই ধর্মতত্ত্ব ভাষণ করেছিলেন উহাই ‘অনাত্ম লক্ষণ’ নামে অভিহিত। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বারে দ্বিতীয় প্রধান বাণী (ধর্মোপদেশ বা ধর্মপ্রচার)। এই অনাত্ম লক্ষণ সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্ব ভাষণ করা হলে উহা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের সকলেই একসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম (ত্রিলক্ষণের নীতিধারা) জ্ঞাত পরিজ্ঞাত হয়ে উপলব্ধি করে ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী মার্গফল জ্ঞান লাভ করে অর্হত্ব মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্হত্বজ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তখন তাঁহারা অর্হৎ ভিক্ষু নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁহারাই ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রথম অর্হত্বজ্ঞানলাভী অর্হত শিষ্য।

বুদ্ধের দ্বিতীয় বাণী

অনাত্ম সম্বলিত ত্রিলক্ষণ বর্ণনা

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ম

নিদানং

- ১। ধম্মচক্রং পবত্তেত্ত্বা আসটিযং হি পুন্নমে,
নগরে বারাগসিযং ইসিপতন ব্হয়ে বনে।
- ২। পাপেত্ত্বাছি-ফলং নেসং অনুক্কমেন দেসযি,
যং তং পক্কখস্স পঞ্চমথং বিমুত্তমং ভণাম হে।

অনুবাদ : [শ্রোতাগণকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে— ওহে শ্রোতাগণ!] বারাগসী নগরের সমীপবর্তী সেই ঋষিপতন (সম্বুদ্ধগণের ধর্মচক্র প্রবর্তনে উপবেশন স্থান) মৃগদায়ে (মৃগউদ্যানের অর্থাৎ পুরাণাকালে রাজাগণ যেই বনে মৃগগুলিকে মৃগশিকারী হতে অভয় প্রদান করতেন সেই অভয় প্রদত্ত মৃগপূর্ণ বনে) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করবার পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রেষ্ঠ বিমুক্তি (নির্বাণ ধর্ম) লাভ করাবার জন্য পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট যেই ধর্মতত্ত্ব অনুক্রমে ভাষণ করেছিলেন এবং যাহা শ্রবণ করে তাঁহারা সকলেই একসঙ্গে অর্হতফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন আমরা এখন ‘অনাত্ম লক্ষণ’ নামক বুদ্ধের সেই বাণী পাঠ করতেছি—

সূত্রারম্ভ

- ১। এবং মে সুতং— একং সময়ং ভগবা বারাগসিযং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে। তত্র খো ভগবা পঞ্চবল্লিয়ে ভিক্ষু আমত্তেসি, ভিক্ষুবোত্তি। ভদ্ধত্তেত্তি তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চসুসোসুং। ভগবা এতদবোচ,

অনুবাদ : [রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারদেশে সেই প্রথম সঙ্গীতির (বৌদ্ধ ধর্মসভার) অধিবেশনকালে আয়ুত্মান আনন্দ স্থবির মহাকশ্যপ মহাশ্রবির প্রমুখ পঞ্চশত অর্হত ভিক্ষুর সম্মিলিত সঙ্ঘকে সম্বোধন করে বলেছিলেন— “প্রভুগণ!] আমি এরূপ শোনেছি—

এক সময় ভগবান বারাগসীর সমীপবর্তী যেখানে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সম্যক সম্বুদ্ধগণ ধর্মচক্র প্রবর্তনার্থ পতন (উপবেশন) করেন সেই ঋষিপতনে মৃগশিকারী হতে মৃগগুলিকে অভয়প্রদত্ত মৃগপূর্ণ স্থানে বিহার (অবস্থান)

করতেছিলেন। সেই সময় তথায় ভগবান বুদ্ধ লোকানুকম্পাবশতঃ (ত্রিলোকের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে) তাঁহার দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় ধর্মোপদেশ ‘অনাত্ম লক্ষণ’ সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্ব ভাষণ করবার মানসে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকে আহ্বান করে বলেছিলেন— “হে ভিক্ষুগণ!”

“পরমারাধ্য প্রভু!” বলে ভিক্ষুগণ সম্মতি সূচক উত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ ধর্মতত্ত্ব ঘোষণা করলেন—

২। ‘রূপং’ ভিক্ষবে। অনস্তা। রূপং হিদং ভিক্ষবে। অস্তা অভবিস্স।
নযিদং রূপং আবাব্বায সংবসেয্য লব্ভেয্য চ রূপে— “এবং মে রূপং হোতু, এবং মে রূপং মা অহোসীতি, যস্মা চ খো ভিক্ষবে। রূপং অনস্তা তস্মা রূপং আবাব্বায সংবসতি, ন চ লব্ভতি রূপে— “এবং মে রূপং হোতু, এবং মে রূপং মা অহোসীতি।”

অনুবাদ : “হে ভিক্ষুগণ! রূপ বা ভৌতিক দেহ অনাত্ম বা আত্মা নহে। (অর্থাৎ এই দৃশ্যমান রূপ বা দেহ আত্মা নহে, ইহাতে আত্মা বলে বলবারও কিছুই নেই। যাহাকে আমরা আত্মা বলে স্বীকার করে থাকি তাহা আমার আমিত্বের অহঙ্কার মাত্র। ইহার অপর নাম মান বা আত্ম অহঙ্কার।) হে ভিক্ষুগণ! এই রূপ বা দেহ আত্মা নহে বা আত্মারূপে ছিল না। আমরা যে দেহ ধারণ করি উহাকে ‘আমার দেহ এরূপ হউক, আমার দেহ এরূপ ছিল না’ বললেও এই দেহ তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্রস্ত হয়ে বা বিপরীত ভাব ধারণ করে পরিচালিত হয় না। যে কারণে এই দেহ অনাত্মা বা আত্মা নহে। হে ভিক্ষুগণ! সে কারণে এই দেহ বিকারগ্রস্ত না হয়ে বা বিপরীত ভাব ধারণ না করে ইচ্ছার প্রতিকূলে পরিচালিত হয়ে থাকে, ‘আমার দেহ এরূপ হউক, আমার দেহ এরূপ ছিল না’ বললেও দেহে তাহা হয় না।”

৩। ‘বেদনা’ অনস্তা। বেদনা চ হিদং ভিক্ষবে। অস্তা অভবিস্স। নযিদং বেদনা আবাব্বায সংবসেয্য, লব্ভেয্য চ বেদনায— এবং মে বেদনা হোতু, এবং মে বেদনা মা অহোসীতি। যস্মা চ খো ভিক্ষবে, বেদনা অনস্তা, তস্মা বেদনা আবাব্বায সংবসতি, ন চ লব্ভতি বেদনায— এবং মে বেদনা হোতু, এবং মে বেদনা মা অহোসীতি।

অনুবাদ : “হে ভিক্ষুগণ! বেদনা (অনুভূত অনুভূতি) অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ! এই বেদনা আত্মা নহে বা আত্মারূপে ছিল না। আমাদের যে বেদনা অনুভূত হয় উহাকে ‘আমার বেদনা এরূপ হউক, আমার বেদনা এরূপ ছিল না’ বললেও এই বেদনা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্রস্ত হয়ে বা বিপরীতভাব ধারণ করে পরিচালিত হয় না। যে কারণে বেদনা অনাত্মা। হে

ভিক্ষুগণ! সে কারণে বেদনা বিকারগ্ৰস্ত হয়ে ইচ্ছার প্রতিকূলে পরিচালিত হতে থাকে, ‘আমার বেদনা এরূপ হউক, আমার বেদনা এরূপ ছিল না, বললেও বেদনায় তাহা হয় না।’

৪। ‘সঞ্ঞা’ অনস্তা। সঞ্ঞা চ হিদং ভিক্ষবে, অস্তা অভবিস্স, নযিদং সঞ্ঞা আবাবায সংবসেয্য লব্ভেখ চ সঞ্ঞায়— ‘এবং মে সঞ্ঞা হোতু, এবং মে সঞ্ঞা মা অহোসী’তি। যস্মা চ খো ভিক্ষবে, সঞ্ঞা অনস্তা, তস্মা সঞ্ঞা আবাবায সংবসতি, ন চ লব্ভতি সঞ্ঞায় এবং মে সঞ্ঞা হোতু, এবং মে সঞ্ঞা মা অহোসী’তি।

অনুবাদ : “হে ভিক্ষুগণ! সংজ্ঞা (অনুভূত অনুভূতিকে জানা) অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ! এই সংজ্ঞা আত্মা নহে বা আত্মরূপে ছিল না। আমাদের যে সংজ্ঞায় জানা হয় উহাকে ‘আমার সংজ্ঞা এরূপ হউক, আমার সংজ্ঞা এরূপ ছিল না’ বললেও এই সংজ্ঞা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্ৰস্ত হয়ে বা বিপরীতভাব ধারণ করে পরিচালিত হয় না। যে কারণে সংজ্ঞা অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ! সে কারণে সংজ্ঞা বিকারগ্ৰস্ত হয়ে ইচ্ছার প্রতিকূলে পরিচালিত হতে থাকে, ‘আমার সংজ্ঞা এরূপ হউক, আমার সংজ্ঞা এরূপ ছিল না’ বললেও সংজ্ঞায় তাহা হয় না।”

৫। ‘সঙ্খারা’ অনস্তা। সঙ্খারা চ হিদং ভিক্ষবে। অস্তা অভবিস্সংসু, নযিদং সঙ্খারা আবাবায সংবসেয্য, লব্ভেখ চ সঙ্খারেসু— এবং সঙ্খারা হোতু, এবং মে সঙ্খারা মা অহেসুং’তি। যস্মা চ খো ভিক্ষবে, সঙ্খারা অনস্তা, তস্মা সঙ্খারা আবাবায সংবসতি, ন চ লব্ভতি সঙ্খারেসু— এবং মে সঙ্খারা হোতু, এবং মে সঙ্খারা মা অহেসুং’তি ॥

অনুবাদ : “সংস্কার সমূহ (অনুভূত অনুভূতিকে ঠিকরূপে জানার প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রেরণা অথবা চিন্তের চেতনাপ্রবাহ সমূহ) অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ! এই সংস্কার সমূহ আত্মা নহে বা আত্মরূপে ছিল না। আমাদের যে সংস্কার সমূহতে অনুভূত অনুভূতিকে ঠিকরূপে জানা হয় উহাকে ‘আমার সংস্কার সমূহ এরূপ হউক, আমার সংস্কার সমূহ এরূপ ছিল না’ বললেও এই সংস্কার সমূহ তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্ৰস্ত হয়ে পরিচালিত হয় না। যে কারণে সংস্কার সমূহ অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ! সে কারণে সংস্কার সমূহ বিকারগ্ৰস্ত হয়ে ইচ্ছার প্রতিকূলে পরিচালিত হতে থাকে, ‘আমার সংস্কার সমূহ এরূপ হউক, আমার সংস্কার সমূহ এরূপ ছিল না’ বললেও সংস্কার সমূহে তাহা হয় না।

৬। ‘বিঞ্ঞাণং’ অনস্তা। বিঞ্ঞাণং হিদং ভিক্ষবে, অস্তা অভবিস্স। নযিদং বিঞ্ঞাণং আবাবায সংবসেয্য লব্ভেখ চ বিঞ্ঞাণে এবং মে বিঞ্ঞাণং

হোতু, এবং মে বিঞ্ঞাণং মা অহোসী'তি । যস্মা চ খো ভিক্ষবে, বিঞ্ঞাণং অনস্সা, তস্মা বিঞ্ঞাণং আবাসায় সংবসতি, ন চ লব্ধতি বিঞ্ঞাণে এবং মে বিঞ্ঞাণং হোতু, এবং মে বিঞ্ঞাণং মা অহোসী'তি ।

অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞান (উৎপন্ন চিত্ত বা মন) অনাত্মা । হে ভিক্ষুগণ! এই বিজ্ঞান আত্মা নহে বা আত্মারূপে ছিল না । আমাদের যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় উহাকে 'আমার বিজ্ঞান এরূপ হউক, আমার বিজ্ঞান এরূপ ছিল না' বললেও এই বিজ্ঞান তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে বিকারগ্রস্ত হয়ে পরিচালিত হয় না । যে কারণে বিজ্ঞান অনাত্মা । হে ভিক্ষুগণ! সে কারণে বিজ্ঞান বিকারগ্রস্ত হয়ে ইচ্ছার প্রতিকূলে পরিচালিত হতে থাকে, 'আমার বিজ্ঞান এরূপ হউক, আমার বিজ্ঞান এরূপ ছিল না' বললেও বিজ্ঞানে তাহা হয় না ।”

ত্রিলক্ষণ জ্ঞান

৭ । তং কিং মঞ্ঞাথ ভিক্ষবে, 'রূপং' নিচ্চং বা অনিচ্চং বা'তি? অনিচ্চং, ভস্से ।
যং পন অনিচ্চং- দুক্খং বা তং সুখং বা'তি? - দুক্খং ভস্से ।

যং পন অনিচ্চং দুক্খং বিপরীণাম ধম্মং, কস্মং নু তং সমনুপস্সিতুং, এতং মম, এসো হমস্মি, এসো মে অস্তা'তি? - নো হেতং ভস্से ।

অনুবাদ : “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এখানে কিরূপ মনে কর- 'রূপ বা দেহ কি নিত্য (স্থায়ী অপরিবর্তনশীল) অথবা কি অনিত্য (অস্থায়ী পরিবর্তনশীল)'?”

“প্রভু! অনিত্য (অস্থায়ী পরিবর্তনশীল) ।”

“যাহা কিছু অনিত্য তাহা কি দুঃখময় দুঃখ অথবা তাহা কি সুখময় সুখ?”

“প্রভু! দুঃখময় দুঃখ ।”

“অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময় দুঃখ এবং পরিবর্তনে বিরূপ বা বিপরীতভাব ধারণ করে বলে বিপরীণাম বা বিপরীত স্বভাবের উহাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' এরূপে দর্শন করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?”

“না প্রভু! তাহা হতে পারে না ।”

'বেদনা' নিচ্চা বা অনিচ্চা বা'তি? - অনিচ্চা ভস্से ।

যং পন অনিচ্চং- দুক্খং বা তং সুখং বা'তি? - দুক্খং ভস্से ।

যং পন অনিচ্চং দুক্খং বিপরীণাম ধম্মং, কস্মং নু তং সমনুপস্সিতুং, এতং মম, এসো হমস্মি, এসো মে অস্তা'তি? - নো হেতং ভস্से ।

অনুবাদ : “বেদনা (অনুভূত অনুভূতি) কি নিত্য অথবা কি অনিত্য?”

“প্রভু! অনিত্য।”

“যাহা কিছু অনিত্য তাহা কি দুঃখময় দুঃখ অথবা তাহা কি সুখময় সুখ?”

“প্রভু! দুঃখময় দুঃখ।”

“অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময় দুঃখ এবং পরিবর্তনে বিরূপ ধারণ করে বলে বিপরিশাম বা বিপরীত স্বভাবের উহাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা’ এরূপে দর্শন করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?”

“না প্রভু! তাহা হতে পারে না।”

‘সংস্কার’ নিচ্ছা বা অনিচ্ছা বা‘তি? – অনিচ্ছা ভঞ্জে।

যং পন অনিচ্ছং দুক্খং বা তং সুখং বা‘তি? – দুক্খং ভঞ্জে।

যং পন অনিচ্ছং দুক্খং বিপরিশাম ধম্মং, কল্পং নু তং সমনুপস্সিতুং, এতং মম, এসো হমস্মি, এসো মে অত্তা‘তি? – নো হেতং ভঞ্জে।

অনুবাদ : “সংজ্ঞা (অনুভূত অনুভূতিকে জানা) কি নিত্য অথবা কি অনিত্য?”

“প্রভু! অনিত্য।”

“যাহা কিছু অনিত্য তাহা কি দুঃখময় দুঃখ অথবা তাহা কি সুখময় সুখ?”

“প্রভু! দুঃখময় দুঃখ।”

“অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময় দুঃখ এবং পরিবর্তনে বিরূপ ধারণ করে বলে বিপরিশাম বা বিপরীত স্বভাবের উহাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা’ এরূপে দর্শন করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?”

“না প্রভু! তাহা হতে পারে না।”

‘সংস্কার’ নিচ্ছা বা অনিচ্ছা বা‘তি? – অনিচ্ছা ভঞ্জে।

যং পন অনিচ্ছং– দুক্খং বা তং সুখং বা‘তি? – দুক্খং ভঞ্জে।

যং পন অনিচ্ছং দুক্খং বিপরিশাম ধম্মং, কল্পং নু তং সমনুপস্সিতুং, এতং মম, এসো হমস্মি, এসো মে অত্তা‘তি? – নো হেতং ভঞ্জে।

অনুবাদ : “সংস্কার সমূহ (অনুভূত অনুভূতিকে জানবার কর্মপ্রেরণা অথবা চিত্ত চেতনার প্রবাহসমূহ) কি নিত্য অথবা কি অনিত্য?”

“প্রভু! অনিত্য।”

“যাহা কিছু অনিত্য তাহা কি দুঃখময় দুঃখ অথবা তাহা কি সুখময় সুখ?”

“প্রভু! দুঃখময় দুঃখ।”

“অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময় দুঃখ এবং পরিবর্তনে বিরূপ ধারণ করে বলে বিপরিণাম বা বিপরীত স্বভাবের উহাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা’ এরূপে দর্শন করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?”

“না প্রভু! তাহা হতে পারে না।”

‘বিঞ্ঞাণং’ নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি? – অনিচ্চং ভস্কে ।

যং পন অনিচ্চং— দুক্খং বা তং সুখং বা’তি? – দুক্খং ভস্কে ।

যং পন অনিচ্চং দুক্খং বিপরিণাম ধম্মং, কন্মং নু তং সমনুপস্সিতুং, এতং মম, এসো হমস্মি, এসো মে অস্তা’তি? – নো হেতং ভস্কে ।

অনুবাদ : “বিজ্ঞান (উৎপন্ন চিত্ত বা মন অথবা চিত্তপ্রবাহ) কি নিত্য অথবা কি অনিত্য?”

“প্রভু! অনিত্য।”

“যাহা কিছু অনিত্য তাহা কি দুঃখময় দুঃখ অথবা তাহা কি সুখময় সুখ?”

“প্রভু! দুঃখময় দুঃখ।”

“অপিচ যাহা অনিত্য, দুঃখময় দুঃখ এবং পরিবর্তনে বিরূপ ধারণ করে বলে বিপরিণাম বা বিপরীত স্বভাবের উহাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা’ এরূপে দর্শন করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?”

“না প্রভু! তাহা হতে পারে না।”

তৃষ্ণা, দৃষ্টি (অসত্যদৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি) এবং মান বর্জন

৮। তস্মাতিহ ভিক্ষবে। যং কিঞ্চি রূপং অতীতানাগতা পচুপ্পন্নং অঙ্কুত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকং বা সুখুমং বা হীনং বা পণীতং বা, যং দূরে সত্তিকে বা, সৰ্ব্বং রূপং— নেতং মম, নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তা’তি এবমেতং যথা ভূতং সম্মপ্পঞ্ঞাণয় দট্ঠকং ।

অনুবাদ : “সেজন্য হে ভিক্ষুগণ! যাহা কিছু রূপ (জাগতিক দৃশ্যমান ভৌতিক বস্তু বা পদার্থ) অতীতে উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, বর্তমানে আছে বা উৎপন্ন অবস্থায় রয়েছে তাহা আধ্যাত্মিক রূপবস্তু হউক অথবা বাহিরের রূপবস্তু হউক অথবা স্থূল রূপবস্তু হউক অথবা সূক্ষ্ম রূপবস্তু হউক অথবা হীন জাতীয় রূপবস্তু হউক অথবা প্রণীত (শ্রেষ্ঠজাতীয়) রূপবস্তু হউক অথবা যাহা রূপের (যে সব দৃশ্যমান রূপবস্তুর) উৎপত্তি দূরে রয়েছে অথবা যাহা রূপ উৎপত্তি নিকটে রয়েছে সে সব রূপবস্তু (দৃশ্যমান বস্তু) উৎপত্তি

সম্বন্ধেও - ‘ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে’ -
এরূপে প্রত্যক্ষভাবে যথার্থজ্ঞানে দর্শন করা কর্তব্য।”

যা কাচি বেদনা অতীতানাগতা পচুপ্পনা অজ্জত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকা বা
সুখুমা বা হীনা বা পণীতা বা যা দূরে সত্তিকে বা, সৰ্ব্বা বেদনা- নেতং মম,
নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তাতি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্জ্ঞায়া
দট্ঠক্বং।”

অনুবাদ : “যাহা কিছু বেদনা (অনুভূত অনুভূতি) অতীতে উৎপন্ন হয়ে
গিয়েছে-ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে বর্তমানে আছে বা উৎপন্ন অবস্থায় রয়েছে
তাহা আধ্যাত্মিক বেদনা হউক অথবা বাহ্যিক বা বাহিরের বেদনা হউক অথবা
স্থূল বেদনা হউক অথবা সূক্ষ্ম বেদনা হউক অথবা হীন জাতীয় বেদনা হউক
অথবা প্রণীত (শ্রেষ্ঠ জাতীয়) বেদনা হউক অথবা যাহা বেদনা (অনুভূত
অনুভূতি) উৎপত্তি দূরবর্তী বিষয়বস্তু সংস্পর্শে রয়েছে অথবা বেদনা উৎপত্তি
নিকটবর্তী বিষয়বস্তু সংস্পর্শে রয়েছে সে সব বেদনা (অনুভূত অনুভূতি)
উৎপত্তি সম্বন্ধেও- ‘ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা
নহে’- এরূপে প্রত্যক্ষভাবে যথার্থজ্ঞানে দর্শন করা কর্তব্য।”

যা কাচি সংজ্ঞা অতীতানাগতা পচুপ্পনা অজ্জত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকা বা
সুখুমা বা হীনা বা পণীতা বা যা দূরে সত্তিকে বা, সৰ্ব্বা সংজ্ঞা- নেতং মম,
নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তাতি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্জ্ঞায়া
দট্ঠক্বং।

অনুবাদ : “যাহা কিছু সংজ্ঞা (অনুভূত অনুভূতিকে জানা) অতীতে উৎপন্ন হয়ে
গিয়েছে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, বর্তমানে আছে বা উৎপন্ন অবস্থায় রয়েছে
তাহা আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা হউক অথবা বাহ্যিক সংজ্ঞা হউক অথবা স্থূল সংজ্ঞা
হউক অথবা সূক্ষ্ম সংজ্ঞা হউক অথবা হীনজাতীয় সংজ্ঞা হউক অথবা প্রণীত
(শ্রেষ্ঠ জাতীয়) সংজ্ঞা হউক অথবা যাহা সংজ্ঞা (অনুভূত অনুভূতিকে জানা)
উৎপত্তি দূরবর্তী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় অথবা যাহা সংজ্ঞা উৎপত্তি নিকটবর্তী
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় সে সব সংজ্ঞা উৎপত্তি সম্বন্ধেও- ‘ইহা আমার নহে, ইহা
আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে’- এরূপে প্রত্যক্ষভাবে যথার্থজ্ঞানে দর্শন
করা কর্তব্য।”

যে কেচি সঙ্কারা অতীতানাগতা পচুপ্পনা অজ্জত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকা বা
সুখুমা বা হীনা বা পণীতা বা যে দূরে সত্তিকে বা, সৰ্ব্বা সঙ্কারা, নেতং মম,
নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তাতি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্জ্ঞায়া
দট্ঠক্বং।

অনুবাদ : “যাহা কিছু সংস্কারসমূহ (অনুভূত অনুভূতিকে জানবার কর্মপ্রেরণা
অথবা চিন্তের চেতনাপ্রবাহ সমূহ) অতীতে উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে-ভবিষ্যতে

উৎপন্ন হবে-বর্তমানে আছে বা উৎপন্ন অবস্থায় রয়েছে তাহা আধ্যাত্মিক সংস্কার সমূহ হউক অথবা বাহ্যিক সংস্কার সমূহ হউক অথবা স্থূল সংস্কারসমূহ হউক অথবা সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহ হউক অথবা হীন জাতীয় সংস্কারসমূহ হউক অথবা প্রণীত (শ্রেষ্ঠ জাতীয়) সংস্কারসমূহ হউক অথবা যাহা সংস্কারসমূহ উৎপত্তি দূরবর্তী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় অথবা যাহা সংস্কারসমূহ উৎপত্তি নিকটবর্তী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় সে সব সংস্কার উৎপত্তি সম্বন্ধেও- ‘ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে’-এরূপে প্রত্যক্ষভাবে যথার্থজ্ঞানে দর্শন করা কর্তব্য।”

যং কিঞ্চিৎ বিঞ্ঞাণং অতীতানাগতা পচুপ্পন্নং অঙ্কুত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকং বা সুখুমং বা হীনং বা পণীতং বা যং দূরে সত্তিকে বা, সৰ্ব্বং বিঞ্ঞাণং নেতং মম, নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তাতি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞাণায দট্ঠব্বং।

অনুবাদ : “যাহা কিছু বিজ্ঞান (উৎপন্ন চিত্ত বা মন অথবা চিত্তপ্রবাহ) অতীতে উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে-বর্তমানে আছে বা উৎপন্ন অবস্থায় রয়েছে তাহা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান হউক অথবা বাহ্যিক বিজ্ঞান হউক অথবা স্থূল বিজ্ঞান হউক অথবা সূক্ষ্ম বিজ্ঞান হউক অথবা হীনজাতীয় বিজ্ঞান হউক অথবা প্রণীত (শ্রেষ্ঠ জাতীয়) বিজ্ঞান হউক অথবা যাহা বিজ্ঞান উৎপত্তি দূরবর্তী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় অথবা যাহা বিজ্ঞানে উৎপত্তি নিকটবর্তী বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হয় সে সব বিজ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধেও- ‘ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে’-এরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা কর্তব্য।”

৯। এবং পসুসং ভিক্ষবে, সুতবা অরিয়সাবকো রূপস্মিম্পি নিক্কন্দতি, বেদনায়পি নিক্কন্দতি, সঞ্ঞায়পি নিক্কন্দতি, সঙ্খারেসুপি নিক্কন্দতি, বিঞ্ঞাণস্মিম্পি নিক্কন্দতি, নিক্কন্দং বিরজ্জতি, বিরাগা বিমুচ্চতি, বিমুত্তস্মিং বিমুত্তমীতি ঞ্জাণং হোতি। স্বীণা জ্জাতি, ব্বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীযং, নাপরং ইথস্তাযাতি পজ্জানাতি।

অনুবাদ : “হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক উৎপন্ন রূপে (জাগতিক দৃশ্যমান বস্তুতে)ও বিরক্ত হয় বা অপ্রবৃত্তি জন্মায়, উৎপন্ন বেদনায় (অনুভূত অনুভূতিতে)ও বিরক্ত হয় বা অপ্রবৃত্তি জন্মায়, উৎপন্ন সংজ্ঞায় (অনুভূত অনুভূতিকে জানায়)ও বিরক্ত হয় বা অপ্রবৃত্তি জন্মায়, উৎপন্ন সংস্কারসমূহে (অনুভূত অনুভূতিকে জানার কর্মপ্রেরণা অথবা চিত্তের চেতনাপ্রবাহ সমূহে)ও বিরক্ত হয় বা অপ্রবৃত্তি জন্মায়, উৎপন্ন বিজ্ঞানে (উৎপন্ন চিত্তে বা মনে অথবা চিত্তপ্রবাহে)ও বিরক্ত হয় বা অপ্রবৃত্তি জন্মায়; অপ্রবৃত্তি

জন্যায় উহা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে রাখে, বিরাগ বা উদাসীনতাবশতঃ নিজেকে বিশেষভাবে মুক্ত রাখে, বিশেষভাবে মুক্ত হয়ে বিশেষভাবে পুজ্যানুপুজ্বরূপে মুক্ত হয়েছে বলে জানে— ঈদৃশ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে; ‘ইহাতে তাহার পুনর্জন্ম ক্ষীণ বা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, ব্রহ্মচার্য্যবাস পরিপূর্ণ হয়েছে, যাহা করণীয় বা করবার কর্তব্য তাহা করা শেষ হয়েছে, ইহা জীবনে আর অন্য কিছু করবার বাকী নেই’ বলে সে পুজ্যানুপুজ্বরূপে জানতে পারে।”

১০। ইদমবোচ ভগবা। অন্তমনা পঞ্চবল্লিয়া ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুংতি।

অনুবাদ : ভগবান এরূপ বললে পঞ্চবল্লীয় ভিক্ষু নিরতিশয় আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষণ বা ধর্মকথাকে অভিনন্দন করলেন।

১১। ইমস্মিং চ পন বেয্যাকরগস্মিং শুএঃপ্রমাণে পঞ্চবল্লিয়ানাং ভিক্ষুনাং অনুপাদায আসবেহি চিত্তানি বিমুচ্ছিৎসুংতি ॥

অনুবাদ : ভগবানের এরূপ ঘোষণা বা ধর্মকথা কথনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চবল্লীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আসক্তিসমূহের ইন্ধনরহিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।

‘অনাত্ম সম্বলিত ত্রিলক্ষণ বর্ণনা’ সমাপ্ত।

এই পুণ্যে আমার অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা প্রসূত অন্ধকার বিদূরীত হউক।

পারিশিষ্ট

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয় সম্মত উপোসথ পদ্ধিকা গণনা নীতি

বৌদ্ধগণনা চন্দ্রমাস গণনা, জ্যোতিষগণনার সৌরমাস গণনা নহে। চন্দ্রমাসের গণনায় ৩০ দিনে একমাস হয়। বৌদ্ধেরা সংবৎসরে তিনটি ঋতু গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন— গ্রীষ্মঋতু, বর্ষাঋতু এবং হেমন্তঋতু। চারিমাসে এক একটি করিয়া ঋতু হয়। প্রতি ঋতুতে আটটি করিয়া ভিক্ষু উপোসথ হয়, যেমন— প্রথম উপোসথ, দ্বিতীয় উপোসথ, তৃতীয় উপোসথ, চতুর্থ উপোসথ, পঞ্চম উপোসথ, ষষ্ঠ উপোসথ, সপ্তম উপোসথ এবং অষ্টম উপোসথ। এইরূপে সংবৎসরে (৩টি ঋতু+৮টি উপোসথ=) মোট ২৪টি ভিক্ষু উপোসথ হইয়া থাকে। প্রতি ঋতুতে তৃতীয় ও সপ্তম উপোসথগুলি ১৪ দিনে করিয়া হয়, অবশিষ্ট উপোসথগুলি হয় ১৫ দিনে করিয়া। অতএব সংবৎসরে ১৪ দিনের উপোসথের সংখ্যা হয় মোট ৬টি আর ১৫ দিনের উপোসথের সংখ্যা হয় মোট ১৮টি। আবার বৌদ্ধ মলমাস পাওয়া বৎসরের মলমাসের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুতে দুইটি উপোসথের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উপোসথের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি, যেহেতু এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উপোসথ দুইটিও ১৫ দিনে হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে বৌদ্ধ মলমাস পাওয়া বৎসরে উপোসথের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪টির স্থলে ২৬টি হইয়া থাকে। এখন ১৪ দিনের উপোসথগুলিকে বলা হয় চতুর্দশী উপোসথ আর ১৫ দিনের উপোসথগুলিকে বলা হয় পঞ্চদশী উপোসথ।

গ্রীষ্মঋতু আরম্ভ হয় হেমন্ত ঋতুর অষ্টম উপোসথ শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমার চতুর্দশী শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে এবং ইহার পরিসমাপ্তি হয় গ্রীষ্মঋতুর অষ্টম উপোসথ দিবসে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে, যেই বৎসর মলমাসে পায় সেই বৎসর গ্রীষ্ম ঋতুর দশম উপোসথ দিবসে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে। বর্ষাঋতু আরম্ভ হয় গ্রীষ্মঋতুর অষ্টম উপোসথ শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে কিংবা মলমাস পাইলে দশম উপোসথ শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমার চতুর্দশী শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে এবং ইহার পরিসমাপ্তি হয় বর্ষাঋতুর অষ্টম উপোসথ দিবসে অর্থাৎ আশ্বিনমাসে কিংবা মলমাস পাইলে কার্তিকমাসে। হেমন্তঋতু আরম্ভ হয়

বর্ষাঋতুর অষ্টম উপোসথের পরদিবস হইতে অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার চতুর্দশী শেষ হওয়ার পরদিবস হইতে এবং ইহার পরিসমাণ্ডি হয় হেমন্তঋতুর অষ্টম উপোসথ দিবসে অর্থাৎ ফাল্গুনমাসে কিংবা মলমাস পাইলে চৈত্রমাসে। তৎপর পুনরায় গ্রীষ্মঋতু আরম্ভ হয়।

প্রতিবৎসর কোজাগর পূর্ণিমা বা লক্ষীপূর্ণিমাকে বর্ষাঋতুর ষষ্ঠ উপোসথরূপে গ্রহণ করিয়া সংবৎসরের উপোসথগুলির গণনা আরম্ভ করিতে হয়। বর্ষাঋতুর ষষ্ঠ উপোসথকে বলা হয় আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ব্রত শেষ হয় এবং পর দিবস হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে কঠিন চীবর দান দেওয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং এই প্রবারণা পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষু উপোসথগুলি গণনা করা হয়। এইরূপে ভিক্ষু উপোসথগুলি গণনা করিলে বর্ষাঋতুর অষ্টম উপোসথ কার্তিকী পূর্ণিমায় বৌদ্ধদের কঠিন চীবর দানোৎসব শেষ হয়, হেমন্তঋতুর ষষ্ঠ উপোসথে মাঘী পূর্ণিমা হয়, হেমন্তঋতুর অষ্টম উপোসথ ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত ভিক্ষুরা প্রাপ্ত কঠিন চীবর নিজ নিজ হস্তপাশে রাখেন, গ্রীষ্মঋতুর চতুর্থ উপোসথ বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা, গ্রীষ্ম ঋতুর অষ্টম উপোসথ (বৌদ্ধ মলমাস পাইলে দশম উপোসথ) আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং পরদিবস হইতে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে, বর্ষাঋতুর চতুর্থ উপোসথ ভাদ্রপূর্ণিমা বা মধুপূর্ণিমা আর বর্ষাঋতুর ষষ্ঠ উপোসথ আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ব্রত শেষ।

এইরূপে চন্দ্রমাস গণনায় প্রতি তিন বৎসর পর পর একমাস করিয়া বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাসকে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধমতে বৌদ্ধ মলমাস বা অতিমাস (অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাস) বলিয়া থাকেন। সাধারণতঃ প্রতিমাসে একটি পূর্ণিমা এবং একটি অমাবস্যা থাকে। কিন্তু যেই বৎসর যেই মাসে দুইটি পূর্ণিমা অথবা দুইটি অমাবস্যা থাকে সেই বৎসরের সেই মাসকেও হিন্দুমতে মলমাস বা অতিমাস বলা হয়। বৌদ্ধেরা ইহাকে মলমাস গ্রহণ করেন না। যেই বৎসর এই বৌদ্ধ মলমাস হয় সেই বৎসর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গ্রীষ্মঋতুর অষ্টম উপোসথ গণনায় আষাঢ় মাসের ১৮ তারিখ কিংবা তৎপূর্বে পড়ে, কাজেই ইংরেজী লিপইয়ার গণনার ন্যায় এই অষ্টম উপোসথকে আষাঢ়ী পূর্ণিমারূপে গ্রহণ না করিয়া সেই গ্রীষ্মঋতুতে নবম ও দশম উপোসথ এইরূপে দুইটি উপোসথ বৃদ্ধি করিয়া তৎপরবর্তী শ্রাবণীপূর্ণিমাকে দশম উপোসথ করতঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমারূপে গ্রহণ করিয়া নিতে হয়। এইজন্য এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একমাসকে বৌদ্ধ মলমাস বা অতিমাস এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৎসরকে

বৌদ্ধ মলবৎসর বলা হয়। কাজেই যেই বৎসর বৌদ্ধ মল বৎসর হয় সেই বৎসর গ্রীষ্মঋতুর অষ্টম উপোসথের পর বৃদ্ধি হইয়া নবম ও দশম— এই দুইটি উপোসথ বাড়িয়া অষ্টম উপোসথে গ্রীষ্মঋতু শেষ হওয়ার পরিবর্তে দশম উপোসথেই শেষ হইয়া থাকে। সুতরাং যেই বৎসর বৌদ্ধ মল বৎসর হয় সেই বৎসর ২৪টি উপোসথের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬টি ভিক্ষু উপোসথ হইয়া থাকে। বৌদ্ধ দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তথা গৃহীরা এইরূপে উপোসথ গণনা করিয়া বৌদ্ধ বর্ষপঞ্জি প্রস্তুত করতঃ বৎসরের প্রতি ঋতুতে উপোসথ দিবসগুলি উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। ইহাই বৌদ্ধ বিনয়সম্মত উপোসথ পঞ্জিকা গণনা নীতি।

* * * * *

॥ সমাপ্ত ॥